নিকট মায়ামৃগ প্রার্থনা করিলেন; কুক্ষণে তিনি, মারীচের কপট আর্ত্ত-নাদ শ্রবণ করিয়া, দেবর লক্ষ্মণকে তিরস্কার করিলেন; ছদ্মবেশী রাক্ষস-রাজ, অবসর বুঝিয়া, তাঁহাকে হরণ করিলেন। কতদিন কত কাননচারী জীবকে সীতাদেবী বিপদের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু হায়! তাঁহার বিপদের দিন কেহই তাঁহাকে রক্ষা করিতে আসিলেন না। হাহাকারে আকাশ প্রতিধ্বনিত করিয়া তিনি কাননের জীব, জন্তু, তরু, লতা এবং স্বর্গের দেবগণ সকলেরই নিকট, আত্মরক্ষার জন্য, প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু কেহই তাঁহাকে রক্ষা করিতে পারিলেন না। কেবল, বীর জটায়ু, তাঁহার জন্য, যুদ্ধে প্রাণদান করিয়া, বীরজন্ম সার্থক করিলেন। রাক্ষসরাজের বিমান তাঁহাকে বহন করিয়া লঙ্কাভিমুখে ধাবিত হইল; দেখিতে দেখিতে নীলোর্ম্মিময় মহাসমুদ্র তাঁহার নয়ন-পথে পতিত হইল। রাক্ষসরাজ তাঁহাকে লঙ্কাপুরীতে কারাগারের বন্দিনী করিয়া রাখিলেন। হায়! রাজবধূ, রাজনন্দিনী হইয়া কে কবে তাঁহার ন্যায় যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছেন? বিধাতঃ! জন্মদুঃখিনী সীতার কারাগারের দ্বার কি উন্মুক্ত করিবে না?

সীতাদেবীর ও সরমার কথোপকথনে কবি, এইরূপে, রামায়ণবর্ণিত অনেক ঘটনা সংক্ষেপে বিবৃত করিয়াছেন। জটায়ুর সঙ্গে রাক্ষসরাজের যুদ্ধ এবং মূর্চ্ছিত অবস্থায় সীতাদেবী কর্ত্তৃক ভাবী ঘটনার ছায়া দর্শন অতীব নৈপুণ্যের সহিত বর্ণিত হইয়াছে। ধার্ম্মিকবীর জটায়ু যেখানে রাক্ষসরাজের নিকট বজ্রগম্ভীরস্বরে যুদ্ধ প্রার্থনা করিতেছেন, তাহা পাঠ করিলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়, এবং "গিরি-পৃষ্ঠে কাল-মেঘের ন্যায়" বীর জটায়ুর ভৈরব মূর্ত্তি আমরা কল্পনানেত্রে প্রত্যক্ষ করি। মেঘনাদ-বধের এই অংশের মুদ্রণাদর্শ (proof) দেখিবার সময় মধুসূদন বাবু রাজনারায়ণ বসুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "রাজনারায়ণ! মেঘনাদ কি আমাকে অমর করিবে না?"(Will not this make me immortal?)

মধুসূদনের আশা নিষ্ফল হয় নাই। মেঘনাদবধ যথার্থই তাঁহাকে অমর করিয়াছে। কিন্তু কেবল বর্ণনার মাধুর্য্যের ও গাম্ভীর্য্যের জন্যই সীতা ও সরমার কথোপকথন প্রশংসা-যোগ্য নয়। সেই সঙ্গে সীতা-চরিত্রের উৎকর্ষ-সাধনের জন্যই ইহার প্রশংসা। মহর্ষি সীতা-দেবীকে এরূপ ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন যে, তাহা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু মহর্ষি-কল্পিত সীতাচরিত্রেরও যে অংশে একটু ত্রুটী লক্ষিত হইয়া থাকে, মেঘনাদবধে মধুসূদন তাহা সংশোধন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। মায়াবী মারীচের আর্ত্তনাদ শ্রবণে লক্ষ্মণের প্রতি সীতাদেবীর অনুযোগ রামায়ণে যেরূপ বর্ণিত আছে, তাহা পাঠ করিলে পাঠককে ব্যথিত হইতে হয়। রামচন্দ্রের অন্বেষণে লক্ষ্মণকে গমন করিতে দ্বিধাপরায়ণ দেখিয়া সীতাদেবী তাঁহাকে বলিয়াছিলেন ;—

* * * *

অনার্য্যকরুণারম্ভ নৃশংস কুলপাংসন,
অহং তব প্রিয়ং মন্যে রামস্য ব্যসনং মহৎ॥
রামস্য ব্যসনং দৃষ্ট্বা তেনৈতানি প্রভাষসে॥
নৈবচিত্রং সপত্নেষু পাপং লক্ষ্মণ যদ্ভবেৎ॥
ত্বদ্বিধেষু নৃশংসেষু নিত্যং প্রচ্ছন্নচারিষু॥
সুদুষ্টস্ত্বং বনে রামমেকমেকোহনু গচ্ছসি।
মমহেতোঃ প্রতিচ্ছন্নঃ প্রযুক্তো ভরতেন বা॥

এই ভর্ৎসনার অন্যান্য কথা সম্বন্ধে বিশেষ কোন আপত্তি নাই, কিন্তু যিনি ভ্রাতৃপ্রেমে রাজভোগ, স্নেহময়ী জননী, এবং পতিপ্রাণা পত্নীকেও পরিত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই, এবং যাঁহার নয়নযুগল কখনও ভ্রাতৃজায়ার পদলগ্ন নূপুরের উর্দ্ধে উত্থিত হয় নাই,—সেই চির-পবিত্রজীবন, ব্রহ্মচারী লক্ষ্মণ, তাঁহার প্রতি পাপ-কামনা বশতঃ, তাঁহাদিগের অনুসরণ করিয়াছিলেন, সীতাদেবীর মনে এরূপ চিন্তা উদিত হওয়া কি সঙ্গত? লক্ষ্মণের ন্যায় দেবর কি ভ্রাতৃবধূর নিকট এরূপ

সন্দেহের যোগ্য, না মূর্ত্তিমতী পবিত্রতার মুখ হইতে এরূপ হলাহল উদ্‌গীর্ণ হইবার উপযুক্ত? সেরূপ অবস্থায় সীতাদেবী কর্ত্তৃক লক্ষ্মণকে কঠোর তিরস্কার করা অস্বাভাবিক নহে; কিন্তু বহুদিনের বিশ্বাস, এক দিনের ব্যবহারে, অকস্মাৎ, এরূপ সন্দেহে পরিবর্ত্তিত হওয়া স্বাভাবিক নয়। যাঁহারা বলেন যে, দেবকার্য্য সম্পাদনের জন্য, দুষ্টা সরস্বতী কর্ত্তৃক প্রণোদিতা হইয়াই, সীতাদেবী লক্ষ্মণের প্রতি এরূপ ভাষা ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের সম্বন্ধে আমাদিগের কোন বক্তব্য নাই। মেঘনাদবধের রামচন্দ্র ও সীতাদেবীকে মানব, মানবী ভাবে দর্শন করিয়া, তাঁহাদিগের প্রকৃতি সম্বন্ধে যাহা বলা সঙ্গত, আমরা তাহাই বলিতেছি। মধুসূদন সীতাদেবীর অনুযোগ এইরূপ লিখিয়াছেন;—

> "সুমিত্রা শাশুড়ী মোর বড় দয়াবতী;
> কে বলে ধরিয়াছিল গর্ভে তিনি তোরে,
> নিষ্ঠুর! পাষাণ দিয়া গড়িলা বিধাতা
> হিয়া তোর। ঘোর বনে নির্দ্দয় বাঘিনী
> জন্ম দিয়া পালে তোরে, বুঝিনু দুর্ম্মতি;
> রে ভীরু, রে বীরকুলগ্লানি। যাব আমি,
> দেখিব করুণ স্বরে কে স্মরে আমারে।"

এই তিরস্কার, কঠোর হইলেও, সীতাদেবীর উচ্চ প্রকৃতির অযোগ্য নহে। কিন্তু সীতাচরিত্র সম্বন্ধে কেবল সুরুচির ও শিষ্টজনোচিত ভাবের জন্যই মধুসূদনের প্রশংসা নয়। শাণযন্ত্রনির্ম্মুক্ত মণির ন্যায় সীতাচরিত্র তাঁহার হস্তে আরও যেন একটু উজ্জ্বল হইয়াছে। মেঘনাদবধে আমরা সীতাদেবীকে দুইবার মাত্র দেখিতে পাই। প্রথমবার মেঘনাদের অভিষেকের এবং দ্বিতীয়বার মেঘনাদের মৃত্যুর পর। প্রথমবারের অপেক্ষা দ্বিতীয়বারের চিত্র আরও উজ্জ্বল। প্রথমবার

মধুসূদনের সীতাচরিত্রের বিশেষত্ব।

সরমা, সীতাদেবীর অঙ্গের অলঙ্কার অপহরণের জন্য, লঙ্কেশ্বরকে নিন্দা করিলে সীতাদেবী, রাক্ষসরাজকে সমর্থন করিয়া, বলিয়াছিলেন ;—

"বৃথা গঞ্জ দশাননে তুমি, বিধুমুখি,
আপনি খুলিয়া আমি ফেলাইনু দূরে
আভরণ, যবে পাপী ধরিল আমারে
বনাশ্রমে।" * * *

আততায়ী শত্রুকে অকারণ-নিন্দা হইতে এইরূপ নির্মুক্তি প্রদানের চেষ্টা সীতাদেবীর চরিত্রেরই উপযুক্ত বটে। দ্বিতীয়বার সরমা আসিয়া সীতাদেবীকে মেঘনাদের মৃত্যুর এবং প্রমীলার চিতারোহণের সংবাদ প্রদান করিলেন। বিধাতার অনুগ্রহে তাঁহার কারাগারের দ্বার উন্মুক্ত হইবার উপক্রম হইল দেখিয়া তিনি বিধাতাকে ধন্যবাদ দিলেন; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে রক্ষোবংশের দুরবস্থা স্মরণ করিয়া তাঁহার হৃদয় বিগলিত হইল। তিনি স্বয়ং নিরপরাধিনী; হায়! বিধাতা তবে তাঁহাকে রক্ষো-বংশের কালরাত্রি-স্বরূপিণী করিলেন কেন? তাঁহারই জন্য নিরপরাধ মেঘনাদ এবং নিরপরাধা সাধ্বী প্রমীলা যে চিতানলে উৎসর্গীকৃত হইতেছিলেন, তাহা চিন্তা করিয়া তাঁহার হৃদয় অধীর হইল। তিনি সজল নয়নে সরমাকে বলিলেন;

"কুক্ষণে জনম মম, সরমা রাক্ষসি!
সুখের প্রদীপ, সখি, নিবাই লো সদা,
প্রবেশি যে গৃহে হায় অমঙ্গলারূপী
আমি! পোড়া-ভাগ্যে এই লিখিলা বিধাতা।
* * * হাদে দেখ হেথা
মরিল বাসবজিত অভাগীর দোষে
আর রক্ষোরথী যত, কে পারে গণিতে।
মরিবে দানব-বালা অতুলা এ ভবে
সৌন্দর্য্যে। বসন্তারম্ভে হায় লো শুকাল
হেন ফুল।" * * *

অত্যাচারী রাক্ষসবংশের প্রতি এরূপ অনুকম্পা আর্য্য রামায়ণের সীতা-প্রকৃতিতে লক্ষিত হয় না; ইহা মধুসূদনেরই কল্পিত। মেঘনাদবধের সীতা ও সরমার কথোপকথন সাধারণ পাঠকের নিকট প্রায়ই উপেক্ষিত হইয়া থাকে; কিন্তু ইহা মেঘনাদবধের একটি অত্যুৎকৃষ্ট অংশ। যে দেবীর অনুপম চরিত্র অবলম্বন করিয়া রচিত বলিয়াই রামায়ণের এত গৌরব, মেঘনাদবধে তাঁহার কথা না থাকিলে ইহা অঙ্গহীন থাকিত। সীতাদেবীর সে অবস্থায় তাঁহার সম্বন্ধে অধিক কথা বলা মধুসূদনের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। সীতাদেবী তখন কারাগারের বন্দিনী; কিন্তু সে অবস্থাতেও মধুসূদন তাঁহার প্রকৃতিতে যে সকল গুণের সমাবেশ করিয়াছেন, তাহা অতীব সুন্দর হইয়াছে। মেঘনাদবধে রামচন্দ্রের ও লক্ষ্মণের চরিত্র মধুসূদনের হস্তে সুচিত্রিত হয় নাই। কিন্তু তাঁহার সীতাচরিত্র তাঁহার কাব্যের গৌরব রক্ষা করিয়াছে। যাঁহারা মনে করেন যে, মধুসূদন, প্রকৃত মহত্ত্ব অনুভবে অক্ষম ছিলেন বলিয়াই, রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণকে ওরূপ ভাবে বিচিত্র করিয়াছেন, তাঁহাদের কথা সম্পূর্ণ সত্য নহে। সত্য হইলে আমরা মেঘনাদবধের সীতা এবং বীরাঙ্গনার রুক্মিণী দেবীকে দর্শন করিতে পাইতাম না।

পঞ্চম সর্গ—মেঘনাদবধের পঞ্চম সর্গের দৃশ্য স্বর্গ ও পৃথিবী উভয় স্থলেই সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। মায়াদেবীর কৌশলে লক্ষ্মণ স্বপ্ন দেখিলেন যে, তাঁহার জননী সুমিত্রাদেবী, তাঁহার শিরোদেশে আবির্ভূতা হইয়া, তাঁহাকে লঙ্কার উত্তর দিক্‌স্থিত মন্দিরে বর্ত্তমানা লঙ্কাপুরীর অধিষ্ঠাত্রী, দেবী মহামায়ার পূজার জন্য, আদেশ দান করিতেছেন। মাতৃবৎসল বীর, জাগ্রত হইয়া, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ও সুহৃদ্ বিভীষণের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক, দেবীপূজার জন্য প্রস্থান করিলেন। দেবানুগ্রহ লাভ করিতে হইলে বহু বিঘ্ন অতিক্রম করিতে হয়, সকল সমাজেই এ বিশ্বাস বদ্ধমূল।

লক্ষ্মণের দেবী-পূজা।

মধুসূদনও এই বিশ্বাস অনুসারে, দেবীপূজার জন্ত প্রস্থিত বীরবর লক্ষ্মণকে নানাবিধ প্রলোভনের ও বিভীষিকার মধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছেন। প্রথমে দ্বাররক্ষক রুদ্রদেবের সঙ্গে লক্ষ্মণের সাক্ষাৎ হইল। মেঘনাদবধে গম্ভীর ভাবোদ্দীপক যে সমস্ত চিত্র আছে, মহাদেবের সহিত লক্ষ্মণের সাক্ষাৎকার তাহার মধ্যে অন্ততম। লক্ষ্মণের বীরোচিত ব্যবহারে পরিতুষ্ট হইয়া মহাদেব দ্বার ত্যাগ করিলেন। তখন লক্ষ্মণকে ভীত করিবার জন্ত কখনও মায়াময় সিংহ, কখনও বা দাবানল আবির্ভূত হইল। কিন্তু নির্ভীক বীর, পর্ব্বতের ন্তায় অটলভাবে, তাহা অতিক্রম করিলেন। অকস্মাৎ কুঞ্জবনবিহারিণী সুররমণীগণের মধুর কণ্ঠধ্বনি তাঁহার শ্রুতিগোচর হইল এবং ভূপতিত তারকাসুন্দরীগণের ন্তায় জ্যোতির্ম্ময়ী, জলক্রীড়াশীলা দেবরমণীগণ, চতুর্দ্দিক্ হইতে, তাঁহাকে বেষ্টন করিলেন। মেঘনাদবধ কাব্যের এই অংশ পাঠ করিলে "জেরুজালেম-উদ্ধার" কাব্যের পঞ্চদশসর্গ পাঠকের স্মরণ হইবে। বীরবর রাইনাল্ডোর অন্বেষণে প্রেরিত দূতগণকে জলক্রীড়াপরায়ণা অপ্সরাসুন্দরীগণ যাহা বলিয়াছিলেন,—মধুসূদন তাহারই আদর্শে মেঘনাদবধ-কাব্যে লিখিয়াছেন ;—

"———স্বাগত ওহে রঘুচূড়ামণি।

* * * * *

অমরী আমরা, দেব! বরিনু তোমারে—
আমাসবে ; চল, নাথ আমাদের সাথে।
কঠোর তপস্তা নর করে যুগে যুগে
লভিতে যে সুখভোগ, দিব তা তোমারে,
গুণমণি! রোগ-শোক-আদি কীট যত
কাটে জীবনের ফুল এ ভবমণ্ডলে,
না পশে সে দেশে, মোরা আনন্দে নিবাসি
চিরদিন।" * * *

কিন্তু ব্রহ্মচারী বীরের মাতৃসম্বোধনে লজ্জিতা হইয়া দেবাঙ্গনাগণ মুহূর্ত্তের মধ্যে অদৃশ্যা হইলেন। এইরূপে সমস্ত বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া বীরবর, নীলোৎপলাঞ্জলি প্রদান পূর্ব্বক, বিশ্বজননীর পূজা করিলেন। লক্ষ্মণের মনস্কামনা সিদ্ধ হইল। তাঁহার কঠোর সাধনায় পরিতুষ্টা হইয়া মহামায়া আকাশবাণী দ্বারা তাঁহাকে মনোমত বর প্রদান করিলেন। দেবদ্রোহী রাক্ষসরাজের এই বিপদ-সম্বাদে সমস্ত জগৎ আনন্দে পরিপূর্ণ হইল। সমীরণ ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতে লাগিল; বৃক্ষদল কুসুমরাশি বর্ষণ করিতে লাগিল; এবং বিহঙ্গমগণ, প্রাভাতিক সঙ্গীতচ্ছলে, এই আনন্দ-সংবাদ দেশে দেশে ঘোষণা করিল।

বীরবর ইন্দ্রজিৎ, যেখানে, সাধ্বী প্রমীলার সঙ্গে কুসুমশয্যায় শয়ন করিয়াছিলেন, বিহঙ্গমগণের এই আনন্দ-গীতি, সেখানে প্রবেশ করিয়া, তাঁহাদিগকেও উদ্বোধিত করিল। ইন্দ্রজিৎ ও প্রমীলার নিদ্রাভঙ্গ বর্ণনা অতি মনোহর। প্যারাডাইস্‌লষ্টের পঞ্চম সর্গে বর্ণিত আদম ও ইভের নিদ্রাভঙ্গের অনুকরণে কবি তাহা রচনা করিয়াছেন। কিন্তু বর্ণনার সৌন্দর্য্যে তাহা মৌলিক বলিয়া মনে হয়। পাশ্চাত্য মহাকবিগণের কাব্যের আদর্শ স্বদেশীয়দিগের সম্মুখে স্থাপিত করিবার জন্যই মধুসূদন বিদেশীয় ভাবের এইরূপ অনুকরণ বা স্বাঙ্গীকরণ (assimilation) করিতেন; ভাবাপহরণ তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না। তাঁহার এই অনুকরণদক্ষতা সম্বন্ধে বাবু রাজনারায়ণ বসু এবং মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর যথার্থই বলিয়াছিলেন,—"Whatever passes through the crucible of the author's mind receives an original shape," বাস্তবিকও গৃহীত বিষয়গুলিকে তিনি এরূপ নবীন আকার প্রদান করিয়াছেন যে, তাহা সম্পূর্ণ রূপেই তাঁহার নিজের সৃষ্টি বলিয়া মনে হয়। মধুসূদন যে সকল স্থলে অন্য কাব্যের ভাব গ্রহণ করিয়াছেন, আমরা তাহা নির্দ্দেশ করিতে ত্রুটী করি নাই। মধুসূদনকে অন্যের ভাবা-

পহারক বলিয়া যদি কাহারও অশ্রদ্ধা জন্মে, তবে তাঁহাকে মেঘনাদবধের সেই সকল স্থলের সহিত উল্লিখিত কাব্যসমূহের প্রয়োজনীয় অংশগুলি তুলনা করিতে বলি। তাহা হইলে তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে, অনেক স্থলে, কিরূপ অস্পষ্ট আদর্শ হইতে মধুসূদনের কল্পনা কি সুন্দর চিত্র অঙ্কিত করিয়াছে।

মাতার ও পত্নীর নিকট মেঘনাদের বিদায় গ্রহণ।

সুপ্তোত্থিত মেঘনাদ, যুদ্ধে গমনের পূর্ব্বে, জননীর পাদবন্দনের জন্য, সপত্নীক, মাতার নিকট গমন করিলেন। পুত্র-বৎসলা মন্দোদরীর এবং পতিপ্রাণা প্রমীলার নিকট ইন্দ্রজিতের বিদায়-গ্রহণ-কালীন কথোপকথন অতীব সুন্দর। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, মহর্ষি প্রণীত রামায়ণে রাক্ষস পরিবারবর্গের চরিত্র যেরূপভাবে চিত্রিত হইয়াছে, তাহাতে তাহাদিগকে পশুপ্রকৃতি জীব ভিন্ন আমাদিগের আর কিছু মনে হয় না। মাতৃভক্তি, অপত্য-বাৎসল্য এবং দাম্পত্যপ্রেম প্রভৃতি গার্হস্থ্য গুণ যে তাঁহাদিগের প্রকৃতিতে সম্ভব-পর, আমরা তাহা কল্পনা করিতে পারি না। সিংহ, ব্যাঘ্র, অথবা ভল্লুকে যে সকল ভাব লক্ষিত হয়, মহর্ষি প্রণীত রামায়ণের রাক্ষস, রাক্ষসীতে আমরা সেই সকল ভাবই কল্পনা করি। কিন্তু মেঘনাদবধ কাব্য পাঠকের হৃদয়ে এক অভিনব ভাব মুদ্রিত করিয়া দেয়। পুত্রগতপ্রাণা জননীর অনিদ্রায় ও অনাহারে পুত্রের কল্যাণের জন্য শিবারাধনা, মাতৃবৎসল বীর-পুত্রের, যুদ্ধে গমনের পূর্ব্বে, মাতার চরণবন্দনার্থ সপত্নীক আগমন, এবং পরস্পরের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগবান্ দম্পতির, অশ্রুজল বিসর্জ্জন করিতে করিতে পরস্পরের নিকট বিদায় গ্রহণ—রাক্ষসোচিত ভাব নহে—মানব-হৃদয়ের অতি কোমলতাময় ভাবের নিদর্শক। প্রমীলার প্রতি মন্দোদরীর ব্যবহার এবং মেঘনাদের ও প্রমীলার পরস্পরের নিকট বিদায় গ্রহণ কাব্যের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা মধুর গার্হস্থ্য ভাবে পূর্ণ। মেঘনাদ, জননীর চরণ বন্দনা করিয়া, যজ্ঞশালার দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন, সহসা প্রণয়িণীর

চিরপরিচিত নূপুরশব্দ তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। দম্পতি পরস্পরকে বাহুপাশে বন্ধন করিলেন। সাধ্বী প্রমীলা বলিলেন—

* * হায়, নাথ, * *
ভেবেছিনু—যজ্ঞগৃহে যাব তব সাথে,
সাজাইব বীর সাজে তোমায়। কি করি
বন্দী করি স্বমন্দিরে রাখিলা শাশুড়ী :
রহিতে নারিনু তবু পুনঃ নাহি হেরি
পদযুগ। শুনিয়াছি শশিকলা নাকি
রবিতেজে সমুজ্জ্বলা; দাসীও তেমতি
হে রাক্ষসকুলরবি ;—তোমারি বিহনে
আঁধার জগৎ নাথ, কহিনু তোমারে।"

প্রমীলার মুক্তামণ্ডিত বক্ষ উজ্জ্বলতর মুক্তাদামে সুশোভিত হইল। কিন্তু মেঘনাদের পক্ষে তখন আর পত্নীর অশ্রুজলে দৃষ্টিপাত করিবার সময় ছিল না। তিনি, অশ্রুসিক্তা পত্নীকে সান্ত্বনা পূর্ব্বক, বিদায় গ্রহণ করিলেন। সেই বিদায় যে তাঁহার শেষ বিদায় হইবে, মেঘনাদ অথবা প্রমীলা কেহই তখন তাহা জানিতেন না। প্রমীলা, মেঘনাদের কল্যাণের জন্য, ভগবতীর নিকট প্রার্থনা করিয়া বলিলেন ;—

"প্রমীলা তোমার দাসী, নগেন্দ্রনন্দিনি,
সাধে তোমা, কৃপাদৃষ্টি কর লঙ্কাপানে
কৃপাময়ি। রক্ষশ্রেষ্ঠে রাখ এ বিগ্রহে ;
অভেদ্য কবচরূপে আবর শূরেরে।
যে ব্রততী সদা, সতি, তোমারই আশ্রিত,
জীবন তাহার জীবে ঐ তরুরাজে ;
দেখ মা, কুঠার যেন না স্পর্শে উহারে।"

সাধ্বীর নিজের কিছুই নাই। সাধ্বী স্বামীর গৌরবে গৌরবিনী, স্বামীর তেজে তেজস্বিনী। "শুনিয়াছি, শশিকলা নাকি রবিতেজে সমুজ্জ্বলা", এবং "যে ব্রততী সদা, সতি, তোমারই আশ্রিত" ইত্যাদি

কথাগুলির দ্বারা মধুসূদন সাধ্বীর চরিত্রের এই নির্ভরশীলতা যে কি সুন্দররূপ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা ব্যক্ত করিবার নয়। কিন্তু হায়! প্রমীলার প্রার্থনা পূর্ণ হইল না। যে করাল কুঠার তাঁহার আশ্রয়তরুর উদ্দেশে উত্তোলিত হইয়াছিল, তাহা নিপতিত হইল। অবলম্বনহীনা ব্রততীর ন্যায় তিনিও সেই ছিন্ন তরুর সঙ্গে ভূতলশায়িনী হইলেন।

দ্বিতীয় সর্গ সমালোচনার সময়ে আমরা বলিয়াছি যে, দৈব ও মানবীয় ভাবের একত্র সমাবেশ করিতে যাইয়া ভার্জ্জিল, ট্যাসো এবং মিল্টন প্রভৃতি কবিগণ যে ভ্রম করিয়াছেন, মধুসূদনও সেই ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। ইহার একটী দৃষ্টান্ত নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে। প্রমীলার প্রার্থনায় দেবরাজকে ভীত দেখিয়া মধুসূদন সেই প্রার্থনা বায়ুদেবের দ্বারা দূরে নিক্ষেপ করাইয়াছেন। প্রার্থনা যে স্থূল ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য সামগ্রী নয়, এবং যিনি সর্ব্বান্তর্যামিনী তাঁহার নিকট প্রার্থনা যে দূরে নিক্ষেপ করাইবার বস্তু নয়, মধুসূদনের, বোধ হয়, তাহা স্মরণ হয় নাই। স্মরণ থাকিলেই বা কি হইবে? পুরাণ রক্ষা করিতে যাইলে, সত্য রক্ষা হয় না, এবং সত্য রক্ষা করিতে যাইলে, পুরাণ রক্ষা হয় না! সকল দেশেরই পৌরাণিক কাব্যে এইরূপ ত্রুটী লক্ষিত হইয়া থাকে।

মেঘনাদের চরিত্র।

মেঘনাদবধকাব্যে মেঘনাদের চরিত্র সম্বন্ধে কবি যে একটু বিশেষত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, সে সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা আবশ্যক। মেঘনাদের প্রকৃতির প্রধান লক্ষণ তাঁহার ভীতিশূন্যতা; পিতা, মাতা, এবং পত্নী, প্রত্যেকেরই সঙ্গে ব্যবহারে তাঁহার এই গুণ প্রকাশিত হইয়াছে। লঙ্কার কালরূপী সমরে সহস্র সহস্র রক্ষোবীর নিহত হইতেছিলেন, কিন্তু মেঘনাদের হৃদয়ে তজ্জন্য উদ্বেগমাত্র ছিল না। বীরাগ্রগণ্য বীরবাহুর মৃত্যু-সংবাদ শ্রবণ করিয়া স্বয়ং রাক্ষসরাজও বিস্মিত হইয়াছিলেন, কিন্তু মেঘনাদের হৃদয়ে বিস্ময় জন্মে নাই। বীরবাহু তাঁহার নিকট বালক মাত্র; রামচন্দ্র সেই বালককে

নিহত করিয়াছেন, তাহাতে আবার বিস্ময় কি? সেইজন্য আমরা তাঁহার মুখে শুনিতে পাই ;—

"শিশু ভাই বীরবাহু, বধিয়াছে তারে
পামর ; দেখিব মোরে নিবারে কি বলে!"

যে রামচন্দ্রকে তিনি যুদ্ধে নিহত করিয়াছিলেন, তিনি, আবার পুনর্জীবিত হইয়া, তাঁহাদিগের অনিষ্টাচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, শুনিয়া তিনি পিতাকে বলিয়াছিলেন ;—

* * * "হে রক্ষঃকুল পতি,
শুনেছি মরিয়া নাকি বাঁচিয়াছে পুনঃ
রাঘব ; এ মায়া, পিতঃ ! বুঝিতে না পারি।
কিন্তু অনুমতি দেহ সমূলে নির্ম্মূল
করিব পামরে আজি ; ঘোর শরানলে
করি ভস্ম, বায়ু অস্ত্রে উড়াইব তারে,
নতুবা বাঁধিয়া আনি দিব রাজপদে।"

জননীর নিকট বিদায় গ্রহণের সময়েও তাঁহার এই ভীতি-শূন্য ভাব পরিব্যক্ত হইয়াছে। তিনি মাতাকে বলিয়াছিলেন ;—

"কি ছার সে রাম তারে ডরাও আপনি?
* * * *
আপন মন্দিরে, দেবি, যাও ফিরি এবে
ত্বরায় আসিয়া আমি পূজিব যতনে
ও পদ-রাজীব যুগ সমরবিজয়ী।
পাইয়াছি পিতৃ আজ্ঞা, দেহ আজ্ঞা তুমি।
কে আঁটিবে দাসে, দেবি, তুমি আশীষিলে।"

পত্নীর প্রতি তাঁহার সান্ত্বনাবাক্য আরও নির্ভীকতা-ব্যঞ্জক। রাম-

চন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধ তাঁহার নিকট যেন শিশুর ক্রীড়ামাত্র; তিনি প্রমীলাকে বলিয়াছিলেন;—

"* * * এখনি আসিব,
বিনাশি রাঘবে রণে, লঙ্কা-সুশোভিনি।"

যত দিন নিরাশার অথবা দুঃখের অভিজ্ঞতা না জন্মে, ততদিন মনুষ্যের হৃদয়ে চিন্তার বা ভীতির সঞ্চার হয় না। মেঘনাদের জীবনে নিরাশার বা দুঃখের অভিজ্ঞতা ছিল না, তাই তিনি সম্পূর্ণরূপ ভীতিশূন্য, এবং আত্মশক্তিতে অটল প্রত্যয়শীল। বীরাগ্রগণ্য, ত্রিভুবনবিজয়ী পিতা, স্নেহপ্রবণহৃদয়া, সম্রাজ্ঞী জননী, পতিপ্রাণা, বীর্য্যবতী পত্নী, অতুল ঐশ্বর্য্যময় লঙ্কার যৌবরাজ্য, এবং সর্ব্বোপরি ইষ্টদেবের প্রসাদ লাভ করিয়া মেঘনাদ, নবীন শালতরুর ন্যায়, সগর্ব্বে, মস্তক উন্নত রাখিয়াছিলেন। রামচন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধ, বাত্যারূপে উত্থিত হইয়া, তাঁহাকে ভূমিসাৎ করিয়াছিল, কিন্তু বিনত করিতে পারে নাই। রাক্ষসরাজও বীর এবং মেঘনাদও বীর; অবস্থাভেদেই উভয়ের মধ্যে তাদৃশ পার্থক্য উৎপন্ন হইয়াছিল। কিন্তু বীরোচিত ভীতিশূন্যতারই জন্য মেঘনাদের প্রশংসা নয়; তাহার হৃদয় একদিকে যেমন পাষাণবৎ কঠিন, অপর দিকে তেমনই কুসুমবৎ কোমল। তিনি স্বদেশবৎসল, পিতৃমাতৃভক্ত, অনুজগণের প্রতি স্নেহবান্, এমন কি আততায়ী শত্রুরও প্রতি শিষ্টাচারপরায়ণ। লক্ষ্মণ, তাঁহাকে বধ করিবার জন্য, অসি উদ্যত করিলে তিনি বলিয়াছিলেন;—

"* * * আতিথেয়-সেবা
তিষ্ঠি লহ, শূরশ্রেষ্ঠ, প্রথমে এ ধামে;
রক্ষরিপু তুমি, তবু অতিথি হে এবে।"

মেঘনাদের এই নির্ভীকতা ও মহাপ্রাণতা, ষষ্ঠ সর্গে অতি সুন্দররূপ প্রকাশিত হইয়াছে। যজ্ঞাগারস্থিত তপোনিষ্ঠ মেঘনাদকে দেখিলে আদর্শ ক্ষত্রিয়-বীর বলিয়া বোধ হয়। মধুসূদন ট্রয়-রাজকুমার হেক্টরকে মেঘনাদের আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার চরিত্র এরূপ উন্নত হইয়াছে।

ষষ্ঠ সর্গ।—মেঘনাদবধ-কাব্যের মূল ঘটনা ষষ্ঠ সর্গের বর্ণনীয় বিষয়। বিভীষণের ও মায়াদেবীর সাহায্যে লক্ষ্মণ কর্তৃক ইন্দ্রজিৎ নিধন এই সর্গে বর্ণিত হইয়াছে। কাব্যের নায়ক ও প্রতিনায়ককে আমরা এই সর্গেই প্রথম একত্র দেখিতে পাই। উভয়েই উভয়ের সমকক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বী। যিনি ভুজবলে বৃত্রাসুরঘাতী দেবরাজকেও যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছিলেন, তিনি কাব্যের নায়ক, এবং যিনি ত্রিপুরান্তকারী সাক্ষাৎ রুদ্রদেবকেও যুদ্ধার্থ আহ্বান করিতে সঙ্কুচিত হন নাই, তিনি কাব্যের প্রতিনায়ক। এই অতুল-পরাক্রম বীরদ্বয়কে একত্র করিয়া কবি তাঁহাদিগের চরিত্রের সামঞ্জস্য কিরূপ রক্ষা করিতে পারিয়াছেন, তাহা অবগত হইবার জন্য আমাদিগের স্বভাবতঃই আকাঙ্ক্ষা জন্মে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে, রক্ষোবংশের প্রতি অতিরিক্ত অনুরাগ বশতঃ, কবি এই সর্গে রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণকে যেরূপ ভাবে চিত্রিত করিয়াছেন, তাহাতে আমাদিগকে মর্ম্মাহত হইতে হয়। ষষ্ঠ সর্গই মেঘনাদবধের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অপকৃষ্ট; কবি যে, তাঁহার কাব্যের এই অংশ সংশোধন করিবার জন্য, জীবিত নাই, ইহাই পরিতাপের বিষয়।

লক্ষ্মণ ও মেঘনাদ।

ষষ্ঠসর্গের প্রারম্ভে আমরা দেখিতে পাই, বীরবর লক্ষ্মণ, মহামায়ার পূজান্তে, শিবিরে প্রত্যাগমন করিয়াছেন। ভগবতীর প্রসাদ লাভে তাঁহার হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিকট দেবীপূজার তিনি যে বিবরণ প্রদান করিতেছেন, তাহার বর্ণে, বর্ণে যেন তাঁহার হৃদয়ের উল্লাস প্রকাশিত হইতেছে। হৃদয়ের উৎসাহ সংযত করিতে না পারিয়া, দৃপ্ত সিংহশিশুর ন্যায়, সগর্ব্বে তিনি ভ্রাতাকে বলিতেছেন;—

"————কি ইচ্ছা তব কহ
নৃমণি, পোহায় রাতি, বিলম্ব না সহে।
মারি রাবণিরে, দেব, দেহ আজ্ঞা দাসে।"

লক্ষ্মণের এই বীরত্বগর্ভ উৎসাহ অতি প্রশংসনীয়। কিন্তু ইহার সহিত তুলনায় কবি রামচন্দ্রের ব্যবহার সম্পূর্ণ কাপুরুষোচিত করিয়াছেন। রামচন্দ্র বীর ভ্রাতার উৎসাহে উৎসাহ প্রকাশ করিতে অসমর্থ। তিনি, বরং, সীতা উদ্ধারের আশা পরিত্যাগ করিয়া, পুনর্ব্বার বনগমনে প্রস্তুত, তথাপি লক্ষ্মণকে ইন্দ্রজিতের সঙ্গে যুদ্ধে গমন করিতে আদেশ দিতে প্রস্তুত নহেন। লক্ষ্মণ বীরোচিত দৃঢ়তার ও বিনয়ের সহিত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে বুঝাইতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই রামচন্দ্রের ভীতি অপসারিত হইল না। তখন মিত্রবর বিভীষণ আসিয়া তাঁহাকে বুঝাইতে আরম্ভ করিলেন। বিভীষণ পূর্ব্বরাত্রিতে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন যে, রক্ষঃকুলরাজলক্ষ্মী, তাঁহার শিবিরে আবির্ভূতা হইয়া, যেন তাঁহাকে লঙ্কার শূন্য রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিতেছেন। তাঁহার স্বপ্ন যে উষ্ণ মস্তিষ্কের ক্রিয়া নহে, তাহার প্রমাণার্থ তিনি বলিলেন যে, তিনি ভগবতীকে কেবল স্বপ্নে নয়, স্বপ্নান্তেও, মুহূর্ত্তের জন্য, স্বশরীরে দর্শন করিয়াছেন। কিন্তু রামচন্দ্রের ভীতি তথাপি দূরীভূত হইল না। তিনি স্ত্রীলোকের ন্যায়, বিনাইয়া বিনাইয়া, কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদিগের বনগমনের সময়ে সুকুমারী উর্ম্মিলা অবরোধ মধ্যে কিরূপ উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়াছিলেন, এবং সুমিত্রা দেবী লক্ষ্মণকে কিরূপে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন, সমস্তই তখন তাঁহার মনে উঠিতে লাগিল। তিনি শেষ বিভীষণকে বলিলেন ;—

"নাহি কায, মিত্রবর, সীতায় উদ্ধারি,
ফিরি যাই বনবাসে * * *
* * * হায় মায়াবিনী
আশা, তেঁই কহি, সখে, এ রাক্ষস-পুরে
অলঙ্ঘ্য সাগর লঙ্ঘি আইনু আমরা।"

ভ্রাতা, বন্ধু, কেহই যখন রামচন্দ্রকে প্রকৃতিস্থ করিতে পারিলেন না,

তখন দেবগণ তাঁহার সহায়তার্থ অবতীর্ণ হইলেন। আকাশে দৈববাণী হইল ;—

"উচিত কি তব, কহ, হে বৈদেহীপতি,
সংশয়িতে দেব-বাক্য, দেবকুল-প্রিয়
তুমি? দেবাদেশ, বলি, কেন অবহেল?
দেখ চেয়ে শূন্ত পানে ;—"

রামচন্দ্র দেবমায়ায় আকাশে দেখিতে পাইলেন যে, এক সর্প ও ময়ূরে ঘোরতর সংগ্রাম হইতেছে ; কিয়ৎক্ষণ সংগ্রামের পর, এরূপ যুদ্ধে বিজয়লাভে চিরাভ্যস্ত ময়ূর, নিহত হইয়া, ভূমিতলে পতিত হইল ; এবং বিজয়ী সর্প গর্জ্জন করিয়া উঠিল। (কবি এই সর্প ও ময়ূরের সংগ্রাম ইলিয়াডের দ্বাদশ সর্গ হইতে, পরিবর্ত্তিত আকারে, গ্রহণ করিয়াছেন। বিভীষণ সেই দেবমায়ার অর্থ রামচন্দ্রকে বুঝাইয়া দিলে তাঁহার ভীতি দূর হইল। তিনি ভ্রাতাকে, দেবরাজপ্রেরিত অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত করিয়া, বিভীষণের হস্তে সমর্পণ করিলেন। কিন্তু এত চেষ্টাতে এবং দেবমায়াতেও তাঁহার হৃদয় সম্পূর্ণ আশ্বস্ত হইল না। মৃতবৎসা জননী যেমন, একমাত্র শিশু পুত্রকে, বিদেশ গমনের সময়, রোদন করিতে করিতে, আত্মীয় বিশেষের হস্তে সমর্পণ করেন, তিনিও তেমনই লক্ষ্মণকে বিভীষণের হস্তে সমর্পণ করিয়া বলিলেন ;—

"সাবধানে যাও মিত্র ; অমূল্য রতনে
রামের ভিখারী রাম অর্পিছে তোমারে,
রথিবর, নাহি কাজ বৃথা বাক্যব্যয়ে ;
জীবন মরণ মম আজি তব হাতে।"

যাহা হউক, কোনরূপে, জ্যেষ্ঠভ্রাতার অনুমতিলাভ করিয়া লক্ষ্মণ, "ভস্মাবৃত ব্যাঘ্রের এবং নদীগর্ভস্থিত নক্রের" ন্যায়, মেঘনাদকে বধ করিবার জন্য, বিভীষণের সঙ্গে প্রস্থান করিলেন। মায়াদেবী অদৃশ্যভাবে তাঁহাদিগের সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। তাঁহার স্পর্শে লঙ্কার দুর্ভেদ্য সিংহদ্বার

নিঃশব্দে উন্মুক্ত হইল। কবি তাঁহার স্বাভাবিক নৈপুণ্যের সহিত প্রভাতকালীন লঙ্কার রাজপথের দৃশ্য, নাগরিকগণের কথোপকথন, এবং মেঘনাদের যজ্ঞশালার শোভা বর্ণন করিয়াছেন। লক্ষ্মণ ও বিভীষণ মায়াদেবীর অনুগ্রহে যজ্ঞাগারে প্রবেশ করিলে ধ্যাননিরত মেঘনাদ, তাঁহাদিগের পদশব্দে চক্ষু উন্মীলিত করিয়া, ইষ্টদেব ভ্রমে লক্ষ্মণের চরণে প্রণাম করিলেন। লক্ষ্মণ, আত্মপরিচয় প্রদানপূর্ব্বক, যুদ্ধ প্রার্থনা করিলেন; কিন্তু বিস্মিত মেঘনাদ কিছুতেই তাঁহাকে মনুষ্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। তাঁহারই বা অপরাধ কি? লঙ্কার সেই অসংখ্য যোদ্ধৃ-পুরুষ-পরিবৃত দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর অতিক্রম করিয়া যজ্ঞশালায় প্রবেশ করা কি মনুষ্যের সাধ্য? মেঘনাদ, ইষ্টদেব ভ্রমে গৃহাগত শত্রুর পদতলে পুনর্ব্বার পতিত হইয়া, অভিলষিত বর প্রার্থনা করিলেন। কিন্তু লক্ষ্মণ, যখন, তাঁহাকে আঘাত করিবার জন্য, সত্য সত্যই উলঙ্গ কৃপাণ উত্তোলন করিলেন, তখন তাঁহার ভ্রম দূর হইল। তিনি মুহূর্ত্তব্যাপী বিস্ময়ের ও উদ্বেগের সহিত প্রহারোদ্যত শত্রুর দিকে কটাক্ষপাত করিলেন। যে ভীতিশূন্যতা মেঘনাদের চরিত্রের প্রধান লক্ষণ বলিয়া আমরা পূর্ব্বে নির্দ্দেশ করিয়াছি, এখানেও মেঘনাদের ব্যবহারে তাহা সম্যক্ পরিস্ফুট হইয়াছে। রামায়ণের মেঘনাদ মায়াবী বীর; মায়াযুদ্ধেই তাঁহার বীরত্ব; মায়াসীতা ছেদন করিয়া তিনি রামচন্দ্রের উপর বিজয়লাভের চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু মধুসূদনের মেঘনাদে মায়া নাই, কপটতা নাই, লক্ষ্মণকে অসি উদ্যত করিতে দেখিয়া, তিনি প্রকৃত ক্ষত্রিয় বীরের ন্যায় বলিলেন;—

যজ্ঞাগার-স্থিত মেঘনাদ।

'সত্য যদি রামানুজ তুমি ভীমবাহু
লক্ষ্মণ, সংগ্রাম সাধ অবশ্য মিটাব
মহাহবে আমি তব। বিরত কি কভু
রণরঙ্গে ইন্দ্রজিত? আতিথেয়-সেবা

তিষ্ঠ, লহ, শূরশ্রেষ্ঠ, প্রথমে এ ধামে ;
রক্ষোরিপু তুমি, তবু অতিথি হে এবে।
সাজি বীর সাজে আমি ; নিরস্ত্র যে অরি,
নহে রথিকুল প্রথা আঘাতিতে তারে।
এ বিধি, হে বীরবর, নহে অবিদিত
ক্ষত্র তুমি, তব কাছে ; কি আর কহিব ?

কবি, এ পর্য্যন্ত, লক্ষ্মণকে মেঘনাদের উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে চিত্রিত করিয়াছিলেন ; কিন্তু এইবার হইতে তাঁহার চরিত্রে কালিমালেপ আরব্ধ হইয়াছে। ইহার পর মহাপ্রাণ মেঘনাদের ঔদার্য্য ও নির্ভীকতা যেমন প্রশংসনীয়, "ক্ষুদ্রমতি" লক্ষ্মণের কাপুরুষতা ও নৃশংসতাও তেমনই নিন্দনীয়। লক্ষ্মণ প্রতিদ্বন্দ্বীর বীরোচিত প্রার্থনায় সম্মত হইলেন না ; তিনি তাঁহাকে নিরস্ত্র অবস্থাতেই হত্যা করিলেন। কবি যে কেবল বীরোচিত ঔদার্য্যে ও মহত্ত্বে লক্ষ্মণকে কাপুরুষবৎ চিত্রিত করিয়াছেন, তাহা নয় ; শারীরিক বলেও তিনি তাঁহাকে শিশুর অপেক্ষা নিকৃষ্ট করিয়াছেন। ক্রুদ্ধ মেঘনাদের নিক্ষিপ্ত শঙ্খ, ঘণ্টা প্রভৃতি পূজোপকরণ হইতেও আত্মরক্ষা করিবার তাঁহার সামর্থ্য ছিল না। সে অবস্থাতেও,—

"——মায়াময়ী মায়া বাহুপ্রসারণে
ফেলাইলা দূরে সবে, জননী যেমতি
খেদান মশকবৃন্দে সুপ্ত সুত হ'তে
কর-পদ্ম-সঞ্চালনে।"

লক্ষ্মণ-চরিত্রের হীনতা।

ইহাতেও কবির তৃপ্তি হয় নাই। মেঘনাদ, যখন, শূন্যহস্তে লক্ষ্মণকে আক্রমণ করিবার জন্য, অগ্রসর হইলেন, তখনও, সেই দেবাস্ত্রধারী বীরকে রক্ষার জন্য, দেবমায়ার প্রয়োজন হইল। মেঘনাদ মায়াদেবীর কৌশলে দেখিতে পাইলেন যে, দণ্ডধারী যম, শূলপাণি মহাকাল, এবং গদাচক্রধারী বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণ তাঁহার চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন।

তিনি মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় নিশ্চলভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন, এবং লক্ষ্মণ, সেই অবস্থায়, তাঁহাকে খড়্গাঘাতে ভূতলশায়ী করিলেন। যে দুর্জ্জয় দর্পে মেঘনাদ রামচন্দ্রকে ও লক্ষ্মণকে তৃণবৎ জ্ঞান করিতেন, তাঁহার অন্তিম-কালীন আর্ত্তনাদেও তাহা পরিব্যক্ত হইয়াছে। একদিকে ইলিয়াডের মুমূর্ষু বীর হেক্টরের অভিসম্পাত, ও অপরদিকে রামায়ণের মেঘনাদের ভর্ৎসনা মিলিত করিয়া কবি লক্ষ্মণের ও বিভীষণের প্রতি মেঘনাদের শেষ বাক্যাবলী রচনা করিয়াছেন। অন্তিমে জনকজননীর পাদপদ্ম স্মরণ করিয়া, এবং প্রাণপ্রিয়া পত্নীর নিকট মানস-বিদায় গ্রহণ করিয়া, মেঘনাদ নয়নযুগল মুদিত করিলেন। রাক্ষসরাজের পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ লঙ্কার পঙ্কজরবি, অকালে অস্তমিত হইল।

এইরূপে ইন্দ্রজিৎকে বধ বা হত্যা করিয়া লক্ষ্মণ রামচন্দ্রের শিবিরে প্রত্যাগমন করিলেন। বর্ণনীয় বিষয় পরিস্ফুট করিবার জন্যই কবিগণ অলঙ্কার প্রয়োগ করিয়া থাকেন। দুর্ভাগ্যক্রমে মধুসূদন এস্থলে যে দুইটি উপমা প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা দ্বারা লক্ষ্মণ যে প্রকৃতই একজন নরহন্তা, তাহা যেন আরও সুস্পষ্ট হইয়াছে। তিনি প্রথমেই লক্ষ্মণকে ব্যাঘ্রীর অবর্ত্তমানে ব্যাঘ্র-শিশুর প্রাণহন্তা নিষাদের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন, এবং, তাহাতেও যেন পরিতৃপ্ত না হইয়া, শেষ তাঁহাকে নিদ্রিত পাণ্ডবশিশুদিগের প্রাণহন্তা, ব্রহ্মকুলাঙ্গার, কাপুরুষ অশ্বত্থামার সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। লক্ষ্মণের বীরত্ব এইরূপ; কিন্তু ইহার পর আমরা শুনিতে পাই, রামচন্দ্র নৃ-ঘাতক ভ্রাতাকে অভিনন্দন করিয়া বলিতেছেন;

"লভিনু সীতায় আজি তব বাহুবলে
হে বাহুবলেন্দ্র, ধন্য বীরকুলে তুমি;
সুমিত্রা জননী ধন্য! রঘুকুলনিধি,
ধন্য পিতা দশরথ, জন্মদাতা তব;

ধন্য আমি তবাগ্রজ। ধন্য জন্মভূমি
অযোধ্যা। * * *

এই ধন্যবাদের স্রোতে আমরা প্লাবিত হইয়া যাই। কিন্তু লক্ষ্মণ যে অনুপম বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার নিজের অবিদিত ছিল না। রামচন্দ্রের এই অত্যধিক অভিনন্দনের পর যদি তাঁহার কিছুমাত্র আত্মসম্মান বোধ থাকিত, তাহা হইলে হয়ত তিনি মনে করিতেন যে, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তাঁহাকে ব্যঙ্গ করিতেছেন। যাহা হউক, মেঘনাদকে কোনরূপে লক্ষ্মণের হস্তে নিহত করা কবির উদ্দেশ্য ছিল, তাহা সিদ্ধ হইল। আকাশ হইতে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন; রঘুসৈনিকগণ উল্লাসে জয়ধ্বনি করিতে লাগিল, এবং সুপ্তোত্থিতা লঙ্কাপুরী সেই বিকট শব্দে চমকিত হইয়া উঠিল।

মেঘনাদবধের ষষ্ঠ সর্গই সমস্ত কাব্যের মধ্যে নিকৃষ্ট। যে জন্য মধুসূদন এই সর্গে এরূপ ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন, তৎসম্বন্ধে দুই একটী কথা বলা আবশ্যক। ইহার প্রথম কারণ রক্ষোবংশের প্রতি কবির অত্যধিক সহানুভূতি এবং দ্বিতীয় কারণ, বাল্মীকিকে পরিত্যাগ করিয়া, হোমরকে আদর্শরূপে গ্রহণ করিবার চেষ্টা। রক্ষোবীরদিগের বীরত্ব মধুসূদনকে এমনই মুগ্ধ করিয়াছিল যে, তাঁহাদিগের প্রতিপক্ষগণও যে বীর, সে কথা তিনি একবারেই বিস্মৃত হইয়াছিলেন। তাঁহার ধর্ম্মবিশ্বাসও তাঁহার ভ্রমের অপর কারণ। জাতীয় ধর্ম্মে বিশ্বাস থাকিলে, যে মহাপুরুষ-দ্বয়, বহু সহস্র বৎসর অবধি, হিন্দুজাতির হৃদয়ের পূজা প্রাপ্ত হইয়া আসিতে-ছেন, তিনি তাঁহাদিগকে এরূপভাবে চিত্রিত করিতে পারিতেন না। কিন্তু বাল্মীকিকে পরিত্যাগ করিয়া হোমরকে অনুসরণ করিবার চেষ্টাই তাঁহার ভ্রমের প্রধান কারণ। ভগবান্ মহর্ষির চরিত্র-সন্নিবেশ এমন সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর যে, রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণকে অতুল্যপরাক্রম বীর বলিয়া মনে করিলেও, আমরা রাক্ষসরাজ ও ইন্দ্রজিৎকে তাঁহাদিগের অযোগ্য

প্রতিদ্বন্দ্বী বলিয়া মনে করি না। কিন্তু হোমরের আদর্শ অন্যরূপ। গ্ল্যাড্‌ষ্টোন্ হোমরের সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, গ্রীকদিগের প্রতি তাঁহার পক্ষপাতিতা এত অধিক যে, তিনি একজনও প্রসিদ্ধ গ্রীক বীরকে ট্রোজানদিগের দ্বারা ন্যায়যুদ্ধে নিহত করান নাই। হেক্টর প্যাট্রোক্লসকে যুদ্ধে নিহত করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু, বিজয়ের প্রধান নিদর্শন স্বরূপ, তাঁহার মৃত দেহ অধিকার করিতে সমর্থ হন নাই। গ্ল্যাড্‌ষ্টোন্ এ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন ;—

"It is a cardinal rule with Homer, that no considerable Greek chieftain is ever slain in fair fight by a Trojan. The most noteworthy Greek, who falls in battle, is Tlepolemos ; and Sarpedon, who kills him, is leader of the Lycians, a race with whom Homer betrays peculiar sympathy. The threadbare victory of Hector is further reduced by the success of the Greeks in recovering the body of Patroclos."

ক্ষুদ্রমতি ট্রয়বাসিগণ মহাপ্রাণ গ্রীকদিগকে ন্যায়-যুদ্ধে বিনাশ করিবে, অথবা শৌর্য্যে অতিক্রম করিবে, ইলিয়াডের কবি ইহা কিছুতেই সহ্য করিতে পারেন নাই। সেই জন্য ট্রয়রাজকুমার হেক্টর, অন্যান্য স্থলে, মহাবীররূপে চিত্রিত হইলেও, যখনই তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী আকিলিসের সম্মুখীন হইয়াছেন, তখনই কবি তাঁহাকে বিকলাঙ্গের ন্যায় করিয়া তুলিয়াছেন। আকিলিসের ভয়ে, ট্রয়-নগর-প্রাচীরের সম্মুখে, হেক্টরের কাপুরুষোচিত পলায়ন পাঠ করিলে ক্ষুব্ধ হইতে হয়। হোমরকে অবিকল অনুকরণ করা মধুসূদনের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না, কিন্তু যতদূর সম্ভব, তিনিও মেঘনাদের ও লক্ষ্মণের সম্বন্ধে হোমরের ন্যায় পক্ষপাতিতা প্রদর্শন করিয়াছেন।

হীনতার কারণ।

"ক্ষুদ্র নর" লক্ষ্মণ যে তাঁহার ইন্দ্রবিজয়ী, প্রিয়বীর মেঘনাদকে ন্যায়যুদ্ধে বধ করিবে, মধুসূদনের পক্ষে ইহা যেন অসহ্য হইয়াছিল। সেই জন্যই

তিনি তাঁহাকে বালিকার অপেক্ষা দুর্ব্বল করিয়া ফেলিয়াছেন। লক্ষ্মণ অপর সকল স্থলে ভীতিশূন্য, মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক্, সাক্ষাৎ রুদ্র-দেবকেও যুদ্ধার্থ আহ্বান করিতে ভীত নহেন। কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বী মেঘনাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ মাত্রই তিনি যেন একবারে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় অবসন্ন। মেঘনাদের নিক্ষিপ্ত অস্ত্র, শস্ত্র দূরে থাকুক্, শঙ্খ, ঘণ্টা প্রভৃতি পূজোপকরণ হইতে, এমন কি নিরস্ত্র মেঘনাদের করপ্রহার হইতেও, আত্মরক্ষা করিবার তাঁহার সাধ্য নাই। নায়কের গৌরব বর্দ্ধিত করিতে হইলে যে, প্রতিনায়কেরও গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিতে হয়, মেঘনাদবধের কবির, বোধ হয়, তাহা স্মরণ হয় নাই। আর্ষ রামায়ণের অনুসরণ করিলে তাঁহাকে এরূপ ভ্রমে পতিত হইতে হইত না। আর্ষ রামায়ণের লক্ষ্মণ, তস্করের ন্যায় গৃহে প্রবেশ করিয়া, নিরস্ত্র শত্রুকে হত্যা করা দূরে থাকুক, ইন্দ্রজিত যে তাঁহাদিগের সহিত প্রচ্ছন্নভাবে যুদ্ধ করিতেন, তজ্জন্য তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া বলিয়াছিলেন ;—

"অন্তর্দ্ধান গতেনাজৌ যত্ত্বয়াচরিতস্তদা।
তস্করাচরিতোমার্গো নৈষবীরনিষেবিতঃ॥
যথা বাণপথং প্রাপ্য স্থিতোঽস্মি তব রাক্ষস।
দর্শয়স্বাদ্য তত্তেজো বাচাত্বং কিংবিকত্থসে॥"

"তুমি রণক্ষেত্রে অন্তর্হিত থাকিয়া যাহা করিয়াছ, তাহা তস্করেরই উপযুক্ত, তাহা বীরোচিত নয়। আমিও যেমন তোমার বাণ-মুখে অবস্থান করিতেছি, (সাধ্য থাকে) তুমিও সেইরূপে স্বতেজ প্রদর্শন কর; অনর্থক গর্ব্ব করিতেছ কেন?"

রামায়ণে বর্ণিত ইন্দ্রজিতের ও লক্ষ্মণের যুদ্ধ বৃত্তান্ত পাঠ করিলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়। মেঘনাদবধের অনেক স্থলে মধুসূদন কৃত্তিবাস হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন; কিন্তু কৃত্তিবাসও লক্ষ্মণকে এরূপ কাপুরুষের ন্যায় চিত্রিত করেন নাই। তিনিও মেঘনাদকে লক্ষ্মণের হস্তে সম্মুখযুদ্ধে

নিহত বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। স্বধর্ম্ম ও স্বসমাজ পরিত্যাগ পূর্ব্বক, পরধর্ম্ম ও পরকীয় সমাজের আশ্রয় লওয়াতে মধুস্থদনের জীবন যেমন দুঃখময় হইয়াছিল, স্বদেশীয় কবিকুলগুরুকে ত্যাগ করিয়া, হোমরকে আদর্শ করিবার চেষ্টাতেও, তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কাব্যও তেমনই কলঙ্কময় হইয়াছে। মধুস্থদন জ্ঞানতঃ তাঁহার কাব্য এরূপ দোষস্পৃষ্ট করেন নাই; তাঁহার পক্ষপাতিতা ও তাঁহার অনুকরণেচ্ছাই তাঁহাকে নিজের ভ্রম সম্বন্ধে অন্ধ করিয়াছিল। তিনি বাবু রাজনারায়ণ বসুকে লিখিয়াছিলেন;—"আমি এরূপ কঠোর সাবধানতার সহিত মেঘনাদবধ রচনা করিয়াছি যে, কোন ফরাসী সমালোচকও ইহাতে দোষ প্রদর্শন করিতে পারিবেন না।" * সুতরাং এ দোষ তাঁহার স্বেচ্ছাকৃত নয়। কিন্তু স্বেচ্ছাকৃতই হউক, আর অনিচ্ছাকৃতই হউক, মেঘনাদবধের এই সর্গই কাব্যের কলঙ্করূপে বর্ত্তমান থাকিবে।

সপ্তম সর্গ।

মেঘনাদের মৃত্যু-সংবাদ প্রচার।

অতি সুন্দর প্রভাত-বর্ণনার সঙ্গে মেঘনাদবধের সপ্তম সর্গ আরব্ধ হইয়াছে। লঙ্কার গৌরব-রবি চিরদিনের জন্য অস্তমিত হইয়াছেন, কিন্তু প্রকৃতির তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই। দিনমণি, পূর্ব্বেরই ন্যায়, উজ্জ্বল আলোকে জগৎ উদ্ভাসিত করিয়া, উদিত হইলেন; কুসুম-ভূষণা ধরণী, মুক্তামালা পরিধান করিয়া, পূর্ব্বেরই ন্যায় হাস্য করিতে লাগিলেন; এবং নিকুঞ্জ সমূহ, পূর্ব্বেরই ন্যায়, বিহগকুলের মধুর সঙ্গীতে মুখরিত হইল। প্রকৃতির সঙ্গীত, হাস্য, এবং উল্লাস, সকলই অপরিবর্ত্তনশীল। পুত্রশোক-বিধুরা মন্দোদরী, এবং পতিবিরহিতা সাধ্বী প্রমীলা, কাহারও দুঃখে প্রকৃতির সমবেদনা নাই;—এইরূপই প্রকৃতির নিয়ম। মেঘনাদের

---

* I think I have constructed the Poem on the most rigid principles and even a French critic would not find fault with it.

মৃত্যুসংবাদ তখনও লঙ্কাপুরীতে প্রচারিত হয় নাই। সাধ্বী প্রমীলা, অন্যান্য দিনের ন্যায় সেদিনও, প্রভাতে, স্নানান্তে বেশবিন্যাসে প্রবৃত্তা হইলেন। কিন্তু কি জানি কেন, সাধ্বীর হস্তের কঙ্কণ দৃঢ় বোধ হইল; কণ্ঠের মালা পরিধানের সময় কণ্ঠ ব্যথিত হইল; কি একটী অস্ফুট রোদনধ্বনি, কর্ণে প্রবেশ করিয়া, সাধ্বীর হৃদয়কে উদ্বেলিত করিতে লাগিল। প্রমীলা ব্যাকুলহৃদয়ে সখীকে বলিলেন ;—

" * * কেনলো সই, না পারি পরিতে
অলঙ্কার? লঙ্কাপুরে কেন বা শুনিছি
রোদন-নিনাদ দূরে, হাহাকার ধ্বনি ?
বামেতর আঁখি মোর নাচিছে সতত ;
কাঁদিয়া উঠিছে প্রাণ! না জানি, সজনি,
হায়লো, না জানি আজি পড়ি কি বিপদে।
যজ্ঞাগারে প্রাণনাথ, যাও তাঁর কাছে
বাসন্তি, নিবার, যেন না যান সমরে
এ কুদিনে বীরমণি! কহিও জীবেশে
অনুরোধে, দাসী তাঁর ধরি পা দুখানি।"

প্রমীলা-চরিত্রের মাধুর্য্যের জন্য আমরা মধুসূদনকে যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছি। গ্রন্থের সর্ব্বত্রই তিনি এই মাধুর্য্য রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছেন। যে প্রমীলা রঘুসৈন্যরূপ মহাসমুদ্রের মধ্যে ঝাঁপ দিতে ভীতা নহেন, তিনিই আবার দক্ষিণ অক্ষির স্পন্দনে ভীতা। ভারত-নারীর পক্ষে এই উভয়ই স্বাভাবিক। প্রমীলার ন্যায় অতুল বীর্য্যবতীর মুখে

"অনুরোধে দাসী তাঁর ধরি পা দুখানি"

কথাগুলি সন্নিবিষ্ট করিয়া কবি তাঁহার প্রকৃতির বিনয়-মধুর ভাব অতি সুন্দর পরিস্ফুট করিয়াছেন। আধুনিক ভারতে প্রমীলার ন্যায় রমণী লক্ষিত হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু ভবিষ্যৎ ভারত-সমাজে যদি

কোন দিন প্রমীলার ন্যায় কোমলতাময়ী বীরাঙ্গনা আবির্ভূতা হন, তবেই এদেশের নারীহিতৈষিগণের আশা সার্থক হইবে। পদ্মিনীর ও দুর্গাবতীর দেশের কবি তাঁহার স্বদেশের উপযোগী অতি মনোহর নারীচিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন।

মেঘনাদের মৃত্যুসংবাদ ধীরে ধীরে লঙ্কাপুরীতে প্রচারিত হইতেছিল; কিন্তু রাক্ষসরাজকে এ সংবাদ দিতে কাহারও সাহস হইতেছিল না। কৈলাসে মহাদেব মেঘনাদের মৃত্যুতে বিষণ্ণ; ভক্তবৎসলের হৃদয় ভক্তের বিপদে ব্যথিত হইয়াছিল। তিনি ভগবতীকে বলিলেন ;—

"এই যে ত্রিশূল, সতি, হেরিছ এ করে,
ইহার আঘাত হ'তে গুরুতর বাজে
পুত্রশোক ; চিরস্থায়ী হায় সে বেদনা ;
সর্ব্বহর কাল তাহে না পারে হরিতে।
কি করে রাবণ, সতি, শুনি হত রণে
পুত্রবর ? অকস্মাৎ মরিবে, যদ্যপি
নাহি রক্ষি রক্ষে আমি রুদ্রতেজোদানে।"

মহাদেব, পরে, বীরভদ্রকে লঙ্কাপুরীতে গমন করিয়া, রাক্ষসরাজকে রুদ্রতেজে পূর্ণ করিতে আদেশ দিলেন। বীরভদ্রের লঙ্কাপুরীতে আগমন এবং শোকার্ত্ত রাক্ষসরাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ অতি গম্ভীরভাবোদ্দীপক। মহাদেবের আদেশে

বীরভদ্রের আগমন।

"চলিলা আকাশ-পথে বীরভদ্র বলী
ভীমাকৃতি ; ব্যোমচর নমিলা চৌদিকে
সভয়ে ; সৌন্দর্য্য তেজে হীনতেজা রবি,
সুধাংশু নিরংশু যথা সে রবির তেজে।
ভয়ঙ্করী শূলছায়া পড়িল ভূতলে।

গম্ভীর নিনাদে নাদি অম্বুরাশিপতি
পূজিলা ভৈরবযুতে। উত্তরিলা রথী
রক্ষপুরে; পদচাপে থর থর থরি
কাঁপিল কনকলঙ্কা; বৃক্ষশাখা যথা,
পক্ষীন্দ্র গরুড় বৃক্ষে পড়ে উড়ি যবে।"

মহর্ষি প্রণীত রামায়ণে, ইন্দ্রজিতের মৃত্যুর পর, সীতাদেবীকে হননোদ্যত রাক্ষসরাজ যেরূপ উন্মত্তের ও নৃশংসের ন্যায় চিত্রিত হইয়াছেন মেঘনাদবধে তাহার চিহ্ন মাত্র নাই। বীরভদ্রের আবির্ভাবে লঙ্কেশ্বরের হৃদয় আশায় ও উৎসাহে পূর্ণ হইল। তিনি, সংযতচিত্তে, রক্ষসৈনিকদিগকে রণ-সজ্জায় সজ্জিত হইবার জন্য, আদেশ দান করিলেন। কবি, তাঁহার স্বাভাবিক নৈপুণ্যের সহিত, রক্ষোবীরগণের রণসজ্জা বর্ণন, করিয়াছেন। প্রথম সর্গে, চিত্রাঙ্গদার সঙ্গে কথোপকথনে, মধুসূদন রাক্ষসরাজের চরিত্রের একাংশ মাত্র প্রদর্শন করিয়াছিলেন, সপ্তম সর্গে, মন্দোদরীর সঙ্গে কথোপকথনে, তাহার অপর অংশ প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রথম সর্গে রাক্ষসরাজ অনুতপ্ত এবং মনস্তাপে ও আত্মগ্লানিতে জ্ঞানশূন্য। কিন্তু সপ্তম সর্গে তাঁহার ব্যবহার অন্যরূপ; মেঘনাদের ন্যায় পুত্রেরও মৃত্যুসংবাদে তিনি স্থির ও সংযত। পুত্রশোককাতরা মন্দোদরীকে, সান্ত্বনা দিবার জন্য, তিনি বলিলেন;

রাক্ষসরাজ ও মন্দোদরী।

* * "বাম এবে, রক্ষকুলেন্দ্রাণি,
আমা দোঁহা প্রতি বিধি। তবে যে বাঁচিছি,
এখনও, সে কেবল প্রতিবিধিৎসিতে
মৃত্যু তার। যাও ফিরি শূন্য ঘরে তুমি,
বিলাপের কাল, দেবি, চিরকাল পাবে;
* * "যাও ফিরি, কেন নিবাইবে
এ রোষাগ্নি অশ্রুনীরে, রাণি মন্দোদরি।"

এই সান্ত্বনাবাক্য হইতে তাঁহার হৃদয়ের ভাব অনুমান করা যাইতে পারে। রাক্ষস-সৈনিকগণের প্রতি তাঁহার উৎসাহ বাক্যও ইহার উপযুক্ত। সপ্তম সর্গে যুদ্ধ-বর্ণনার প্রসঙ্গে কবি এক নূতন ঘটনার সমাবেশ করিয়াছেন। লঙ্কাযুদ্ধে দেবগণের প্রত্যক্ষ সহকারিতা আর্য রামায়ণে নাই; ইলিয়াডের একবিংশতি সর্গের অনুকরণে কবি ইহা মেঘনাদবধে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। রামচন্দ্রের সহায়তার জন্য দেবরাজ, কার্ত্তিকেয় প্রভৃতি সুরসেনানীদিগকে সঙ্গে লইয়া, ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এদিকে রাক্ষসরাজ এবং রামচন্দ্র, উভয়েই, তুমুল যুদ্ধের আয়োজন করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের রণসজ্জায় ভীতা হইয়া পৃথিবী বিষ্ণুর শরণাগতা হইলে ভক্তবৎসল, পৃথিবীকে রসাতল গমন হইতে রক্ষা করিবার জন্য, গরুড়কে দেবতেজ হরণার্থ আদেশ দান করিলেন। মহারুদ্র ইতিপূর্ব্বেই রাক্ষসরাজকে স্বতেজে পূর্ণ করিয়াছিলেন; সুতরাং তাঁহার বিজয়লাভ অনিবার্য্য হইল। নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপ, যেমন, ক্ষণকালের জন্য, পূর্ণপ্রভায় প্রজ্বলিত হইয়া, অন্ধকারসাগরে নিমগ্ন হইয়া যায়, রাক্ষসরাজেরও সৌভাগ্যদীপ, তেমনই, চিরনির্ব্বাণ হইবার জন্য, মুহূর্ত্তকাল সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

মেঘনাদবধ-কাব্যের এই একটীমাত্র সর্গে যুদ্ধের চিত্র অঙ্কিত দেখিতে পাওয়া যায়। রামায়ণ-বর্ণিত লক্ষ্মণের শক্তিশেল-বৃত্তান্ত ইলিয়াড্-বর্ণিত ঘটনাবলীর সঙ্গে সম্মিলিত করিয়া কবি এই সর্গ রচনা করিয়াছেন। ষষ্ঠ সর্গে লক্ষ্মণ যেরূপ কাপুরুষের ন্যায় চিত্রিত হইয়াছেন, সপ্তমসর্গে তাহার নিদর্শন মাত্র নাই। এই সর্গে, নবযৌবন-দৃপ্ত সিংহশিশুর ন্যায়, রণক্ষেত্রস্থিত লক্ষ্মণের বিক্রম দর্শন করিয়া আমরা বিস্মিত হই। লঙ্কেশ্বর, তুমুল সংগ্রামে দেবরাজ, কার্ত্তিকেয়, হনুমান্, এবং সুগ্রীব প্রভৃতি বীরপুরুষদিগকে পরাজিত করিয়া, লক্ষ্মণের সম্মুখবর্ত্তী হইয়া, বজ্রগম্ভীরস্বরে বলিলেন;—

লক্ষ্মণ ও রাক্ষসরাজ।

"এতক্ষণে রে লক্ষ্মণ, * *
* এ রণক্ষেত্রে পাইনু কি তোরে
নরাধম? কোথা এবে দেব বজ্রপাণি?
শিখিধ্বজ শক্তিধর? রঘুকুলপতি
ভ্রাতা তোর? কোথা রাখা সুগ্রীব? কে তোরে
রক্ষিবে পামর আজি? এ আসন্ন কালে
সুমিত্রা জননী তোর, কলত্র উর্ম্মিলা
ভাব, দাঁহে। মাংস তোর মাংসাহারী জীবে
দিব এবে; রক্তস্রোত শুষিবে ধরণী।
কুক্ষণে সাগর পার হইলি, দুর্ম্মতি!
পশিলি রাক্ষসালয়ে চোর বেশ ধরি,
হরিলি রাক্ষসরত্ন—অমূল্য জগতে॥"

ক্ষত্রিয়-বীর লক্ষ্মণেরও প্রত্যুত্তর ইহার উপযুক্ত। লক্ষ্মণ পুত্রশোক-কাতর, জিঘাংসু শত্রুর তিরস্কারে বলিলেন;—

"ক্ষত্রকুলে জন্ম মম, রক্ষকুলপতি,
নাহি ডরি যমে আমি; কেন ডরাইব
তোমায়? আকুল তুমি পুত্রশোকে আজি,
যথাসাধ্য কর, রথি; আশু নিবারিব
শোক তব, প্রেরি তোমা পুত্রবর যথা।"

ইহার পর লক্ষ্মণের সহিত রাক্ষসরাজের যুদ্ধ-বর্ণনা পাঠ করিলে লক্ষ্মণ যে, মেঘনাদকে, অক্ষত্রিয়বৎ, নিরস্ত্র অবস্থায়, হত্যা করিয়াছিলেন, তাহা আমাদিগের স্মরণ থাকে না। তাঁহার অনুপম বীরত্বে আমরা মুগ্ধ হই। কিন্তু বীরত্ব, বিক্রম কিছুই আজ লক্ষ্মণকে রক্ষা করিতে পারিল না। দেববলে বলীয়ান্ রাক্ষসরাজের মহাশক্তির আঘাতে লক্ষ্মণ ভূপতিত হইলেন। মহাদেবের আদেশে, শত্রুর মৃতদেহ পরিত্যাগ করিয়া, রাক্ষস-রাজ মহোল্লাসে লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করিলেন।

সপ্তম সর্গের ভাষা, বর্ণনীয় বিষয় এবং আনুষঙ্গিক ঘটনা, সমস্তই, অতি সুন্দর। বাবু রমেশচন্দ্র দত্ত এই সর্গকেই কাব্যের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। * কিন্তু বীররসের উদ্দীপনার জন্য ইহা প্রশংসনীয় হইলেও রামচন্দ্রের চরিত্র সম্বন্ধে কবি ইহাতে পূর্ব্বেরই ন্যায় ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। ইন্দ্রবিজয়ী রাক্ষসরাজ রামচন্দ্রকে, রণক্ষেত্রে দেখিতে পাইয়া, বলিলেন ;—

"* * * না চাহি তোমারে
আজি, হে বৈদেহী নাথ। এ ভবমণ্ডলে
আর এক দিন তুমি জীব নিরাপদে।
কোথা সে অনুজ তব কপট সমরী
পামর? মারিব তারে; যাও ফিরি তুমি
শিবিরে রাঘবশ্রেষ্ঠ।"

আততায়ী শত্রুর এই গর্ব্বিত ও ব্যঙ্গপূর্ণ বাক্যে দ্বিরুক্তি মাত্র না করিয়া রামচন্দ্র সেখান হইতে প্রস্থান করিলেন। এরূপ ব্যবহার রামচন্দ্রের ন্যায় মহাপুরুষের পক্ষে কখনই স্বাভাবিক নয়।

রামচন্দ্রের চরিত্রের হীনতা।

যে ব্যক্তি, পত্নীর সতীত্বনাশের প্রয়াসী হইয়া, মর্ম্মে শেলাঘাত করিয়াছিল, এবং যে, প্রিয়তম ভ্রাতার প্রাণসংহারের জন্য, রক্তপিপাসু ব্যাঘ্রের ন্যায়, তাহার দিকে ধাবিত হইতেছিল, মনুষ্য-হৃদয় লইয়া কোন্ ব্যক্তি তাহার উপযুক্ত দণ্ডবিধানের চেষ্টায় পরাঙ্মুখ থাকিতে পারে? রামচন্দ্রের ন্যায় মহাপুরুষের কথা দূরে থাকুক, সাধারণ মনুষ্যও কি, এরূপ অবস্থায়, ঔদাসীন্য প্রকাশ করিতে পারে? আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, মধুসূদন যেখানেই রামচন্দ্রের কথা উল্লেখ

* The seventh Book is in many respects the sublimest in the work, and perhaps, the sublimest in the entire range of Bengali Literature.——Literature of Bengal, page 183.

করিয়াছেন, সেইখানেই এইরূপ ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। তাঁহার রামচন্দ্রে বিনয়ের অথবা কোমলতার অভাব নাই, কিন্তু কোমলতার সঙ্গে দৃঢ়তার সামঞ্জস্যেই যে রামচন্দ্রের চরিত্রের গৌরব, তিনি তাহা অনুধাবন করিতে পারেন নাই। তাঁহার রামচন্দ্র প্রমীলার বীরত্ব-দর্শনে ভীত, ভ্রাতাকে যুদ্ধে প্রেরণের সময়ে রোদনপরায়ণ, এবং আততায়ী শত্রুকে রণক্ষেত্রে প্রাপ্ত হইয়াও তাঁহার সহিত যুদ্ধে পরাঙ্মুখ। রামচন্দ্রের ও লক্ষ্মণের চরিত্র সম্বন্ধে কবি মেঘনাদবধে যে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, তাহা চিরদিন তাঁহার কাব্যের কলঙ্ক ঘোষণা করিবে।

ইনিয়াডের ও রামায়ণের ঘটনা-বলীর সংমিশ্রণ।

অষ্টম সর্গ। শক্তিশেলাহত বীরবর লক্ষ্মণের পুনর্জ্জীবন-লাভ এই সর্গের বর্ণনীয় বিষয়। রামায়ণের মূল ঘটনা বর্ত্তমান রাখিয়া কবি ইহাতে ইনিয়াডের ও ডিভাইন কমেডির কবি-দিগের অনুসরণ করিয়াছেন। সে দিনের সেই ভয়ঙ্কর যুদ্ধ অবসানের সঙ্গে দিবাকর অস্তমিত হইয়াছিলেন; এবং নিশা-সমাগমে রণক্ষেত্রের চতুর্দ্দিকে শত শত অগ্নিরাশি প্রজ্বলিত হইয়াছিল। রামচন্দ্র লক্ষ্মণের পার্শ্বে মৃতপ্রায় নিপতিত; রঘুসৈনিকগণ তাঁহার শোকে শোকাকুল। কবি, তাঁহার স্বাভাবিক দক্ষতার সহিত, অতি হৃদয়দ্রাবিণী ভাষায় রামচন্দ্রের শোকোচ্ছ্বাস বর্ণন করিয়াছেন; কিন্তু, দুর্ভাগ্যক্রমে, সীমাতিরিক্ত দীর্ঘ হওয়াতে, তাহার সৌন্দর্য্যের হানি হইয়াছে। রামচন্দ্রের ন্যায় সদ্‌গুণান্বিত মহাপুরুষের নিকট আমরা, শোকের অবস্থাতেও, অপেক্ষাকৃত সংযম ও দৃঢ়তা প্রত্যাশা করি। কৈলাসে ভক্তবৎসলার হৃদয় রামচন্দ্রের দুঃখে দুঃখিত। মহাদেব তাঁহার উপরোধে মায়াদেবীকে লঙ্কাপুরীতে প্রেরণ করিলেন। রামচন্দ্র, মায়াদেবীর সঙ্গে, প্রেতনগরে গমন করিয়া, রাজা দশরথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন এবং তাঁহার মুখে লক্ষ্মণের পুনর্জ্জীবন-লাভের উপায় অবগত হইলেন। এই সকল ঘটনা যে মূল রামা-

রূপে নাই, তাহা বলা অতিরিক্ত। ইনিয়াডের ষষ্ঠ সর্গের আদর্শে কবি ইহা রচনা করিয়াছেন। বীরবর ইনিসের ন্যায় রামচন্দ্রও, গভীর সুড়ঙ্গ-পথে প্রেতপুরীতে অবতীর্ণ হইয়া, তাঁহার পরলোকগত পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। ইনিয়াডের প্রেতনগরের বহির্দ্দেশে যেমন ভীষণ-কায়, কামরূপী মূর্ত্তি সমূহের অবস্থান বর্ণিত আছে, মেঘনাদ-বধেরও প্রেত পুরীর বহির্দ্দেশে তেমনই, বিবিধ মূর্ত্তির যমদূত ও যমদূতীগণের অবস্থান বর্ণিত হইয়াছে। ইনিয়াডের "Acheron" আকিরণ বা "Styx" মেঘনাদবধের বৈতরণীরূপে চিত্রিত হইয়াছে; এবং তাহার "Sybil" সাইবিল ইহাতে মায়াদেবীরূপে কল্পিত হইয়াছেন। Styxএর নাবিক "Charon" ক্যারণ ইনিসকে পথপ্রদানে অসম্মত হইলে সাইবিল যেমন তাহাকে আপনার মায়াদণ্ড প্রদর্শন করিয়াছিলেন, মায়াদেবীও বৈতরণী-রক্ষক যমদূতকে, পথপ্রদানে অনিচ্ছুক দেখিয়া, তেমনই, শিবের ত্রিশূল প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ইনিসের ন্যায় রামচন্দ্রও আপনার পূর্ব্ব-পরিচিত বহু ব্যক্তিকে প্রেত-নগরীতে দর্শন করিয়াছিলেন। এই সকল বিষয় ব্যতীত কামুক নরনারীগণের অতৃপ্তি-জনিত দণ্ড, বজ্রগৃধ, মাংসাহারী পক্ষিগণ কর্ত্তৃক পাপীদিগের অন্ত্রবিদারণ, প্রেতক্রিয়া না হইলে যমপুরীতে গমনের প্রতিষেধ, ইত্যাদি আরও অনেক কথা কবি পাশ্চাত্য কাব্যসমূহের আদর্শে মেঘনাদবধের অষ্টম সর্গে সমাবেশ করিয়াছেন।

স্বর্গ ও নরক-বর্ণন পাশ্চাত্য এবং প্রাচ্য উভয়দেশীয় মহাকবিগণেরই প্রিয়। ভার্জ্জিল, দান্তে, মিণ্টন প্রভৃতি অনেক পাশ্চাত্য মহাকবি এজন্য বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। তাঁহাদিগেরই অনুকরণে মধুসূদন মেঘনাদ-বধ-কাব্যে স্বর্গ ও নরকের চিত্র সন্নিবিষ্ট করিয়াছিলেন। তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্যে পূর্ব্বে ইহার সূত্রপাত হইয়াছিল, মেঘনাদবধে তাহা সম্পূর্ণ হইয়াছে। পরলোকের অন্ধকারময় গর্ভে যে ঘটনাবলী নিহিত আছে, তাহা

স্বর্গ ও নরক কল্পনার কারণ।

অবগত হইবার জন্য মনুষ্য-হৃদয়ে স্বভাবতঃ যে আকাঙ্ক্ষা উদিত হয়, তাহারই পরিতৃপ্তির জন্য, বোধ হয়, স্বর্গ ও নরকের অস্তিত্ব কল্পিত হইয়াছে। স্বর্গ পুণ্যবানের পুরস্কারের এবং নরক পাপাচারীর দণ্ড-ভোগের ক্ষেত্র, এই বিশ্বাসও স্বর্গ ও নরক কল্পনার অন্যতম কারণ। কিন্তু মনুষ্য-সমাজে জ্ঞানের যতই উন্নতি হইতেছে, ততই এইরূপ কল্পনা-প্রসূত স্বর্গ ও নরক সম্বন্ধে লোকের অবিশ্বাস জন্মিতেছে। প্যারাডাইস্-লষ্টের যে নরক বর্ণনা এক সময় মিল্টনের সমকালবর্ত্তী পণ্ডিতদিগকে ভীত ও বিস্মিত করিয়াছিল, তাহা, এক্ষণে, কেবল, বিদ্যালয়ের বালক-দিগের কৌতুক উৎপাদন করিতেছে। গন্ধকাগ্নিময় অথবা তুষারহ্রদ-পূর্ণ নরকের দিন গত হইয়া গিয়াছে, এক্ষণে অন্য কিছু আবশ্যক। * বৈজ্ঞানিক যুক্তি অনুসারে বিচার করিলে মেঘনাদবধের অষ্টমসর্গ অসার কল্পনামাত্রে পর্য্যবসিত হইবে; কিন্তু পাঠককে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, মধুসূদন বিজ্ঞান লিখেন নাই, পুরাণানুমোদিত কাব্য লিখিয়াছিলেন।

মধুসূদন মেঘনাদবধে স্বর্গ ও নরক উভয়ই বর্ণনা করিয়াছেন; কিন্তু নরক অপেক্ষা স্বর্গ-বর্ণনাতেই তিনি অধিক পারদর্শিতা প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার স্বর্গ, অন্যান্য স্থলেও যেমন, এখানেও তেমনি, কাম্য বস্তু উপভোগের স্থান মাত্র: নিষ্কাম, ধার্ম্মিক পুরুষের শান্তির ও উন্নতির ক্ষেত্র নহে। মানব-সাধারণের নিকট পৃথিবী ও স্বর্গ সকলই উপভোগের স্থল। তাঁহার, সেইজন্য, সর্ব্বত্র—এমনকি ব্রহ্মলোকেও—ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তির সামগ্রী অন্বেষণ করেন। ইন্দ্রিয়সুখই সাধারণ মনুষ্যের নিকট সুখের পরাকাষ্ঠা। মধুসূদন এই চিরপ্রচলিত ও সর্ব্বজনব্যাপী সংস্কারের অতীত হইতে পারেন নাই; এইজন্য তাঁহার কল্পিত স্বর্গে উপভোগ-

মধুসূদনের কল্পিত স্বর্গ ও নরক।

* কথিত আছে যে, কোন খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম প্রচারক, শ্রোতৃবর্গের হৃদয়ে কিছুতেই নরকভীতি জন্মিতেছে না দেখিয়া, বলিয়াছিলেন; "নরক এমন স্থান, যেখানে সংবাদপত্র নাই।"

সামগ্রীর আতিশয্য লক্ষিত হয়। কিন্তু যে সুখ ইন্দ্রিয়জনিত নহে, এবং সেই অমৃত-পুরুষে নিমগ্ন হইয়া দেবতাগণ যে সুখ উপভোগ করেন, তাঁহার স্বর্গে তাহার উল্লেখমাত্র দৃষ্ট হয় না। মেঘনাদবধের নরকে বীভৎস রসেরই প্রাধান্য। ইহার নারকীয় দৃশ্য, ডিভাইন্ কমেডির (Divine Comedy) নরক বর্ণনার ন্যায়, আমাদিগকে ভীত ও স্তম্ভিত করে না; হৃদয়ে বীভৎস রসেরই উদ্দীপন করে। মধুসূদন এই সর্গে বর্ণনা-নৈপুণ্য ও কবি-শক্তি প্রদর্শনে ত্রুটী করেন নাই; কিন্তু আমাদিগের মনে হয়, স্বর্গ ও নরকবর্ণন অপেক্ষা অন্য কোন বিষয়ে নিয়োজিত হইলেই তাঁহার শক্তি ও পরিশ্রম অধিক ফলপ্রদ হইত। মেঘনাদবধ-কাব্য উনবিংশ শতাব্দীতে রচিত বলিয়াই আমরা একথা বলিতেছি; কবি পৌরাণিক যুগে জন্মগ্রহণ করিলে এরূপ বলিতাম না। তাহা হইলে, এইরূপ স্বর্গ ও নরক বর্ণনার জন্য, মেঘনাদবধ, বোধ হয়, একখানি মহাপুরাণ রূপে পরিগণিত হইত।

নবম সর্গ।

মেঘনাদবধ-কাব্যে করুণ রসের প্রাধান্য।

যে বিষাদময় সঙ্গীত মেঘনাদবধ-কাব্যের প্রথম সর্গে আরব্ধ হইয়াছিল, নবমসর্গে তাহা সমাপ্ত হইয়াছে। অনেকে মেঘনাদবধকে বীররস-প্রধান কাব্য বলিয়াই অবগত আছেন; কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে মেঘনাদবধে বীররসের অপেক্ষা করুণরসেরই প্রাধান্য। বর্ণনীয় বিষয় পাঠান্তে পাঠকের হৃদয়ে যে ভাব স্থায়ী হয়, তদনুসারে যদি গ্রন্থের রস-নির্ণয় করিতে হয়, তবে মেঘনাদবধকে করুণ-রস-প্রধান কাব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করাই সঙ্গত। যে অশ্রুধারা রাক্ষস পরিজনদিগের নয়ন হইতে প্রবাহিত হইয়াছে, তাহা তাঁহাদিগের বীররক্তের শোণিত-রেখা ধৌত করিয়া দেয়; হাহাকারে রণ-কোলাহল নিমগ্ন হইয়া যায়। অধিকাংশ পাঠকই মধুসূদনকে বীররস বর্ণনায় নিপুণ কবি বলিয়া অবগত আছেন; কিন্তু অশোকবনস্থিতা, মূর্ত্তিমতী বিরহব্যথা-

রূপিণী জানকীর এবং শ্মশান-শয্যায় স্বামীর পদপ্রান্তে উপবিষ্টা, নব-বিধবা প্রমীলার অনুপম চিত্র দর্শন করিয়া কে বলিবেন যে, মধুসূদন কেবল বীররসেরই কবি? মধুসূদনের নিজের জীবনের ন্যায় তাঁহার মেঘনাদবধ-কাব্যও করুণ-রসাত্মক।

মেঘনাদের প্রেতকৃত্য।

যে করাল রজনীতে রামচন্দ্র, লঙ্কার সমুদ্রকূলস্থিত রণক্ষেত্রে, ভ্রাতার মৃতদেহ ক্রোড়ে লইয়া, উপবিষ্ট ছিলেন, লক্ষ্মণের পুনর্জ্জীবন লাভের সঙ্গে তাহা প্রভাতা হইয়াছিল। রামচন্দ্রের শিবির আনন্দকোলাহলে পূর্ণ; রঘুসৈনিকগণের বিজয়নাদে আকাশ প্রতিধ্বনিত হইতেছিল। সেই আনন্দকোলাহল, সমুদ্র-কল্লোলকেও পরাজিত করিয়া, মনস্তাপে ভূশয্যায় উপবিষ্ট রাক্ষসরাজের কর্ণে প্রবেশ করিল। তিনি মন্ত্রীর মুখে লক্ষ্মণের পুনর্জ্জীবন লাভ-সংবাদ শ্রবণ করিলেন। পুত্রহন্তা শত্রুর পুনর্জ্জীবন লাভ পুত্রশোক অপেক্ষাও অধিক মর্ম্মভেদী; কিন্তু এই মর্ম্মভেদী সংবাদে লঙ্কেশ্বর এবার মূর্চ্ছিত হইলেন না। পৃথিবীর সকল আশা বিলুপ্ত হইলে নিরাশাই মানব-হৃদয়ে আশা-দান করে; রাক্ষসরাজ আজ নিরাশায় আশান্বিত। স্বয়ং কৃতান্তও যখন তাঁহার ভাগ্যক্রমে স্বধর্ম্ম বিস্মৃত হইলেন, তখন আর আশা কোথায়? তিনি বুঝিলেন, রাক্ষসবংশের গৌরব-রবি, সত্য সত্যই, চিরান্ধকারে আবৃত হইলেন। কুলগৌরব পুত্রের প্রেতকৃত্য সমাপনের জন্য তিনি মন্ত্রী দ্বারা রামচন্দ্রের নিকট সপ্তাহব্যাপী সন্ধি প্রার্থনা করিয়া পাঠাইলেন। উদারহৃদয় রামচন্দ্র দুর্ভাগ্য-প্রপীড়িত শত্রুর প্রার্থনায় অসম্মত হইলেন না। বলা নিষ্প্রয়োজন যে, মেঘনাদের প্রেতকৃত্য এবং সাত দিবসের জন্য লঙ্কাযুদ্ধের বিরাম আর্ষ রামায়ণে নাই; ইলিয়াডের আদর্শে মধুসূদন ইহা কল্পনা করিয়াছেন। কিন্তু ইলিয়াডের কবি যে দৃশ্য কখনও কল্পনা করিতে পারেন নাই, মেঘনাদবধের কবি তাহা প্রদর্শন করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছেন। ভারতললনা, পতির পদ-প্রান্তে

উপবিষ্ট হইয়া, অনেক সময়, কিরূপ সহাস্য মুখে চিতানলে জীবন উৎসর্গ করিতেন, সাধ্বী প্রমীলার চিতারোহণে কবি তাহা বর্ণনা করিয়াছেন। ভারতবর্ষীয় সহমরণ-প্রথা এবং য়ুনানীয় অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াকালীন সমর-সজ্জা উভয়ের সম্মিলনে কাব্যের এই অংশ রচিত হইয়াছে। আমরা তৃতীয় সর্গে বলিয়াছি যে, যিনি প্রমীলা-চরিত্রের মনোহারিত্ব বুঝিতে চান, তিনি যেন মেঘনাদবধের নবম সর্গ পাঠ করেন। শ্মশান-শয্যায় উপবিষ্টা, নববিধবা প্রমীলার বিষাদিনী মূর্ত্তি না দেখিলে তৃতীয় সর্গের সেই রণরঙ্গিনী মূর্ত্তির গাম্ভীর্য্য অনুভব করিবার সম্ভাবনা নাই। প্রমীলার চিতারোহণের ন্যায় গম্ভীর ও করুণভাবোদ্দীপক চিত্র বঙ্গ-সাহিত্যে আর কোথাও নাই। কবির বর্ণনা-গুণে সেই কল্পনাসৃষ্ট দৃশ্য, যেন প্রকৃত ঘটনার ন্যায়, আমাদিগের মানস চক্ষুর সম্মুখে উপস্থিত হয়। লঙ্কার সেই সমুদ্র-কূলবর্ত্তি শ্মশান, সেই শ্মশানস্থিত অশ্রুপূর্ণনয়না রক্ষোবালাগণ এবং তাঁহাদিগের মধ্যে নিষ্প্রভ শশিকলার ন্যায় প্রমীলাকে আমরা প্রত্যক্ষের ন্যায় দর্শন করি। এই কি সেই প্রমীলা? বসন্ত-সমাগমে মত্ত মাতঙ্গিনীর ন্যায় দর্পে যিনি, একদিন, রঘুসৈনিকদিগকে দলিত করিয়া, পতিপদ পূজা করিয়াছিলেন, এই কি সেই প্রমীলা? প্রমীলার সেই রণপ্রিয়া সঙ্গিনীগণ, সেই ভীষণ সমর-সজ্জা এবং সেই অগ্নিশিখাসদৃশী বড়বা আজ এই শ্মশান-ভূমিতেও তাঁহার অনুগমন করিয়াছিল। কিন্তু প্রমীলার সেই বিদ্যুল্লতাসদৃশী প্রভা আজ কোথায়? প্রমীলার মুখে বাক্য নাই, অধরে হাস্য নাই, নয়নে জ্যোতি নাই; প্রমীলার ললাটে সিন্দুরবিন্দু, কণ্ঠে পুষ্পদাম, করে সধবা-চিহ্ন কঙ্কণ; প্রমীলা পতির পদতলে উপবিষ্টা;

> ......"মৌনব্রতে ব্রতী বিধুমুখী;
> পতির উদ্দেশে প্রাণ ও বরাঙ্গ ছাড়ি
> গেছে যেন, যথা পতি বিরাজেন এবে;
> শুকাইলে তরুরাজ শুকায় রে লতা।"

কিন্তু কেবল প্রমীলারই কি এই পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে? যে দিন রক্ষোরাজ, দেব, নর সকলকে পরাজিত করিয়া, পুত্রঘাতী শত্রুর প্রাণদণ্ড করিয়াছিলেন, সে দিনের সেই লোমহর্ষণ ঘটনা পাঠকের স্মরণ আছে। রক্ষোনাথ, নবোদিত দিবাকরের ন্যায়, স্বর্ণচক্র রথে আরোহণ করিয়া লঙ্কার পুরদ্বার হইতে বহির্গত হইতেছেন; তাঁহার রথচক্রের ঘর্ঘর শব্দে, তুরঙ্গমগণের হ্রেষা-ধ্বনিতে, দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইতেছে; তাঁহার মহিমা-মণ্ডিত, দেব-প্রসাদ-লাভে উজ্জ্বল মুখমণ্ডল দর্শন করিয়া রক্ষঃ-সৈনিকগণ আনন্দে জয়ধ্বনি করিতেছে; এ দৃশ্য কেমন সুন্দর! কেমন বিস্ময়কর! কবি লিখিয়াছিলেন;—

রাক্ষসরাজের অদৃষ্ট চক্রের পরিবর্ত্তন।

"বাহিরিলা রক্ষোরাজ পুষ্পক আরোহি,
ঘর্ঘরিল রথচক্র, নির্ঘোষে উগরি
বিস্ফুলিঙ্গ; তুরঙ্গম হ্রেষিল উল্লাসে।
রত্নসম্ভবা বিভা নয়ন ধাঁধিয়া
ধায় অগ্রে, ঊষা যথা একচক্র রথে,
উদেন আদিত্য যবে উদয় অচলে;
নাদিল গম্ভীরে রক্ষ হেরি রক্ষোনাথে।"

তাঁহার রুদ্রতেজ-ভাস্বর মূর্ত্তি দর্শন করিয়া,—

"পলাইল রঘুসৈন্য পলায় যেমনি
মত্তকরী করিরাজে হেরি ঊর্দ্ধশ্বাসে
বনবাসী; কিম্বা যথা ভীমাকৃতি ঘন
বজ্র-অগ্নি-পূর্ণ, যবে উড়ে বায়ু পথে
ঘোর নাদে, পশু, পক্ষী পলায় চৌদিকে
আতঙ্কে।"

আর আজ এই শ্মশান-ভূমিতে আর এক দৃশ্য;—

"বাহিরিলা পদব্রজে রক্ষকুল রাজা
রাবণ, বিশদ বস্ত্র, বিশদ উত্তরী,

ধুতুরার মালা যেন ধূর্জ্জটির গলে ;
চারিদিকে মন্ত্রিদল দূরে নতভাবে।
নীরব কর্ব্বুরপতি অশ্রুপূর্ণ আঁখি,
নীরব সচিববৃন্দ, অধিকারী যত,
রক্ষঃশ্রেষ্ঠ ; বাহিরিল কাঁদিয়া পশ্চাতে
রক্ষঃপুরবাসী রক্ষ, আবাল বনিতা,
বৃদ্ধ, শূন্য করি পুরী আঁধার রে এবে ;
* * * *
ধীরে ধীরে সিন্ধুমুখে তিতি অশ্রুনীরে
চলে সবে, পূরি দেশ বিষাদ নিনাদে।"

সৌভাগ্যলক্ষ্মীর সেই প্রিয়তম পুরুষের পক্ষে এক দিনের মধ্যে কি এই পরিবর্ত্তন ঘটা সম্ভব? কিন্তু বিধাতার লীলা কে বুঝিতে পারে! রাক্ষস-রাজের অবস্থা অনুভব ভিন্ন বর্ণনা করিয়া বুঝাইবার সম্ভাবনা নাই।

বর্ণনা-গুণে মেঘনাদবধের এই অংশ কাব্যের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং সুনিপুণ চিত্রকরের চিত্ররচনার উপযুক্ত। সেই সাগরকূলবর্ত্তী শ্মশানে, মেঘনাদের ও প্রমীলার পবিত্র দেহ ভস্মীভূত করিবার জন্য, চন্দনকাষ্ঠে চিতা নির্ম্মিত হইয়াছিল। আলুলায়িতকুন্তলা, ক্লান্তমানা সাধ্বী পরিধেয় অলঙ্কারগুলি, একে একে উন্মোচন পূর্ব্বক, সখীদিগকে বিতরণ করিলেন এবং তাহার পর পুষ্প-শয্যার ন্যায় চিতাশয্যায় আরোহণ পূর্ব্বক, প্রফুল্লমুখে পতির পদতলে উপবিষ্টা হইলেন। সাধ্বীর কণ্ঠে পুষ্পমালা এবং কেশ-পাশে অম্লান কুসুমদাম ;—চিতার চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া রক্ষোবীরগণ অশ্রুপূর্ণ নয়নে দণ্ডায়মান ; প্রমীলার সঙ্গিনীগণের হাহাকারে সেই মহা-শ্মশান প্রতিধ্বনিত ; আর এই সকলের মধ্যে ত্রিভুবনবিজয়ী, বাসবদর্পহারী রাক্ষসরাজ, পাষাণ-নির্ম্মিত মূর্ত্তির ন্যায়, বিরাজিত ; এ দৃশ্য কি গম্ভীর! কি হৃদয়ভেদী! রাক্ষসরাজ আজ মেঘনাদের ন্যায় পুত্র

শ্মশানস্থিতা প্রমীলা।

এবং প্রমীলার ন্যায় পুত্রবধূকে চিতানলে আহুতি দিবার জন্য আসিয়াছিলেন; তাঁহার মনের ভাব কি বর্ণনা করিয়া বুঝাইবার সম্ভাবনা আছে? চিতারোহণের পূর্ব্বে সঙ্গিনীগণের নিকট প্রমীলার বিদায়-গ্রহণ এবং পরলোকগত বীর-পুত্রকে সম্বোধন করিয়া রাক্ষসরাজের মর্ম্মভেদী বিলাপ পাঠ করিলে পাষাণহৃদয়ও বিগলিত হয়। এমন স্বাভাবিক, এমন হৃদয়দ্রবকারী বিলাপ অতি অল্পই দৃষ্ট হয়। প্রমীলা, চিতারোহণের পূর্ব্বে, সখীদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন;

——"লো সহচরি, এতদিনে আজি
ফুরাইল জীবলীলা জীবলীলা স্থলে
আমার, ফিরিয়া সবে যাও দৈত্যদেশে,
কহিও পিতার পদে এসব বারতা।
* * * এস দাসীর ভালে
লিখিলা বিধাতা যাহা তাইলো ঘটিল
এতদিনে; যাঁর হাতে সঁপিলা দাসীরে
পিতা মাতা, চলিনু লো আজি তাঁর সাথে।
পতি বিনা অবলার কি গতি জগতে?
আর কি কহিব সখি, ভুলনা লো তারে,
প্রমীলার এই ভিক্ষা তোমা সবা কাছে।

বিধাতঃ! হতভাগ্য রাক্ষসরাজকে কি এই সকল শুনাইবার জন্যই জীবিত রাখিয়াছিলে? ইহার নিকট রামচন্দ্রের শাণিত শরের তীক্ষ্নতা কোথায়? বাক্যে হৃদয়ের ভাব ব্যক্ত করিবার রাক্ষসরাজের শক্তি ছিল না, অথচ আত্মসংযমেরও তাঁহার ক্ষমতা ছিল না। ধীরে ধীরে, পুত্র ও পুত্রবধূর চিতার সম্মুখে অগ্রসর হইয়া, তিনি বলিলেন;—

"ছিল আশা, মেঘনাদ, মুদিব অন্তিমে
এ নয়নদ্বয় আমি তোমার সম্মুখে,—

সঁপিরাজাভার, পুত্র, তোমায়, করিব
মহাযাত্রা। কিন্তু বিধি—বুঝিব কেমনে
তাঁর লীলা? ভাঁড়াইলা সে সুখ আমারে।
ছিল আশা, রক্ষঃকুল-রাজসিংহাসনে
জুড়াইব আঁখি, বৎস, দেখিয়া তোমারে,
বামে রক্ষঃকুললক্ষ্মী রক্ষোরাণী রূপে
পুত্রবধূ। বৃথা আশা। পূর্ব্বজন্ম-ফলে
হেরি তোমা দোঁহে আজি এ কাল-আসনে।
কর্ব্বুর-গৌরব-রবি চির রাহুগ্রাসে।
সেবিনু শিবেরে আমি বহু যত্ন করি,
লভিতে কি এই ফল? কেমনে ফিরিব,
হায়রে, কে কবে মোরে, ফিরিব কেমনে,
শূন্য লঙ্কাধামে আর। কি সান্ত্বনা-ছলে
সান্ত্বনিব মায়ে তব, কে কবে আমারে?
'কোথা পুত্র পুত্রবধূ আমার?' সুধিবে
যবে রাণী মন্দোদরী, "কি সুখে আইলে
রাখি দোঁহে সিন্ধুতীরে, রক্ষঃকুলপতি?"
কি কয়ে বুঝাব তারে? হায়রে কি কয়ে?
হা পুত্র। হা বীরশ্রেষ্ঠ। চিরজয়ী রণে।
হা মাতঃ রাক্ষসলক্ষ্মি। কি পাপে লিখিলা
এ পীড়া দারুণ বিধি রাবণের ভালে?"

রাক্ষসরাজ অপরাধী সত্য এবং তাঁহার অপরাধও যে সামান্য নয়, তাহা নিঃসন্দেহ; কিন্তু কবি তাঁহার যে প্রায়শ্চিত্ত বর্ণন করিয়াছেন, তাহা তাঁহার অপরাধের অপেক্ষা লঘুতর হয় নাই। নবম সর্গের পুত্রশোক-কাতর রাক্ষসরাজকে দেখিলে, তাঁহার অপরাধ বিস্মৃত হইয়া, তাঁহার দুরবস্থায় সহানুভূতি প্রকাশ করিতে পাঠকের প্রবৃত্তি জন্মে। আমরা বলিয়াছি, রক্ষোবংশের প্রতি সহানুভূতি-উদ্দীপন, গ্রন্থকারের প্রধান

কাব্যের সার্থকতা।

উদ্দেশ্য। কবির যাহা উদ্দেশ্য, এই সর্গে তাহা সিদ্ধ হইয়াছে। রাক্ষসরাজের ঘোরতর বিদ্বেষীও এই সর্গে তাঁহার দুঃখে অশ্রুপাত না করিয়া থাকিতে পারেন না। শোকজর্জ্জরিত রাক্ষসরাজের ব্যবহারে কবি মানব-হৃদয়ের একটী গূঢ়তত্ত্বও প্রকাশিত করিয়াছেন। প্রথম সর্গ সমালোচনার সময়ে আমরা তাহার উল্লেখ করিয়াছি। যতই অপরাধী হউক, মানব, অনেক সময়, নিজের অপরাধ বুঝিতে পারে না। বিধাতার ন্যায়দণ্ডে দণ্ডিত হইলেই আর্ত্তনাদ করিয়া বলে—"বিধাতঃ! কি অপরাধে আমায় এই দণ্ড দিতেছ?" মেঘনাদের শ্মশান-শয্যাতেও আমরা, সেই জন্য, সীতাপহারক রাক্ষসরাজের মুখে শুনিতে পাই ;—

* * কি পাপে লিখিলা
এ পীড়া দারুণ বিধি রাবণের ভালে?"

এইরূপ আত্মবঞ্চনাই মানব-প্রকৃতির ধর্ম্ম। কিন্তু রাক্ষসরাজ, আত্মবঞ্চক ও অসংযতেন্দ্রিয় হইলেও, ইষ্টদেবে ভক্তিপরায়ণ ; তাঁহার মর্ম্ম-ভেদী আর্ত্তনাদে কৈলাসে ভক্তবৎসলের হৃদয় ব্যথিত হইয়াছিল। তিনি, মেঘনাদ ও প্রমীলাকে কৈলাসপুরীতে আনয়নের জন্য, হুতাশনকে আজ্ঞা দান করিলেন। ইরম্মদরূপী অগ্নির স্পর্শে সহসা চিতা প্রজ্বলিত হইল।

মেঘনাদের ও প্রমীলার স্বর্গারোহণ।

স্বদেশবৎসল, পিতৃ-মাতৃ-ভক্ত বীর মেঘনাদের এবং পতিগতপ্রাণা সাধ্বী প্রমীলার ভৌতিক দেহ দেখিতে দেখিতে ভস্মীভূত হইল ; কিন্তু তাঁহাদিগের অমর আত্মা, দিব্যদেহ গ্রহণ করিয়া, দেবরথে আরোহণ পূর্ব্বক, ঊর্দ্ধলোকে প্রস্থান করিল। বিস্মিত লঙ্কাবাসিগণ,

"দেখিলা আগ্নেয় রথ, সুবর্ণ আসনে
সে রথে আসীন বীর বাসববিজয়ী
দিব্যমূর্ত্তি ; বামভাগে প্রমীলা রূপসী,
অনন্ত যৌবন-কান্তি শোভে তনুদেশে,

চির সুখ হাসি রাশি মধুর অধরে ;—

*   *   *

বরষিলা পুষ্পাসার দেবকুল মিলি,

পূরিল বিপুল বিশ্ব আনন্দ-নিনাদে।"

যেখানে মেঘনাদের ও প্রমীলার দেহ ভস্মীভূত হইয়াছিল, সেই স্থানে এক অতি সুন্দর মঠ নির্ম্মিত হইল। চিতাভস্ম সমুদ্রজলে নিক্ষেপ করিয়া, এবং দাহস্থান মন্দাকিনী-সলিলে ধৌত করিয়া,—

"করি স্নান সিন্ধুনীরে রক্ষঃদল এবে

ফিরিলা লঙ্কার পানে, আর্দ্র অশ্রুনীরে,

বিসর্জ্জি প্রতিমা যথা দশমী দিবসে ;

সপ্ত দিবা নিশি লঙ্কা কাঁদিলা বিষাদে।"

কবি অশ্রুজলের সঙ্গে তাঁহার কাব্য আরম্ভ করিয়াছিলেন, অশ্রুজলের সঙ্গে তাহা সম্পূর্ণ করিয়াছেন। বীরবাহুর শোকে কাতর রাক্ষসরাজের আর্ত্তনাদের সঙ্গে গ্রন্থের আরম্ভ, এবং সাধ্বী প্রমীলার চিতারোহণের সঙ্গে ইহার শেষ। ইহার আদি, মধ্য এবং অন্ত, সমস্তই, বিষাদপূর্ণ; সেই জন্যই আমরা বলিয়াছি যে, মেঘনাদবধে বীররসের অপেক্ষা করুণরসেরই প্রাধান্য লক্ষিত হইবে। কবিবর হেমচন্দ্রের সুন্দর সমালোচনার পর ইহার ভাষা ও ছন্দ সম্বন্ধে অধিক কথা বলিবার প্রয়োজন নাই। কাব্যের মধ্যে যাহা সুন্দর ও উল্লেখযোগ্য, আমরা তাহা প্রদর্শন করিয়াছি; সাধারণ ভাবে ইহার দোষ, গুণ সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিয়া আমরা মেঘনাদবধ সমালোচনা শেষ করিব।

কাব্য-সমাপ্তি।

কাহারও কাহারও মতে মেঘনাদবধ কাব্যের প্রধান দোষ এই যে, ইহাতে পাপীর চিত্র পুণ্যবানের চিত্রের অপেক্ষা উজ্জলতর রূপে অঙ্কিত হইয়াছে। ইংলণ্ডীয় কবি মিল্টন যেমন সয়তান বা পাপ পুরুষকেই তাঁহার গ্রন্থের নায়ক করিয়া

মেঘনাদবধ কাব্যের দোষ গুণ।

ফেলিয়াছেন, মেঘনাদবধের কবিও তেমনই, রাম লক্ষ্মণকে বিসর্জ্জন দিয়া, পাপাচারী রাক্ষসরাজ ও তাঁহার পরিজনদিগকেই তাঁহার কাব্যের নায়ক, নায়িকা করিয়া তুলিয়াছেন। পাপাচারীর প্রতি কবির যখন এত সহানুভূতি, তখন নীতির দিক হইতে বিচার করিলে, সহস্র গুণ সত্ত্বেও, তাঁহার কাব্য নিন্দনীয়। এই সকল কথা যে কিয়ৎপরিমাণে সত্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু আমাদিগকে বিবেচনা করিতে হইবে যে, মধুসূদন পাপীর প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিলেও, পাপের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করেন নাই। যে অসদাচারের জন্য রাক্ষসরাজ সাধু-সমাজের ঘৃণার্হ, কবি কুত্রাপি তাহার সমর্থন করেন নাই; বরং তিনি যে আত্মবঞ্চক এবং তাঁহারই পাপাচারের ফলে যে রাক্ষসবংশের সর্ব্বনাশ ঘটিতেছিল, প্রতি পদেই তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। মেঘনাদ-বধ পাঠ করিয়া কাহারও মনে রাক্ষসরাজের অনুচিত কার্য্যের অনুকরণ সমর্থন করিবার প্রবৃত্তি জন্মে না। একদিকে আমরা, যেমন, রক্ষোবংশের ঐশ্বর্য্য, বাহুবল, সৌভাগ্য, এবং রূপ, গুণ দেখিয়া বিস্মিত হই, অন্যদিকে আবার, তেমনই, তাঁহাদিগের অবিমৃষ্যকারিতার শোচনীয় পরিণাম দর্শন করিয়া, সন্ত্রস্ত ও উপদিষ্ট হই। সুতরাং অসৎ দৃষ্টান্তের সমর্থন করিলে যে অনিষ্টপাতের সম্ভাবনা, মেঘনাদবধ হইতে তাহার কোনও আশঙ্কা নাই। ধন, মান, গৌরব, বাহুবল, এমন কি ইষ্টদেবে প্রগাঢ় ভক্তি সত্ত্বেও, পাপাচরণের ফলে, মনুষ্যের পরিণাম কিরূপ হইতে পারে, ইহাতে তাহা অতি সুন্দর রূপ প্রদর্শিত হইয়াছে। সত্য বটে, ইহাতে পাপাচারী রাক্ষসরাজের নিজের কোন দণ্ড বর্ণিত হয় নাই; কিন্তু দণ্ড আর কাহাকে বলে? মেঘনাদের ন্যায় পুত্র এবং প্রমীলার ন্যায় পুত্রবধূকে চিতানলে সমর্পণ করিয়া রাক্ষসরাজ যে ক্লেশ ভোগ করিয়াছিলেন, রামচন্দ্রের শরে হৃৎপিণ্ড বিদারিত হইলে, কি তিনি তদপেক্ষা অধিক ক্লেশ ভোগ করিতেন? "ধর্ম্মের জয় এবং অধর্ম্মের পরাজয়"

যখন মেঘনাদবধ কাব্যের উপদেশ ও পরিণাম, তখন, রাক্ষসরাজের প্রতি কবির সহানুভূতি সত্ত্বেও, নীতির দিক হইতে বিচার করিলে, ইহার দ্বারা কোন অনিষ্টাপাতের সম্ভাবনা নাই।

অনার্য্য-প্রীতি।

আবার কেহ, কেহ মনে করেন যে, কবি যখন তাঁহার কাব্যে আর্য্যবংশীয়গণের অপেক্ষা অনার্য্যবংশীয়গণেরই প্রতি অধিকতর সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছেন, তখন ইহা কখনই জাতীয় সমাদরের সামগ্রী হইতে পারে না। মেঘনাদবধ জাতীয় সমাদরের সামগ্রী হইবে কি না, ভবিষ্যৎ-বংশীয়গণই তাহার বিচার করিবেন। আমরা কিন্তু মধুসূদনকে, অনার্য্যবংশীয়গণের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের জন্য, নিন্দার পরিবর্ত্তে, বিশেষ প্রশংসাই করি। রামায়ণকার মহর্ষি ভারতীয় সমাজের যে যুগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার গ্রন্থে তাহারই উপযুক্ত ভাব প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল। তখনও অনার্য্য সমাজের প্রতি আর্য্য-সমাজের প্রগাঢ় বিদ্বেষ ছিল; বৈদিক ঋষিগণের নিশ্বাসে, নিশ্বাসে অনার্য্যগণের প্রতি যে বিষ উদ্গীরিত হইয়াছিল, রামায়ণে তাহারই আংশিক অভিব্যক্তি হইয়াছে। মধুসূদন যে যুগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার গ্রন্থ তাহারই উপযোগী হইয়াছে। এখন আর আর্য্য ও অনার্য্যগণের মধ্যে সেই পূর্ব্ব বিদ্বেষ বা জেতাজিত-ভাব বর্ত্তমান নাই। আর্য্য ও অনার্য্য, সকলেই এক্ষণে একই শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত। আর্য্য-প্রপীড়িত বলিয়া বরং অনার্য্যগণের প্রতি এখন লোকের সহানুভূতির উদ্রেক হইতেছে। এ অবস্থায় মধুসূদনের উদ্যম সম্পূর্ণই সময়োপযোগী হইয়াছে; এবং এই জন্য, বোধ হয়, তিনি ভবিষ্যৎ বংশীয়গণের নিকট অধিক সমাদর লাভ করিবেন। মধুসূদনের বহুদিন পূর্ব্বে বীর-চরিতের সহৃদয় কবি ইহার সূচনা করিয়াছিলেন; বাঙ্গালা ভাষায় মধুসূদনই ইহার পথপ্রদর্শক। তাঁহারই প্রমীলার

‘সংহারের’ ও ‘রৈবতকের’ কবিদ্বয় তাঁহাদিগের দৈত্য ও নাগ-

বালকদিগকে সৃজন করিয়াছেন। কিন্তু বীরচরিত্রের কবি, রাক্ষসরাজকে উন্নত করিতে যাইয়া, রামচন্দ্রকে অবনত করেন নাই; মধুসূদন যে তাহা পারেন নাই, ইহা অবশ্যই ক্ষোভের বিষয় হইয়াছে। রাক্ষস-পরিবারদিগের ন্যায় রামচন্দ্রের ও লক্ষ্মণের চরিত্র সুচিত্রিত হইলে মেঘনাদবধের গৌরব শতগুণ বর্দ্ধিত হইত। মহর্ষি একদিক্ দেখাইয়াছিলেন, মধুসূদন আর একদিক্ দেখাইয়াছেন; কোন ভবিষ্যৎ মহাকবির দ্বারা, বোধ হয়, এই উভয়ের সামঞ্জস্য হইবে।

মেঘনাদবধ কোন্ শ্রেণীর কাব্য?

মেঘনাদবধ মহাকাব্য কি খণ্ডকাব্য, তাহার আলোচনা করিয়া সময় ও পরিশ্রম অপব্যয় করা নিষ্প্রয়োজন। মধুসূদন নিজে ইহাকে পাশ্চাত্যরীতির মহাকাব্য (Epic) বলিয়া বিবেচনা করিতেন। সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রের লক্ষণ অনুসারে বিচার করিলে যদিও ইহা মহাকাব্য নামের উপযুক্ত হইবে না; তথাপি ইহার অনেক স্থল যে মহাকাব্য-লক্ষণাক্রান্ত, তাহাতে সন্দেহ নাই। যে কাব্য পাঠ করিতে করিতে আমরা বিস্মিত, স্তম্ভিত, উত্তেজিত ও অশ্রুসিক্ত হই, এবং বর্ণিত বিষয় প্রত্যক্ষের ন্যায় অবলোকন করি, তাহা যদি মহাকাব্য নামে অভিহিত হইবার যোগ্য হয়, তবে মেঘনাদবধ অবশ্যই একখানি মহাকাব্য। ইহাতে মহাকাব্যোচিত প্রাকৃতিক দৃশ্য ও সৌন্দর্য্য বর্ণনারও অভাব নাই। কবি ইহাতে যে উদ্দাম কল্পনা, বর্ণনাশক্তি এবং মৌলিকতা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা মহাকাব্য রচয়িতারই উপযুক্ত। কবিবর হেমচন্দ্র ইহার সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলেন, প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তি এক্ষণে তাহা অনুমোদন করিতেছেন। মেঘনাদবধ সত্যই বঙ্গভাষার কণ্ঠভূষণরূপে আদৃত হইয়াছে। হেমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন;—

"যে গ্রন্থে স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল, ত্রিভুবনের রমণীয় ও ভয়াবহ প্রাণী ও পদার্থ সমূহ, সংকলিত করিয়া, পাঠকের দর্শনেন্দ্রিয়-লক্ষ্য চিত্রফলকের ন্যায় চিত্রিত হইয়াছে, যে

পাঠ করিতে করিতে ভূতকাল বর্ত্তমান এবং অদৃশ্য বিদ্যমানের ন্যায় জ্ঞান হয়, যাহাতে দেব, দানব, মানবমণ্ডলীর বীর্য্যশালী, প্রতাপশালী, সৌন্দর্য্যশালী জীবগণের অদ্ভুত কার্য্য কলাপ দর্শনে মোহিত এবং রোমাঞ্চিত হইতে হয়, যে গ্রন্থ পাঠ করিতে করিতে, কখন বা বিস্ময়, কখন বা ক্রোধ এবং কখন বা করুণ-রসে আর্দ্র হইতে হয় এবং বাষ্পাকুললোচনে যে গ্রন্থের পাঠ সমাপ্ত করিতে হয়, তাহা বঙ্গবাসীরা চিরকাল বক্ষঃস্থলে ধারণ করিবেন, ইহার বিচিত্রতা কি? সত্য বটে, কবিগুরু বাল্মীকির পদচিহ্ন লক্ষ্য করিয়া, নানাদেশীয় মহাকবিগণের কাব্যোদ্যান হইতে পুষ্পচয়ন পূর্ব্বক, এই গ্রন্থখানি বিরচিত হইয়াছে, কিন্তু সেই সমস্ত কুসুমরাজিতে যে অপূর্ব্ব মাল্য গ্রথিত হইয়াছে, তাহা বঙ্গবাসীরা চিরকাল কণ্ঠে ধারণ করিবেন।"

মেঘনাদবধের মৌলিকতা।

মেঘনাদবধ-কাব্যের অনেক ঘটনা ও ভাব যে অন্যান্য কাব্য হইতে গৃহীত হইয়াছে, আমরা যথাস্থলে তাহা প্রদর্শন করিয়াছি। কেহ কেহ, এই জন্য, মধুসূদনের প্রতিভা ও মৌলিকতা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। তাঁহারা বলেন যে, মেঘনাদবধের প্রতিপত্রে যখন অন্যান্য মহাকবিগণের হস্তচিহ্ন বর্ত্তমান, তখন ইহাতে কবির গুণপণা বা উদ্ভাবনী শক্তি কোথায়? কিন্তু তাঁহাদিগের বিবেচনা করা কর্ত্তব্য যে, কতকগুলি মৃত জীবের কঙ্কাল হইতে অস্থি সংগ্রহ করিয়া, একটী অভিনব জীব সৃষ্টি করা যেরূপ কঠিন, অন্যান্য কাব্য হইতে ভাব সংগ্রহ করিয়া, একখানি নবীন কাব্য প্রণয়ন করাও সেইরূপ কঠিন। তাঁহাদিগের আদর্শ অনুসারে বিচার করিলে অন্যের কথা দূরে থাকুক, মিল্টন অথবা সেক্সপিয়ারকেও গৌরবচ্যুত হইতে হয়। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য মহাকবিগণের কাব্যের ভাব এখনও ত অক্ষুণ্ণ মহাসমুদ্রের ন্যায় বর্ত্তমান রহিয়াছে; কিন্তু তাঁহারা কি বলিতে পারেন যে, বঙ্গ সাহিত্যে আর একজন মধুসূদন জন্মগ্রহণ না করিলে আর একখানি মেঘনাদবধ রচিত হইবে? প্রকৃতির রাজ্যে উপাদানের অভাব নাই, কিন্তু সেই সকল উপাদান হইতে সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া নূতন কিছু সৃজন করাতেই প্রতিভার পরিচয়।

মেঘনাদবধ-কাব্যে কবির যে সকল ত্রুটি আছে, আমরা তাহা প্রদর্শনে কুণ্ঠিত হই নাই। অন্বেষণ করিলে ইহাতে আরও শত, শত ত্রুটি লক্ষিত হইবে। প্রবাদ আছে যে, নৈষধ-কার, তাঁহার মাতুল সুপ্রসিদ্ধ 'কাব্য-প্রকাশ'-প্রণেতা মম্মটভট্টকে তাঁহার রচিত কাব্য দেখিতে দিলে তিনি তাঁহাকে বলিয়াছিলেন; "বৎস, তোমার কাব্য আর কিছুদিন পূর্ব্বে প্রকাশিত হইলে আমার অলঙ্কারের দোষ-পরিচ্ছেদ লিখিবার সময় আমাকে নানা কাব্য পাঠের ক্লেশ স্বীকার করিতে হইত না; এক তোমার কাব্য হইতেই সকল দোষের উদাহরণ প্রাপ্ত হইতাম।" মম্মটভট্ট নৈষধ-কাব্য সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন, মেঘনাদবধ সম্বন্ধেও ঠিক সেই কথাগুলি প্রয়োগ করা যাইতে পারে। সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণ কাব্য সম্বন্ধে যে সমস্ত দোষের উল্লেখ করিয়াছেন, অন্বেষণ করিলে, তাহার প্রত্যেকটিই ইহাতে লক্ষিত হইবে। কিন্তু সেই সকল দোষ সত্ত্বেও আমরা বলিতে বাধ্য হই যে, মেঘনাদবধ বাঙ্গালাভাষায় মহামূল্য রত্নরূপে চিরদিন সমাদৃত থাকিবে। ইহাতে যে প্রতিভা ও যে মৌলিকতা প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা ত্যাগ করিলেও ইহা বাঙ্গালাভাষায় যে শক্তি সঞ্চারিত করিয়াছে, কেবল তাহারই জন্য ইহা অমরতা লাভ করিবে।

মেঘনাদবধের ভাষা।

বৈষ্ণব কবিগণ এবং তাহার পর ভারতচন্দ্র বঙ্গভাষাকে যে আদর্শে গঠিত করিয়াছিলেন, তাহা শিশুর, প্রেম-পিপাসুর এবং বিলাসীর উপযুক্ত। যে অর্দ্ধ-সুপ্ত ও অর্দ্ধজাগ্রত অবস্থায় বঙ্গভূমি তখন বর্ত্তমান ছিল, তাহা তাহারই উপযোগী হইয়াছিল। কিন্তু পাশ্চাত্য সমাজের সংঘর্ষে, উদ্বোধিত হইয়া, বঙ্গভূমি আজ যে জাতীয় জীবন-লাভের জন্য সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছে, মেঘনাদবধের ভাষা তাহারই উপযোগিনী হইয়াছে। সংসারের কঠোর সংগ্রাম-ক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে হইলে হৃদয়ে যে ভাব লইয়া উপনীত হওয়া আবশ্যক, মেঘনাদবধ পাঠ করিতে করিতে আমরা অনেকস্থলে সেইভাবে উদ্দীপিত হই।

জাতীয় প্রবণতা, জাতীয় সাহিত্যে প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে। বহু শত বৎসরের পরাধীনতায় নিপেষিত বঙ্গভূমিতে জন্মগ্রহণ করিয়াও, মধুসূদন যে তাঁহার কাব্যে বীরোচিত ভাষা ও বীরোচিত ভাব সন্নিবিষ্ট করিতে পারিয়াছেন, ইহা আমাদিগের জাতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশাপ্রদ। ক্ষীণকায়, নির্জ্জীব বাঙ্গালীর অভ্যন্তরে শৌর্য্য ও তেজস্বিতা অন্তর্নিহিত না থাকিলে এরূপ কাব্য কখনই রচিত হইতে পারিত না। কবি তাঁহার কাব্যের প্রথমে যে ভবিষ্যৎ বাণী করিয়াছেন, তাহা সফল হইবে। মধুমক্ষিকার ন্যায়, নানা দেশীয় কাব্যকুসুম হইতে মধু সংগ্রহ করিয়া, তিনি যে অপূর্ব্ব মধুচক্র নির্ম্মাণ করিয়া গিয়াছেন, যতদিন বাঙ্গালা ভাষা থাকিবে, ততদিন গৌড়ীয় জনগণ, তাহাতে সতাই,

"আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।"

বাবু রমেশচন্দ্র দত্ত মেঘনাদবধ সম্বন্ধে যথার্থই লিখিয়াছিলেন ;—

The reader, who can feel and appreciate the sublime, will rise from a study of this great work with mixed sensations of veneration and awe, with which few poets can inspire him, and will candidly pronounce the bold author to be indeed a genius of a very high order, second only to the highest and the greatest that have ever lived, like Vyas, Valmiki or Kalidas: Homer, Dante or Shakespear. *

মেঘনাদবধ কাব্যের সমাদর।

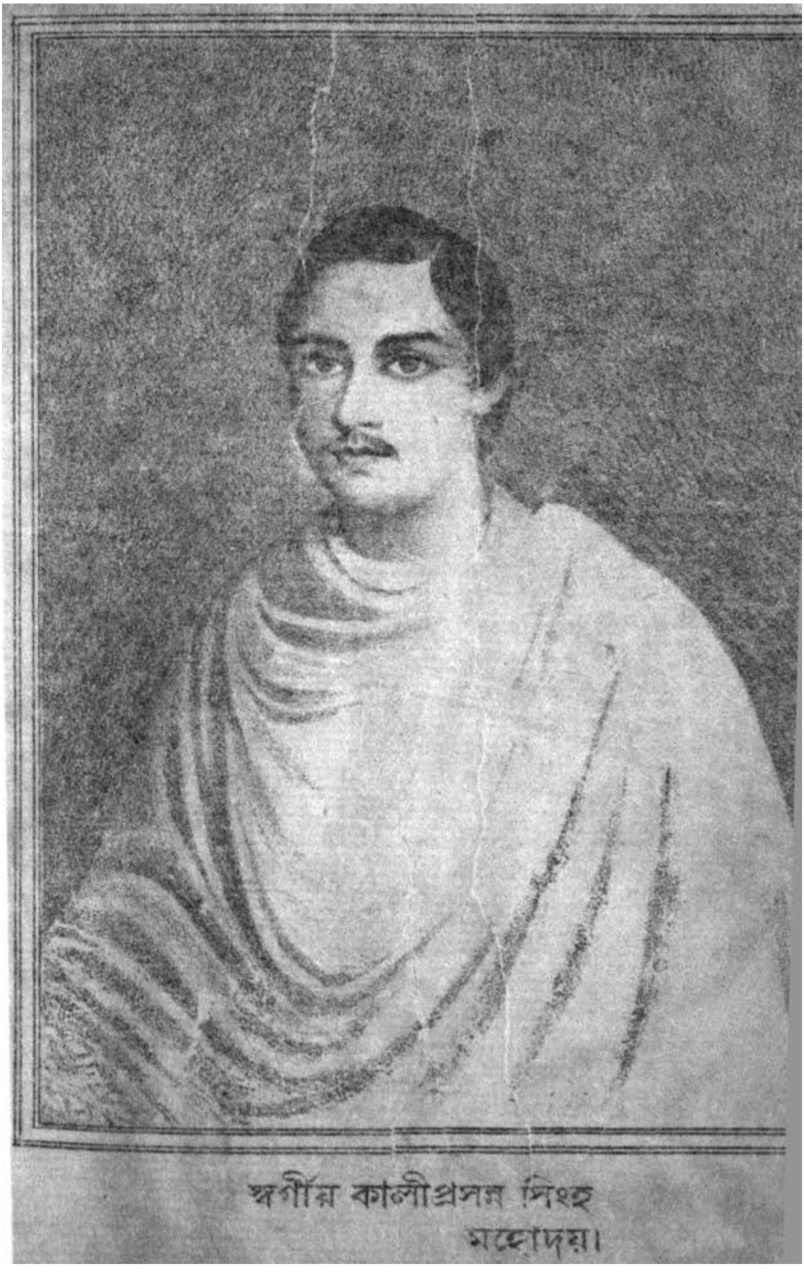
তিলোত্তমা-সম্ভব বঙ্গীয় জনসাধারণের নিকট কিরূপ সমাদর প্রাপ্ত হইয়াছিল, আমরা পূর্ব্বে তাহার উল্লেখ করিয়াছি। মেঘনাদবধেরও সমাদর সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলিয়া আমরা বর্ত্তমান অধ্যায় শেষ করিব। বঙ্গের শ্যামল তৃণাচ্ছাদিত, সমতল ক্ষেত্রে অকস্মাৎ কোন পর্ব্বতশৃঙ্গের অভ্যুত্থান

* Literature of Bengal, page 176. (প্রথম সংস্করণ)।

দেখিলে দর্শকদিগের হৃদয়ে যেরূপ বিস্ময় জন্মে; মেঘনাদবধ বঙ্গীয় পাঠকগণের হৃদয়ে, একদিন, সেইরূপ বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিল। যেন বীণাধ্বনি শ্রবণ করিতে করিতে তন্দ্রালস কর্ণে গম্ভীর ভেরী-নিনাদ প্রবেশ করিল; যেন নির্ঝরিণীর কুলু কুলু নিনাদে অভ্যস্ত শ্রবণে জলপ্রপাতের ভীষণ গর্জ্জন শ্রুত হইল। শত্রু, মিত্র সকলেই চমকিত হইলেন। যে শ্রেণীর পাঠকগণ, তিলোত্তমা-সম্ভব পাঠ করিয়া, মধুসূদনকে উন্মাদ-প্রলাপী বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ, কেহ তখনও তাঁহাকে উপহাস করিতে নিরস্ত হইলেন না। কিন্তু চিন্তাশীল ও গুণগ্রাহী ব্যক্তি মাত্রই বুঝিতে পারিলেন যে, মধুসূদন বাঙ্গালা ভাষাকে কি অমূল্য উপহার প্রদান করিয়াছেন। অমিত্রচ্ছন্দ সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অভিপ্রায় যে প্রথমাবস্থায় অনুকূল ছিল না, সে কথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে; মেঘনাদবধ পাঠ করিয়া তাঁহার পূর্ব্ব-সংস্কার দূরীভূত হইয়াছিল; তিনি মধুসূদনের গুণের একান্ত পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। কলিকাতার তাৎকালিক ধনাঢ্য ব্যক্তিদিগের মধ্যে যাঁহারা মধুসূদনের প্রতিভার সম্মান করিয়া সম্মানিত ও বঙ্গভাষানুরাগিগণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে রাজা প্রতাপ-চন্দ্রের, রাজা ঈশ্বরচন্দ্রের ও মহারাজা যতীন্দ্র মোহনের নাম আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। মেঘনাদবধের সঙ্গে মহাভারতের লব্ধপ্রতিষ্ঠ অনুবাদক বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়েরও নামোল্লেখ আবশ্যক *।

কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের অভিনন্দন।

* মহাভারতের অনুবাদ হইতে কালীপ্রসন্ন বাবুর নাম বঙ্গের শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেরই পরিচিত হইয়াছে। কিন্তু মাতৃভাষার সেবার জন্য, তিনি যে কিরূপ যত্ন, কিরূপ পরিশ্রম ও কিরূপ অর্থব্যয় করিয়াছিলেন, অতি অল্প লোকই তাহা অবগত আছেন। ত্রিংশৎবর্ষ মাত্র বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়, কিন্তু এই সময়ের মধ্যে তিনি স্বদেশীয় নাট্যশাস্ত্রের উন্নতির ও মাতৃভাষার সমৃদ্ধি সাধনের জন্য, ন্যূনাধিক আড়াই লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিয়াছিলেন।



স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন সিংহ
মহোদয়।

মধুসূদন যখন পুলিশ আদালতে কার্য্য করিতেন, কালীপ্রসন্ন বাবুকে তখন, অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট রূপে, মধ্যে, মধ্যে তথায় উপস্থিত হইতে হইত। সেই হইতে তাঁহাদিগের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছিল। উভয়ের মধ্যে বয়োগত পার্থক্য থাকিলেও, হৃদগত কোমলতা ও মধুরতা সম্বন্ধে, অতি নিকট সম্বন্ধ ছিল। দুই জনেরই প্রকৃতি, স্বভাবতঃ, অতি সরল ও স্নেহপ্রবণ ছিল; সুতরাং অল্পদিনের মধ্যেই তাঁহারা পরস্পরের প্রতি বিশেষরূপ অনুরক্ত হইয়াছিলেন। * প্রতিভাবানের প্রতি সমুচিত সমাদর-প্রদর্শন এবং নির্ভীক চিত্তে নিজের মতামত প্রকাশ করা কালী-প্রসন্ন বাবুর চিরন্তন অভ্যাস ছিল। অমিত্রচ্ছন্দের প্রবর্ত্তন হইতেই তিনি মধুসূদনের গুণের পক্ষপাতী হইয়াছিলেন এবং লঘুচেতা লেখকগণ তাঁহাকে বিদ্রূপ করিতেন দেখিয়া তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিতেন। বিবিধার্থ-সংগ্রহে তিনি এ সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন;—

হায়! এখনও অনেকে মাইকেল মধুসূদন দত্তজ মহাশয়কে চিনিতে পারেন নাই। সংসারের নিয়মই এই, প্রিয় বস্তুর সহিত নিয়ত সহবাস নিবন্ধন তাহার প্রতি তত আদর থাকে না, পরে বিচ্ছেদই তদ্গুণ রাশীর পরিচয় প্রদান করে; তখন আমরা মনে মনে কত অসীম যন্ত্রণাই ভোগ করি। অনুতাপ আমাদিগের শরীর জর্জ্জরিত করে, তখন তাঁহারে স্মরণীয় করিতে যত চেষ্টা করি, জীবিতাবস্থায় তাহা মনেও আইসে না।

মাইকেল মধুসূদন দত্তজ, জীবিত থাকিয়া, যত দিন যত কাব্য রচনা করিবেন, তাহাই বাঙ্গালা ভাষার সৌভাগ্য বলিতে হইবে। লোকে অপার ক্লেশ স্বীকার করিয়া জলধি জল হইতে রত্ন উদ্ধার পূর্ব্বক বহুমানে অলঙ্কারে সন্নিবেশিত করে। আমরা বিনা ক্লেশে গৃহ মধ্যে প্রার্থনাধিক রত্ন লাভে কৃতার্থ হইয়াছি, এক্ষণে আমরা মনে করিলে তাহারে শিরোভূষণে ভূষিত করিতে পারি, এবং অনাদর প্রকাশ করিতেও সমর্থ হই; কিন্তু

---

* অষ্টাদশ পর্ব্বের অনুবাদের উপসংহার স্থলে কালীপ্রসন্ন বাবু লিখিয়াছিলেন, "সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত মাইকেল মধুসূদন দত্ত, অনুবাদিত ভাগ হইতে প্রস্তাব সকল সংগ্রহ করিয়া, অমিত্রাক্ষর পদ্যে ও নাটকাকারে পরিণত করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া, আমাকে বিলক্ষণ উৎসাহিত করিয়াছেন।

তাহাতে মণির কিছুমাত্র ক্ষতি হইবে না। আমরাই আমাদিগের অজ্ঞতার নিমিত্ত সাধারণে লজ্জিত হইব। *

মেঘনাদবধ-কাব্য প্রকাশিত হইলে কালীপ্রসন্ন বাবু মধুসূদনকে প্রকাশ্য ভাবে সম্মানিত করিবার সঙ্কল্প করেন। ইহার কিছুদিন তিনি বিদ্যোৎসাহিনী-সভা নামক একটী সাহিত্য-সভা স্থাপিত ক[illegible]ছিলেন। কলিকাতার অনেক কৃতবিদ্য ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এই সভার সভ্য ছিলেন। কালীপ্রসন্ন বাবু, এক্ষণে সেই সভা হইতে, মধুসূদনকে অভিনন্দন পত্র প্রদান করিবার অভিলাষ করিয়া, কলিকাতার প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিগকে আমন্ত্রণ করিলেন। রাজা প্রতাপচন্দ্র, রাজা ঈশ্বরচন্দ্র, রাজা দিগম্বর মিত্র, বাবু রমাপ্রসাদ রায়, এবং মহারাজা যতীন্দ্র মোহন প্রভৃতি মধুসূদনের গুণানুরাগী ব্যক্তিগণ, সকলেই, সেই সভায় উপস্থিত হইলেন। কালীপ্রসন্ন বাবু, তাঁহাদিগের ও বঙ্গের সাধারণ শিক্ষিত মণ্ডলীর প্রতিনিধি রূপে, মধুসূদনকে অভ্যর্থনা করিয়া, তাঁহাকে একখানি অভিনন্দন পত্র ও একটী রৌপ্যনির্ম্মিত মূল্যবান পান পাত্র উপহার প্রদান করিলেন। এতদিন মধুসূদনের বন্ধুগণ, কেবল ব্যক্তিগত ভাবে, তাঁহার প্রতিভার সম্মান করিয়া আসিতেছিলেন; কালীপ্রসন্ন বাবু, বিদ্যোৎসাহিনী সভা হইতে অভিনন্দন করিয়া, এক্ষণে তাঁহাকে প্রকাশ্য রূপে সম্মানিত করিলেন। † সাধারণ বঙ্গসমাজও কালীপ্রসন্ন বাবুর কার্য্যের অনুমোদন করিতে পরাঙ্মুখ হইলেন না। এক বৎসরের মধ্যেই মেঘনাদবধের প্রথম সংস্করণ নিঃশেষ হইল; এবং দ্বিতীয় সংস্করণের সময় স্বর্গীয় কবিবর, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, তাহার এক সুদীর্ঘ

---

* বিবিধার্থ সংগ্রহ শকাব্দা ১৭৮৩ আষাঢ়, মেঘনাদবধ-সমালোচনা।

† কালীপ্রসন্ন বাবুর অভ্যর্থনা মধুসূদনের প্রতিভার অতি গৌরজনক পুরস্কার। সে দিনের ঘটনা চিত্রে প্রতিবিম্বিত করিতে পারিলে আমরা সুখী হইতাম। কমলার সহিত বাগ্দেবীর সম্মিলনের ন্যায় সুন্দর দৃশ্য পৃথিবীতে আর কিছু নাই।

সমালোচনা লিখিয়া, গ্রন্থের সঙ্গে প্রকাশিত করিলেন্। তদ্ভিন্ন বাবু রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতি আরও অনেক গুণগ্রাহী ব্যক্তি, সংবাদপত্রের স্তম্ভে ও সভাস্থলে তাহার দোষ, গুণ আলোচনা করিয়া, গ্রন্থের ও গ্রন্থকারের প্রতিষ্ঠা বৰ্দ্ধিত করিলেন। মধুসূদনের বাল্যাবধি পরিপোষিত আশা এতদিনে চরিতার্থ হইল। নিন্দা, উপহাস এবং কটূক্তিতে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞার সহিত যে পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন, এতদিন পরে তাহার চরমসীমায় উপনীত হইলেন। ধর্ম্মে হউক, সামাজিক কার্য্যে হউক, বা সাহিত্যে হউক, যাঁহারা কোনরূপ পরিবর্ত্তন করিতে চান, তাঁহাদিগকে প্রায়ই লাঞ্ছিত ও অপমানিত হইতে হয়। তাঁহাদিগের মৃত্যুর পরই লোকে, তাঁহাদিগের কার্য্যের গুরুত্ব বুঝিয়া, তাঁহাদিগকে সম্মান করেন; জীবিতাবস্থায় তাঁহাদিগের ভাগ্যে প্রায়ই যশ ঘটে না। কিন্তু মধুসূদনকে এ বিষয়ে, কিয়ৎপরিমাণে, সৌভাগ্যবান বলিতে হইবে। নিজের কর্ম্মদোষে, জীবনের শেষাবস্থায়, কষ্ট ভোগ করিলেও, একথা স্বীকার করিতে হইবে যে, তাঁহার স্বদেশীয় ও সমকাল বর্ত্তিগণের মধ্যে অনেকে তাঁহার প্রতিভার সম্মান করিয়াছিলেন।

আমরা বলিয়াছি যে, মধুসূদন মেঘনাদবধের সঙ্গে তাঁহার ব্রজাঙ্গনা কাব্য ও কৃষ্ণকুমারী নাটক রচনা করিয়াছিলেন। মেঘনাদবধ সম্বন্ধে আমাদিগের বক্তব্য শেষ হইয়াছে; এইবার অপর গ্রন্থ দুইখানির আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

ব্রজাঙ্গনা-কাব্য ও কৃষ্ণকুমারী নাটক।

[১৮৬১ খৃষ্টাব্দ]

মধুসূদনকে একেই কি বলে সভ্যতা ও তিলোত্তমাসম্ভব এক সঙ্গে রচনা করিতে দেখিয়া ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র বাবু রাজনারায়ণ বসুকে লিখিয়াছিলেন ;—

"গ্রন্থকার যখন এক হস্তে এরূপ হাস্যরসোদ্দীপক চিত্র অঙ্কনে নিযুক্ত ছিলেন, তখন তিনি অপর হস্তে কিরূপে তিলোত্তমাসম্ভবে মিল্টনের ন্যায় গাম্ভীর্য্য প্রকটিত করিলেন, তাহা চিন্তা করিলে আমার বিস্ময় জন্মে।"* তিলোত্তমাসম্ভব ও একেই কি বলে সভ্যতা এক সঙ্গে রচনা যদি বিস্ময়ের বিষয় হয়, তবে মেঘনাদবধ ও ব্রজাঙ্গনা এক সঙ্গে রচনা তদপেক্ষা শতগুণ অধিক বিস্ময়কর। একদিকে রণভেরীর দিগন্তভেদী সুগভীর নিনাদ, অপর দিকে মলয়-মারুত-সমানীত, সুমধুর বংশীধ্বনি, একদিকে স্বর্গ ও নরকের বিস্ময়কর দৃশ্য, অপর দিকে বাসন্ত কুসুম-সুশোভিত, পিককুলনিনাদিত বৃন্দাবনের চারু চিত্র, যুগপৎ শ্রবণ ও দর্শন করিলে পাঠককে স্তম্ভিত ও মোহিত হইতে হয়। অমিত্রচ্ছন্দের প্রবর্ত্তন না করিয়া মিত্রচ্ছন্দে, এবং বীররসের প্রবর্ত্তন না করিয়া আদিরসে, গ্রন্থ-রচনা করিলেও মধুসূদন বাঙ্গালি কবিদিগের মধ্যে কিরূপ স্থান লাভ করিতেন, ব্রজাঙ্গনাকাব্য হইতে আমরা তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হইতে পারি। যে প্রেমভক্তির উচ্ছ্বাসে বৈষ্ণব কবিগণের পদাবলী উদ্গত হইয়াছিল, ব্রজাঙ্গনায়, অবশ্য, তাহা প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা নাই। সে ভাবাবেশ বঙ্গসমাজ হইতে চলিয়া গিয়াছিল, তেমন তান আর কোথা হইতে

* "It is a wonder to me how the authc. could paint so humorous a picture with one hand, while the cther was busy wih depicting the Miltonic grandeur of Tilottama".

উঠিবে? তথাপি ব্রজাঙ্গনার দুই একটী পদ শ্রবণ করিলে সেই বহুপূর্ব্ব-শ্রুত, সুপরিচিত কণ্ঠস্বর মনে পড়ে। ভক্ত ও প্রেমিক ভিন্ন আর কাহারও রাধাকৃষ্ণ-তত্ত্ব লিখিবার অধিকার নাই। বৈষ্ণব কবিগণ একাধারে ভক্ত ও প্রেমিক ছিলেন, তাই তাঁহাদিগের সঙ্গীত মাধুর্য্যের ও ভাবের সম্মিলনে মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছিল। মধুসূদন, প্রেমিক হইলেও, ভক্ত ছিলেন না। সেই জন্য তাঁহার কবিতা, কর্ণে অমৃতধারা বর্ষণ করিলেও, মর্ম্মস্থল স্পর্শ করিতে পারে না। বৈষ্ণব কবিগণের কাব্য

প্রাচীন ও আধুনিক বৈষ্ণব কবিতার পার্থক্য।

উষার শিশির-সিক্ত কুসুমেরই সঙ্গে তুলনীয়; সেই বিকাশোন্মুখ, পরিমলোৎসারী, সুকোমল সদ্যঃ-স্নাতভাব পৃথিবীর অপর কোন সামগ্রীতে প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা নাই। মধুসূদনের ব্রজাঙ্গনা প্রভাতের কুসুমের তুল্য; তাহাতে পরিমলের ও সৌন্দর্য্যের অভাব নাই; কিন্তু অরুণ কিরণের সংস্পর্শে তাহার শিশির-বারি শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল; সেই জন্য, একই সামগ্রী হইলেও, উভয়ের মধ্যে পার্থক্য এত অধিক।

ব্রজাঙ্গনা আদিরস-প্রধান কাব্য। বাঙ্গালি আদিরসেরই কবি; অন্য রস বাঙ্গালির হৃদয়ে স্থায়ী হয় না; আদিরসের প্লাবনে বাঙ্গালির হৃদয়ে অন্য ভাব ভাসিয়া যায়। মধুসূদন যদিও, জাতীয় প্রবণতা অতিক্রম করিয়া, মেঘনাদবধ রচনা করিয়াছিলেন, তথাপি আদিরসের মাধুর্য্য বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। তাঁহার লেখনী, ঘুরিয়া আসিয়া, আদিরসের পথে দাঁড়াইয়াছিল। তাঁহার তিলোত্তমাসম্ভব ও মেঘনাদবধ তাঁহার বিজাতীয় শিক্ষার ফল, ব্রজাঙ্গনা তাঁহার জাতীয় প্রবণতার নিদর্শক। বৈষ্ণব কবিগণই বাঙ্গালিকে, সর্ব্ব প্রথমে, আদিরসের মাধুর্য্য আস্বাদন করিতে শিক্ষা দিয়াছিলেন। মধুসূদন তাঁহাদিগেরই কাব্যের আদর্শে ব্রজাঙ্গনা প্রণয়ন করিয়াছেন।

আমরা বলিয়াছি, মধুসূদন প্রেমিক ছিলেন; কিন্তু তাঁহার প্রেম

পৃথিবীতেই নিবদ্ধ ছিল। সুতরাং জয়দেব অথবা বিদ্যাপতি, শ্রীরাধিকাকে যে ভাবে দর্শন করিয়া, তাঁহাদিগের কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, ব্রজাঙ্গনায় সে ভাব নাই। মধুসূদনের রাধা ভক্ত বৈষ্ণবের পরমাপ্রকৃতি রাধা নহেন; বিরহ-বিধুরা রমণী মাত্র। তাঁহার বৃন্দাবন অপ্রাকৃতিক বৃন্দাবন নহে, সুরম্য উপবন মাত্র। তাঁহার শ্রীকৃষ্ণ পরমপুরুষ নহেন, প্রেমিক মনুষ্য মাত্র। ব্রজাঙ্গনার প্রেমপিপাসু কবি, বৃন্দাবন-লীলা এই ভাবে দর্শন করিয়া, শ্রীরাধিকার বিরহাবস্থা বর্ণনাতেই আপন নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার রাধিকাকে পরিত্যাগ করিয়া, মথুরায় প্রস্থান করিয়াছেন; রাধিকা বিরহিণী—উন্মাদিনী। রাধিকার এই উন্মাদভাব ব্রজাঙ্গনার বর্ণনীয় বিষয়। অন্যান্য বৈষ্ণব কবিগণের কাব্যের ন্যায় ইহাতে ভাব-বৈচিত্র্য নাই। পূর্ব্ব-রাগের বা সম্ভোগ-মিলনের কথা নাই। কবি একবারে বিগলিত-ধারা রাধিকার বিষাদিনী মূর্ত্তি পাঠকের সমক্ষে অবতারিত করিয়াছেন। আঠারটী কবিতায় ব্রজাঙ্গনা সমাপ্ত হইয়াছে; বিরহের দিব্যোন্মাদ অবস্থা বর্ণনা তাহাদিগের অধিকাংশেরই লক্ষ্য। গ্রন্থের অবলম্বনীয় বিষয় কি তাহা বুঝাইবার জন্য কবি "পদাঙ্ক-দূত" হইতে "গোপী ভর্ত্তু-র্বিরহ-বিধুরা উন্মত্তেব" এই শ্লোকার্দ্ধ গ্রন্থের প্রারম্ভে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। পাগলিনী সহজেই কৃপাপাত্রী, যে বিরহে পাগলিনী, তাহার ন্যায় কৃপাপাত্রী জগতে কে আছে? শ্রীকৃষ্ণ, বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া, মথুরায় গমন করিয়াছেন। বৃন্দাবন শূন্য;—বৃন্দাবনের সকলই আছে;—সেই কল কল নাদিনী যমুনা, সেই শ্যামশোভাময় তমাল-কুঞ্জ, সেই চিরপরিচিত ময়ূর, ময়ূরীগণ, সেই কুসুমগন্ধবাহী মলয় সমীরণ—সকলই আছে। এখনও সেখানে,

ব্রজাঙ্গনায় মধুসূদনের আদর্শ।

"মুঞ্জরয়ে তরুবলী, গুঞ্জরয়ে সুখে অলি,
প্রেমানন্দ মনে।"

এখনও,

"ভ্রমর গুঞ্জরে সেথা, গায় পিকবর (আহা)
সুমধুর বোলে।"
"মরমরে পাতাদল, মৃদুরবে বহে জল,
মলয়-হিল্লোলে"।

সকলই আছে। কেবল একজনের অভাবে,

"ভূতলে নন্দনবন আছিল যে বৃন্দাবন,
সে ব্রজ পূরিছে আজ হাহাকার রবে।"

এই শূন্য বৃন্দাবনে রাধিকা আজ উন্মাদিনী;—যে অবস্থায় এককে আর বলিয়া বোধ হয়, বিরহের সেই দিব্যোন্মাদ-অবস্থায় রাধিকা আজ উদ্‌ভ্রান্তা। পূর্ব্ব-স্মৃতিই এখন রাধিকার একমাত্র অবলম্বন। কিন্তু তাহা প্রতিপদেই তাঁহাকে আত্ম-বিস্মৃতা করিত। মলয়-মারুতের হিল্লোলে উন্মাদিনী রাধিকার মনে হইত যে, আবার যেন, সেই বংশী তেমনই স্বরে—যে স্বর শুনিয়া তিনি বলিতেন,

রাধিকার দিব্যোন্মাদ।

"গোকুল নগর মাঝে আর্ কত রমণী আছে
তাহে কেন না পড়িল বাধা।
নিরমল কুল খানি যতনে রেখেছি আমি
বাঁশী কেন বলে রা—ধা—রা—ধা।" *

—সেই স্বরে এখনও তাঁহাকে আহ্বান করিতেছে। তিনি, সখীকে ডাকিয়া এবং তাঁহার কল্পনাসৃষ্ট স্বর শুনাইয়া, বলিতেন;

"ওই শুন পুন বাজে মজাইয়া মনরে
মুরারির বাঁশী।
সুমন্দ-মলয় আনে ও নিনাদ মোর কাণে
আমি শ্যাম-দাসী।

* চণ্ডীদাস।

বিহগের সঙ্গীত শ্রবণ করিলে রাধিকার মনে হইত, তাঁহার প্রিয়তম নিশ্চয়ই বৃন্দাবনে পদার্পণ করিয়াছেন, তাই বিহঙ্গমগণ এত আনন্দ-ধ্বনি করিতেছে। সুগন্ধ সমীরণ সেবন করিলে তিনি মনে করিতেন, তাঁহার প্রিয়তমেরই দেহ-সংস্পর্শে তাহা সুরভিত হইয়াছে। যমুনার কল কল শব্দে তিনি ভাবিতেন যে তাঁহার প্রিয়তমের সন্দর্শনে প্রফুল্লিতা যমুনা অস্ফুট ভাষায় তাঁহাকে আহ্বান করিতেছে। যমুনার নির্ম্মল হৃদয়ে চন্দ্ররশ্মির ক্রীড়া দেখিয়া তিনি মনে করিতেন যে, তাহা চন্দ্রালোক নয়, তাঁহারই প্রিয়তমের হাস্য যমুনা-সলিলে প্রতিবিম্বিত হইতেছে। মিলনে প্রিয়তম কেবল একা মাত্র; বিরহে বিশ্বসংসার তন্ময় হইয়া যায়। বিরহে যাঁহার নিকট জগতের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকে না, ভালবাসার সামগ্রীতেই জগৎ অভিন্ন হইয়া যায়, তিনিই প্রকৃত প্রেমিক। আকাশের নীলিমায়, কুসুমের কোমলতায়, সরসীর হিল্লোলে, নদীর কল কলে, ভ্রমরের ঝঙ্কারে, কোকিলের কুহুস্বরে, চন্দ্রের কিরণে, উষার সমীরণে, যে প্রিয়তমকে দর্শন করিতে ও তাঁহার সান্নিধ্য উপলব্ধি করিতে না পারে, তাহার প্রেম—প্রেম নয়—ইন্দ্রিয়বিকার মাত্র। যিনি কখন ভাল বাসিয়াছেন, তাঁহার ভালবাসার সামগ্রী তাঁহার নিকট হইতে দূরে যাইতে পারে না। জাগ্রতাবস্থাতেও যেমন, স্বপ্নেও তেমনই, সম্মুখেও যেমন, অন্তরালেও তেমনই, প্রেমিকের হৃদয় প্রেমাস্পদের সত্ত্বায় পূর্ণ হইয়া থাকে;—বাহিরে যে প্রাণময়, তাহাকে হারাইবার সম্ভাবনা কোথায়? রাধিকা তাই, উচ্ছ্বাসভরে, সখীকে ডাকিয়া বলিতেন;

"শুন, শুন, শুনে শুন, বহিছে পবন সই,
গহন কাননে।
হেরি শ্যামে পাই প্রীত, গাহিছে মঙ্গল-গীত
বিহঙ্গম গণে॥

কুবলয়-পরিমল, নহে এ স্বজনি, চল,
ও সুগন্ধ দেহ-গন্ধ বহিছে পবন।
হায়লো শ্যামের বপু সৌরভ-সদন॥
উচ্চ বীচি-রবে, শুন, ডাকিছে যমুনা ওই,
রাধায় স্বজনি।
কল, কল, কল, ক'লে, সুতরঙ্গ দল চলে
যথা গুণমণি॥
সুধাকর-কর-রাশি, সম লো শ্যামের হাসি
শোভিত তরল জলে, চল ত্বরা করি;
ভুলিগে বিরহ জ্বালা দেখি প্রাণ হরি॥
ভ্রমর গুঞ্জরে যথা, গায় পিকবর, সই,
সুমধুর বোলে।
মরমরে পাত্তাদল, মৃদুরবে বহে জল
মলয় হিল্লোলে।
কুসুম-যুবতী হাসে, মোদি দশ দিশ বাসে
কি সুখ লভিব সখি, দেখ ভাবি মনে
পাই যদি হেন স্থলে গোকুল-রতনে॥"

রাধিকার এই উদভ্রান্ত অবস্থাই প্রধানতঃ ব্রজাঙ্গনার বর্ণনীয় বিষয়। কবি ইহার সঙ্গে রাধিকার প্রকৃতিগত মাধুর্য্যও ব্যক্ত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। যিনি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণরূপী প্রেমময়ের হৃদয়ে স্থান পাইবার উপযুক্ত, মাধুর্য্যই তাঁহার প্রকৃতির সর্ব্বপ্রধান লক্ষণ। সেই জন্য ব্রজাঙ্গনার কবি তাঁহার শ্রীরাধিকায় অপর গুণের অপেক্ষা মাধুর্য্যেরই অধিক সমাবেশ করিয়াছেন। অবচিত কুসুম দর্শনে রাধিকা বলিতেন ;—

রাধিকার প্রকৃতিগত মাধুর্য্য।

"কেন এত ফুল তুলিলি, স্বজনি,
ভরিয়া ডালা।

মেঘাবৃত হলে পরে কি রজনী
তারার মালা।
* * *
কেনেলো হরিলি ভূষণ লতার
বন-শোভিনী—
অলি বঁধু তার—কে আছে রাধার
হতভাগিনী ?"

অচেতন কুসুমের প্রতি যাঁহার এত করুণা, সচেতন প্রাণীর সম্বন্ধে তাঁহার হৃদয় কি উদাসীন থাকিতে পারে ? পিঞ্জরাবদ্ধা শারিকাকে দর্শন করিয়া রাধিকা সখীকে বলিতেন ;—

"নিজে যে দুঃখিনী পর দু'খ বুঝে সেই রে,
কহিনু তোমারে।
আজিও পাখীর মন বুঝি আমি বিলক্ষণ,
আমিও বন্দীলো আজি ব্রজ-কারাগারে॥
শারিকা অধীর ভাবি কুসুম কাননে,
রাধিকা অধীর ভাবি রাধ-বিনোদনে॥
* * * *
ছাড়ি দেহ বিহগীরে মোর অনুরোধে রে,
হইয়া সদয়।
ছাড়ি দেহ, যাক্ চলি, হাসে যথা বনস্থলী ;
শুকে দেখি, সুখে ওর জুড়াবে হৃদয়॥"

পৃথিবীর অচেতন, সচেতন সকল পদার্থের প্রতি যাঁহার এইরূপ প্রেম, প্রেমময়ের হৃদয়ে তিনি স্থান পাইবার যোগ্য বটেন। প্রাচীন বৈষ্ণব কবিগণ যে আদর্শে রাধিকাকে চিত্রিত করিয়াছিলেন, ব্রজাঙ্গনার কবি সে আদর্শ ত্যাগ করেন নাই। রাধিকা সর্ব্বত্যাগিনী হইয়াই শ্রীকৃষ্ণে অনুরক্তা ;—

তাঁহার লজ্জা, ভয়, কুল-মান কিছুই বোধ নাই। ব্রজাঙ্গনার রাধিকার মুখে সেই জন্য আমরা শুনিতে পাই ;

"ভাল যে বাসে, স্বজনি, কি কায তাহার রে
কুল, মান, ধনে ?
* * *
যাক্ মান, যাক্ কুল মন-তরী পাবে কূল
চল, ভাসি প্রেম-নীরে ভেবে ও চরণে।"

যে সর্ব্বত্যাগিনী হইয়া ভালবাসে, তাহার প্রতিপলে চিন্তা, পাছে প্রিয়তমকে হারাইয়া ফেলি ; পাছে আর কেহ আসিয়া তাঁহাকে আপনার করিয়া লয় ; এই জন্য সে অসহনা। রাধিকা অসহনা, এবং বিরহে উন্মাদিনী ; উন্মত্তের চেতনাচেতন বিচার থাকে না। রাধিকা অচেতন প্রকৃতিরও প্রতি, সেইজন্য, অভিমান করিয়া বলিতেন ;

"ফুটিছে কুসুমকুল মঞ্জুকুঞ্জ বনেরে
যথা গুণমণি।
হেরি মোর শ্যাম চাঁদে পীরিতের ফুল-ফাঁদে
পাতিছে ধরণী !
কি লজ্জা ! হা ধিক্ তারে, ছয়ঋতু বরে যারে,
আমার প্রাণের ধনে লোভে সে কামিনী।
চল সখি, শীঘ্র যাই, পাছে মাধবে হারাই,
মণিহারা ফণিনী কি বাঁচেলো স্বজনি !"

এক দিকে এই ক্ষণিক অভিমান ও উদ্‌ভ্রান্তভাব, এবং অপর দিকে ভারতনারীর চিরাভ্যস্ত মধুরতাগুণ, উভয়ের সম্মিলন হওয়াতে ব্রজাঙ্গনার রাধাচরিত্র অতি সুন্দর ও স্বাভাবিক হইয়াছে। ভারতে রমণী কোন দিন পুরুষের সমকক্ষতা করে নাই। "হারাই হারাই" আশঙ্কা ভারত-মহিলাকে চিরদিন সঙ্কুচিতা ও নম্রমুখী করিয়া রাখিয়াছে। অভিমানে ভারতনারীর নয়নে হরিণীর ন্যায় জলধারা বিগলিত, সিংহীর ন্যায় বঙ্কিম গ্রীবাভঙ্গি

বা তীব্র কটাক্ষ ভারতনারীর অভ্যস্ত নয় ;—সে চিত্র বিদেশীয়। পূর্ব্ব-রাগ ও বিরহ-বর্ণনায় ভারত-কবি যেরূপ পারদর্শিতা দেখাইয়াছেন, মান-বর্ণনায় সেরূপ পারেন নাই। খণ্ডিতার তিরস্কারের তীব্রতা তাহার নয়ন-জলে কোমল হইয়া যায়।

"আওত বর বঞ্চক—শঠ নাগর শত-ঘরিয়া"।

তিরস্কার তীব্র বটে, কিন্তু সোহাগশূন্য নহে! যেন "শত ঘরিয়া" কথাটী প্রিয়তমের গৌরবসূচক। যে আমার প্রিয়তম, পাছে তাহাকে হারাইয়া ফেলি, সেই জন্যই অভিমান। কিন্তু সে যে, নিজ গুণে, আমার ন্যায় আরও সকলের প্রিয়তম, এ চিন্তাতেও যেন একটু সুখ আছে। ব্রজাঙ্গনার রাধিকা অসহনা হইলেও, সেই জন্য, ময়ূরীর প্রতি তাঁহার সম্বোধনে আমরা শুনিতে পাই ;

"তরুশাখা উপরে, শিখিনি,
কেন লো বসিয়া তুই বিরস বদনে ?
না হেরিয়া শ্যামচাঁদে তোরও কি পরাণ কাঁদে,
তুইও কি দুঃখিনী ?
আহা! কে না ভালবাসে রাধিকারমণে ?
কার না জুড়ায় আঁখি শশী, বিহঙ্গিনি!"

রাধিকা অসহনা ও অভিমানিনী ; কিন্তু তাঁহার অভিমান প্রিয়তমের প্রতি নয়। যিনি প্রকৃত প্রেমিক, প্রেমাস্পদের প্রতি তিনি অভিমান করিতে পারেন না।

রাধিকার অভিমান।

প্রেমমুগ্ধা ভারতনারী অভিমান কাহাকে বলে জানেন না। অভিমানিনী ভারতমহিলার তিরস্কারের তীব্রতার মধ্যেও একটু মধুরতা এবং আত্মভাগ্যের উপর একটু দোষারোপ থাকে। বিরহে কোন বৈষ্ণব কবির রাধিকা, শ্রীকৃষ্ণকে তিরস্কার না করিয়া, আপন ভাগ্যেরই নিন্দা করিয়া, বলিয়াছিলেন ;

"তাবত অলি গুঞ্জরে যাই ফুল ধুতুরারে,
যাবত ফুল মালতী নাহি ফুটে।
মোরা গ্রাম্য গোপবালিকা তত হুঁ পশুপালিকা
হাম কিয়ে শ্যাম সম ভোগ্যে॥"

ব্রজাঙ্গনার রাধিকায় এরূপ আত্মাবমাননার কথা নাই; কিন্তু মাধুর্য্যে তাঁহার রাধিকা বৈষ্ণব কবিগণের রাধিকার অপেক্ষা নিকৃষ্টা নহেন। দ্বেষ নাই, অভিমান নাই, রূপ গুণের গর্ব্ব নাই, ভালবাসার স্রোতে রাধিকার সকলই ভাসিয়া গিয়াছে। সখীর নিকট রাধিকার এইমাত্র অনুরোধ;

"কাঁদিব লো সহচরি, ধরি সে কমল-পদ,
চল ত্বরা করি।
দেখিব কি মিষ্ট হাসে শুনিব কি মিষ্টভাষে
তোষেন শ্রীহরি॥

আমরা বলিয়াছি যে, অন্যান্য বৈষ্ণব কাব্যের ন্যায়, ব্রজাঙ্গনায় ভাববৈচিত্র্য নাই;—সুতরাং মধুসূদন ইহাতে তাঁহার নিপুণতা সর্ব্বাংশে প্রদর্শন করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হন নাই। রাধিকার দিব্যোন্মাদ অবস্থাই তাঁহার কাব্যের অবলম্বনীয় বিষয়; সে অবস্থায় যাহা কিছু বলা সঙ্গত, তিনি কেবল তাহাই বলিয়াছেন। জয়দেবের অথবা বিদ্যাপতির কাব্যের সঙ্গে তুলনা করিয়া ব্রজাঙ্গনার দোষ, গুণ বিচার করিলে, মধুসূদনের প্রতি ন্যায়বিচার হইবে না। উনবিংশ শতাব্দীতে আবার জয়দেবের বা বিদ্যাপতির আবির্ভাব সম্ভব নয়। দোষ, গুণ সমস্ত লইয়া ব্রজাঙ্গনা সম্বন্ধে এই মাত্র বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ইহা বৈষ্ণব পদাবলীর মাধুর্য্যহীন নহে। খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মাবলম্বী হইয়াও যে মধুসূদন ইহাতে বৈষ্ণব মহাজনোচিত ভাবের অবতারণা করিতে পারিয়াছেন, ইহা তাঁহার প্রতিভার পক্ষে যথেষ্ট শ্লাঘাজনক। জয়দেব, বিদ্যাপতি, অথবা চণ্ডীদাসের ভক্তিভাবপূর্ণ গ্রন্থের সহিত

ব্রজাঙ্গনায় বৈচিত্র্যের ভাব।

ব্রজাঙ্গনার তুলনা করিলে পাঠক বঞ্চিত হইবেন; কিন্তু প্রেমভাবপূর্ণ কাব্য বলিয়া বিচার করিলে ব্রজাঙ্গনা অতি সুন্দর বলিয়াই প্রতীত হইবে।

ব্রজাঙ্গনার ভাষা মধুসূদনের গ্রন্থসমূহের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুমধুর ও সংস্কৃতভাবাপন্ন। জয়দেবের ও বিদ্যাপতির ভাষার আদর্শে তাহা গঠিত হইয়াছে। মধুসূদন এই দুই জন ব্যতীত অপর কোন বৈষ্ণব কবির কাব্য পাঠ করিয়াছিলেন বলিয়া আমাদিগের মনে হয় না। ব্রজাঙ্গনার বসন্ত সমাগমে,

ব্রজাঙ্গনার ভাষা।

"বন অতি রমিত হইল ফুল ফুটনে
পিককুল কল কল চঞ্চল অলিদল
উছলে সুরবে জল চললো মনে।"

ইত্যাদি পংক্তিগুলি, আমাদিগকে বিদ্যাপতির

"ফুটল কুসুম নব কুঞ্জ কুটীর বন
কোকিল পঞ্চম গাওইরে।"

ইত্যাদি কবিতা স্মরণ করাইয়া দেয়। মধুসূদন, ব্রজাঙ্গনার জন্য, "বিহার" নামক আরও এক সর্গ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ হয় নাই। নিম্নে সেই অসম্পূর্ণ সর্গের কয়েকটী পংক্তি সন্নিবেশিত করিয়া আমরা ব্রজাঙ্গনার সমালোচনা শেষ করিব।

সাজ, সাজ ব্রজাঙ্গনে, রঙ্গে ত্বরা করি।
মণি, মুক্তা পর কেশে, মেখলা লো কটিদেশে,
বাঁধ লো নূপুর পায়, কুসুমে কবরী॥
লেপ সুচন্দন দেহে, কি সাধে রহিবে গেহে?
ওই শুন, পুনঃ পুনঃ বাজিছে বাঁশরী॥

২

নাচিছে লো নিতম্বিনি, কদম্বের তলে।
শিখণ্ড-মণ্ডিত-শির ধীরে ধীরে শ্যাম ধীর,
দুলিছে লো, বন্য গুঞ্জমালা বর গলে;

মেঘ সনে সৌদামিনী— সম রূপে, লো কামিনি,
ঝলে পীতধড়া রূপে ঝল ঝল ঝলে ॥

৩

ত্বরে কুমুদিনী এবে প্রফুল্ল ললনে,
তব আশা-শশী আসি শোভিছে নিকুঞ্জে হাসি,
কেনে মৌনব্রতে তুমি শূন্য নিকেতনে ॥
দেব, দৈত্য মিলি বলে মথিলা সাগর-জলে
যে সুধার লোভে তাহা লভিবে সুন্দরি ;
সুধামাখা বিম্বাধরে, আছে সুধা তব তরে,
যাও নিতম্বিনি, তুমি অবিলম্বে বনে।

কৃষ্ণকুমারী নাটক।

এক দিকে ব্রজাঙ্গনার এই সুমধুর বংশীধ্বনি এবং অপর দিকে মেঘনাদবধের গম্ভীর ভেরীনিনাদ, সমকালীন, শ্রবণ করিলে মোহিত ও বিস্মিত হইতে হয়। ইহার সঙ্গে কুমারী কৃষ্ণার মর্ম্মভেদী বিষাদোচ্ছ্বাসও কবির লেখনী দ্বারা অভিব্যক্ত হইয়াছিল। করুণ-রসের উদ্দীপনে মধুসূদন কিরূপ নিপুণ ছিলেন, মেঘনাদবধ হইতে পাঠক তাহা অবগত হইয়াছেন। কৃষ্ণকুমারী নাটকেও তাঁহার এই করুণরসোদ্দীপন শক্তির পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। শর্ম্মিষ্ঠা রচনার সময় মধুসূদন বঙ্গসাহিত্যে অপরিচিত ছিলেন, কিন্তু কৃষ্ণকুমারী রচনার সময় তাঁহার নাম বঙ্গভাষানুরাগী ব্যক্তি মাত্রেরই পরিচিত হইয়াছিল। নিজের শক্তি ও সামর্থ্য সম্বন্ধেও তাঁহার নিজের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। প্রাচীন রীতির অনুসরণ না করিলে তাঁহার নাটক "নাটকই হইবে না" এইরূপ সগর্ব্ব বাক্যে কেহ তখন তাঁহাকে ভীতি-প্রদর্শনে সাহস করিতেন না। প্রাচীন রীতি পরিত্যাগ পূর্ব্বক অভিনব রীতিতে নাটক রচনার অভিলাষ পূর্ব্বেই তাঁহার হৃদয়ে উদিত হইয়াছিল। কৃষ্ণকুমারী নাটকে তিনি তাহা চরিতার্থ করিয়াছেন। কৃষ্ণকুমারীর বর্ণনীয় বিষয় ও দোষ, গুণ উল্লে[illegible]র্ব্ব যেরূপ

অবস্থায় এবং যাঁহার উৎসাহে ইহা রচিত হইয়াছিল, তৎসম্বন্ধে দুই একটী কথা বলা আবশ্যক।

বেলগাছিয়া নাট্যশালার সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণের মধ্যে রাজা ঈশ্বরচন্দ্রের ও মহারাজা যতীন্দ্রমোহনের নিকট মধুসূদন নাটক-রচনা সম্বন্ধে যেরূপ উৎসাহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, আমরা যথাস্থানে তাহা উল্লেখ করিয়াছি। ইঁহাদিগের দুই জনের সঙ্গে বেলগাছিয়ার সর্ব্বপ্রধান অভিনেতা বাবু কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের নামও উল্লেখ কর্ত্তব্য। কেশব বাবুর নাম সাধারণের নিকট সুপরিচিত নয়; কালের স্বাভাবিক নিয়মে তাঁহার পূর্ব্ব প্রতিষ্ঠা ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু যাঁহারা তাঁহার অভিনয় ক্রিয়ার সাক্ষী, তাঁহারা একবাক্যে বলেন যে, তাঁহার ন্যায় অভিনয় পারদর্শী ব্যক্তি বঙ্গদেশে অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। বেলগাছিয়া নাট্যশালার অভিনয় যে তাদৃশ প্রশংসাযোগ্য হইয়াছিল, তাহা প্রধানতঃ তাঁহারই গুণে।* কেশব বাবুর অভিনয় নৈপুণ্যে এবং নাটকীয় দোষ, গুণ বিচার শক্তিতে মুগ্ধ হইয়া মধুসূদন তাঁহার একান্ত গুণপক্ষপাতী ছিলেন। শর্ম্মিষ্ঠা ও একেই কি বলে সভ্যতা রচনার সময়ে তিনি, অনেক স্থলে, কেশব বাবুর পরামর্শ গ্রহণ করিয়াছিলেন। নূতন নাটক রচনার সঙ্কল্প হৃদয়ে উদিত হইলে মধুসূদন প্রথমে মহাভারতীয় সুভদ্রা-উপাখ্যান অমিত্রচ্ছন্দে লিখিয়া তাহা কেশব বাবুকে দেখিবার জন্য পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু, কাব্যাংশে

---

* বাবু কিশোরীচাঁদ মিত্র রত্নাবলী অভিনয়ের প্রসঙ্গে কেশব বাবুর সম্বন্ধে "কলিকাতার রিভিউ পত্রিকায়" এইরূপ লিখিয়াছিলেন ;—

"The gem of the actors was Basantaka who was represented by Babu Keshob Chandra Ganguly. His ready wit, his brilliant *bonmots*, and inimitable comic humour may fairly entile him to the praise of being the best actor in Bengali. He kept up the interest of th. .ay most successfully, and was the life and soul of the performance."

সুন্দর হইলেও, তাহা অভিনয়ের উপযোগী হইবে না, কেশব বাবু সুভদ্রা নাটক সম্বন্ধে এইরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছিলেন। মধুসূদন ইহার পর সম্রাট্ আলটামাসের দুহিতা, সুলতানা রিজিয়ার চরিত্র অবলম্বনে আর একখানি নাটক আরম্ভ করিয়া তাহার সংক্ষিপ্ত আদর্শ কেশব বাবুকে এবং মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহকে দেখাইবার জন্য পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু মুসলমান-চরিত্র অবলম্বনে রচিত নাটক সাধারণ হিন্দু-দর্শকের প্রীতিকর হইবে না ভাবিয়া রিজিয়া সম্বন্ধেও তাঁহারা কেহই উৎসাহ প্রকাশ করিতে পারেন নাই।* রিজিয়ার পরিবর্ত্তে কোন হিন্দু ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে নাটক রচনা করিলে তাহা অধিকতর আদরণীয় হইবার সম্ভাবনা, তাঁহারা মধুসূদনকে এইরূপ পরামর্শ দিয়াছিলেন। কেশববাবু মধুসূদনকে লিখিয়াছিলেন যে, "রাজপুত জাতির ইতিহাস এরূপ বিস্তৃত ও বৈচিত্র্য-পূর্ণ যে, মধুসূদনের ন্যায় প্রতিভাবান পুরুষ তাহা হইতে অনায়াসেই গ্রন্থরচনার উপযোগী উপাদান সংগ্রহ করিতে পারেন।" ইহা হইতেই মধুসূদন কৃষ্ণকুমারী রচনায় প্রণোদিত হইয়াছিলেন। মধুসূদনকে লিখিত কেশব বাবুর সেই পত্র নিম্নে সন্নিবিষ্ট হইল ;—

রিজিয়া-নাটক রচনার সঙ্কল্প।

My dear Dutt,

The synopsis of your Rizia † was made over to Jotindra babu the day that I received it from

---

* সে দিন এক্ষণে অতীত হইয়াছে ; রিজিয়ার অভিনয় দর্শনে এক্ষণে অনেকেই প্রীতিলাভ করিয়া থাকেন। মধুসূদনের কল্পনা নিষ্ফল হয় নাই।

† মধুসূদনের কল্পিত রিজিয়ার সংক্ষিপ্ত আদর্শ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

PERSONS OF THE DRAMA.

MEN.

Byram (বাইরাম) Rizia's brother—afterwards emperor.

Altunia (আলতুনিয়া) Governor of Sind.

you, with a request that he would consult the Chota Raja and acquaint you with their united opinion in respect to the Drama. I saw them both, day before yesterday, at the Emerald Bower, and had a talk on the subject.

Kabirc (কেবর্ক) A nobleman, Altunia's friend.

Balin (বালিন) Do

Jamal (জামাল) Rizia's Favourite (a slave).

Munher Sing (মনোহর সিংহ) A Rajpoot officer of the imperial household troops.

Must (মস্ত [প্রমত্ত]) A Drunken fellow in the employ of the emperor.

A Broker or Money-lender (দালাল)।

WOMEN.

Rizia (রিজিয়া) Empress.

Sherin (সেরী) A Persian maid. } Favourites of the empress.
Leela (লীলাবতী) A Hindu maid. }

Mehdee (মেহদী) Must's wife, maid to the two young ladies.

(Noblemen ; Soldiers ; Officers ; Heralds ; Citizens ; Slaves ; a Fakeer).

During the life of the Emperor Altamush, Rizia's father, that Princess was engaged to be married to Altunia, Governor of Sind. He comes to Delhi—finds the emperor dead, and Rizia regining in his stead. He also finds his intended wife quite changed and in love with a slave (Jamal) whom she had made the "Master of the Horse"—Here the play opens.

Act I. Sc I. (A ROOM IN THE PALACE—DELHI).

Conversation between Altunia and Kabirc. Altunia proposes to throw off his allegiance. To them enter Balin. The empress passes over the stage with her maids and Jammal. The three noblemen go to the Prince Byram, confined in his palace.

Sc II. (THE LAHORE GATE OF THE CITY).

Sentry—another soldier—Mehdee brings in Must drunk. Afterwards enter Altunia and Kabirc—They part.

They say that the synopsis is not sufficiently full to enable them to judge of the nature and merits of the play. Besides, Baboo Jotindra thinks, and the Raja

---

Act II. Sc I. (THE AUDIENCE CHAMBER).

Rizia—maids—nobles—citizens—news has been receivid by the Empress that Altunia has "erected the standard of Rebellion." She proposes in person to go and chastise him.

Sc II. (PRINCE BYRAM'S PALACE).

The Prince, Kabirc, Money lender, afterwards some other nobles.

Sc III. (HINDU TEMPLE GROVE).

Leela—to her enter Balin—he attempts to insult her—she is rescued by Must, enter Munhrr Sing—Leela's Lover—they talk and then part—enter Sherin.

Sc IV. (THE EMPRESS'S PRIVATE CHAMBER.)

Rizia—Jammal—Leela—Sherin.

Act III. Sc I. (THE CAMP OF RIZIA.)

Her soldiers rebel and take her captive—Jammal is slain—Munher Sing kills Balin for insulting Leela—Munher's message to his parents.

Sc II. (ALTUNIA'S CAMP.)

Rizia is delivered over to Altunia—She persuades him to restore her to her throne. Must and Mehdee come from Delhi.

Act IV. Sc I. (THE CAMP OF BYRAM NOW EMPEROR.)

Preparations for battle against Altunia and Rizia.

Sc II. (ON THE BANK OF THE CHUMBUL.)

Leela, Sherin, and messenger—They hear of Altunia's defeat and death—of Rizia's captivity—Soldiers come and take them away to join the empress.

Act V. Sc I. (PRISON.)

Rizia, Sherin, Leela, Fakeer, Murderers.—Rizia put to death. The lamentation of her maids. A soldier (Hindu) enters with news of Munher's death and gives to Leela his wooden-sandals and sword.

Sc II. [ON THE BANK OF THE JUMNA.)

Leela—*mad* ! The funeral of the empress. Leela burns herself with her lover's wooden-shoes (behind the stage). Sherin and Fakeer leave India for Persia.

seems to participate in the opinion, that Mahomedan names will not perhaps hear well in a Bengalee Drama, and they doubt whether an experiment of doubtful success, is worth being hazarded by the author of শর্ম্মিষ্ঠা and তিলোত্তমা। They also anticipate impediments in the way of success from the too numerous characters in the play, and believe that the female parts, at least a majority of them, cannot be expected to be well represented. By the bye, a thought strikes me. Can't we cull out a subject from the history of the Rajputs? I believe the field is pretty extensive and may yield innumerable hints for the immagination of a writer like yourself.

Yours affectionately

Keshob Cnandra Ganguly.

রাজস্থানের ইতিবৃত্ত হইতে সঙ্কলিত রঙ্গলাল বাবুর পদ্মিনী-উপাখ্যান পূর্ব্বেই কেশব বাবুর কথা সপ্রমাণ করিয়াছিল। মধুসূদন কেশব বাবুর পত্র প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার স্বাভাবিক একাগ্রতার সহিত টড্ (Tod) প্রণীত রাজস্থানের ইতিহাস অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলেন এবং তাহা হইতে, তাঁহার অভিপ্রেত নাটকের জন্য, কৃষ্ণকুমারীর বৃত্তান্ত নির্ব্বাচিত করিয়া লইলেন। একবার হৃদয়ে ভাবাবেশ হইলে মধুসূদন নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেন না।

কৃষ্ণকুমারীর উৎপত্তি।

বর্ষাকালীন পার্ব্বত্য স্রোতস্বতীর ন্যায় তাঁহার কল্পনা-স্রোত অবাধে ধাবিত হইত। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের ৬ই আগষ্ট আরম্ভ করিয়া ৭ই সেপ্টেম্বর তিনি কৃষ্ণকুমারী সম্পূর্ণ করেন। কৃষ্ণকুমারী সম্বন্ধে মধুসূদন কেশব বাবুর নিকট যে সাহায্য ও সৎপরামর্শ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, পাঠক তাঁহার পত্রে তাহা দেখিতে পাইবেন। তিনি কৃষ্ণকুমারী কেশব বাবুকে উৎসর্গ করিয়া লিখিয়াছিলেন ;—

"আপনি আধুনিক নটকুল শিরোমণি; কৃষ্ণকুমারীর দোষ, গুণ আপনার কাছে কিছুই অবিদিত থাকিবে না। বিশেষতঃ আমার এই বাসনা যে, ভবিষ্যতে এদেশীয় পণ্ডিত সম্প্রদায় জানিতে পারেন যে, আপনার সদৃশ দর্শনকাব্য-বিশারদ একজন মহোদয় ব্যক্তি মাদৃশ জনের প্রতি অকৃত্রিম সৌহার্দ্দ্য প্রকাশ করিতেন।" তাঁহার একখানি পত্রেও মধুসূদন লিখিয়াছিলেন ;—

Here is Kissencumari. Your Kissencumari, I dedicate her to the first actor of the age, to a gentleman of whose friend-ship I am proud, and whose modesty, cheerfulness and talents endear him to all who know him. Should we ever have a national Drama, and that Drama a future historian to commemorate its rise and progress, may he associate my humble name with yours.

কৃষ্ণকুমারীর সঙ্গীতগুলি মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের রচিত। কৃষ্ণকুমারী মুদ্রাঙ্কনের ব্যয়ও তিনি প্রদান করিয়াছিলেন। বাঙ্গালা ভাষায় প্রথম অমিত্রচ্ছন্দে রচিত কাব্য এবং বাঙ্গালা ভাষার প্রথম বিষাদান্ত নাটক যে, তাঁহার উৎসাহে ও অর্থব্যয়ে মুদ্রিত হইয়াছিল, ইহা উত্তরকালবর্ত্তিগণের নিকট মহারাজার সাহিত্যানুরাগের প্রমাণ রূপে তাঁহার গৌরব বর্দ্ধন করিবে, সন্দেহ নাই।

কৃষ্ণকুমারীর অবলম্বনীয় বিষয়।

কৃষ্ণকুমারীর বাঙ্গালাভাষার প্রথম বিষাদান্ত নাটক। নীলদর্পণ ইহার অব্যবহিত পরে প্রকাশিত হইয়াছিল। বিষাদান্ত নাটকের অভিনয়-দর্শন ক্লেশকর ও নিষ্ঠুরতার পরিচায়ক বলিয়া সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণ তাহার রচনা নিষেধ করিয়াছেন। কিন্তু মধুসূদন কোন নিষেধবিধির দ্বারা পরিচালিত হইবার পাত্র ছিলেন না; তিনি পাশ্চাত্যরীতি অনুসারে তাঁহার নাটক বিষাদান্ত

করিয়া রচনা করিয়াছেন। মহারাণা প্রতাপ সিংহের বংশধর, উদয়পুরাধিপতি মহারাজা ভীমসিংহের দুহিতা কৃষ্ণকুমারীর বিষাদময় জীবনের আখ্যায়িকা, কৃষ্ণকুমারী নাটকের বর্ণনীয় বিষয়। সীতা ও দময়ন্তী যে বংশের কুলবধূ, কৃষ্ণকুমারী সেই পবিত্র সূর্য্যবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; লোকে তাঁহাকে আদর করিয়া, রাজস্থানের কুসুম বলিয়া ডাকিত। কৃষ্ণকুমারীর রূপ গুণে মোহিত হইয়া জয়পুরের অধীশ্বর, লম্পট-প্রকৃতি রাজা জগৎসিংহ এবং মরুদেশের অধীশ্বর রাজা মানসিংহ তাঁহার পাণিপ্রার্থী হন, এবং উভয়েই প্রতিজ্ঞা করেন যে, কৃষ্ণকুমারীকে প্রাপ্ত না হইলে, উদয়পুর ধ্বংস করিবেন। কৃষ্ণকুমারীর পিতা রাজা ভীমসিংহের অবস্থা তখন এরূপ শোচনীয় হইয়াছিল যে, প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীদিগের হস্ত হইতে রাজ্যরক্ষা করিবার তাঁহার সামর্থ্য ছিল না। কৃষ্ণকুমারীই সকল অশান্তির মূল, স্থির করিয়া, তিনি কৃষ্ণকুমারীকে হত্যার জন্য আদেশ দান করেন। চারুশীলা কৃষ্ণা, বংশের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য, বিষ পান করিয়া প্রাণত্যাগ করেন। সংক্ষেপে ইহাই কৃষ্ণকুমারীর ঐতিহাসিক কথা। মধুসূদন, ইতিহাসের সামান্য পরিবর্ত্তন করিয়া, কৃষ্ণকুমারীর মৃত্যু খড়্গাঘাত দ্বারা ঘটিয়াছিল, এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। মধুসূদনের নাটক সমূহের মধ্যে কৃষ্ণকুমারীই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। চরিত্র-চিত্রণ সম্বন্ধে তিনি ইহাতে যেরূপ দক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাঁহার অপর কোন নাটকে সেরূপ দেখাইতে পারেন নাই। অন্যান্য নাটকীয় পাত্রের অপেক্ষা উদয়পুরের রাজপরিবারবর্গের চরিত্র চিত্রণেই তাঁহার দক্ষতা সমধিক প্রকাশিত হইয়াছে। কৃষ্ণকুমারীর দ্বিতীয় অঙ্ক হইতে আমরা উদয়পুরের রাজপরিবারগণের সাক্ষাৎকার লাভ করি। রাজগৃহ বিষাদময়, রাজা ভীমসিংহের প্রাণ অশান্তিতে পূর্ণ, রাজকোষ উৎকোচ-প্রদানে একেবারেই শূন্য, দুর্দ্দান্ত মহারাষ্ট্রীয়গণের লুণ্ঠনে উদয়পুরের প্রজাগণ হত-

কৃষ্ণকুমারীর ঐতিহাসিক মূল।

সর্ব্বস্ব। রাজমন্ত্রী সর্ব্বদাই উৎকণ্ঠিত, বাপ্পারাওএর বিপুল বংশের মান কিসে রক্ষা হইবে, এই চিন্তায় তাঁহার প্রাণে শান্তি নাই। রাজার অন্তঃপুরে পদার্পণ করিবার অবসর হয় না, রাজমহিষী সর্ব্বদাই ম্রিয়মাণা, স্বামীর বিরস বদন দেখিয়া সাধ্বীরও জীবনে সুখ নাই। পুরবাসিগণ কোন্ মুহূর্ত্তে কি অনিষ্ট সংঘটন হইবে, এই আশঙ্কায় দিবারাত্রি সশঙ্কিত। বিষাদের ঘনান্ধকার উদয়পুরের রাজ-অট্টালিকা আবৃত করিয়া ফেলিয়াছিল। কিন্তু অন্ধকারময় জীর্ণ পুরীতে যেমন কখন কখন, একটী মাত্র প্রদীপ স্নিগ্ধ আলোকে পুরীটীকে উজ্জ্বল করে, সেইরূপ সেই বিষাদ-তমোময় রাজপুরীতে একমাত্র কৃষ্ণকুমারীই পিতা মাতার হৃদয় উজ্জ্বল করিতেন। বালিকা তখনও সংসারানভিজ্ঞা; প্রভাতের কুসুমের ন্যায় পিতামাতার স্নেহচ্ছায়ায় হৃদয় বিকশিত করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন মাত্র। সংসারের কঠোর উত্তাপ বালিকার হৃদয়ের কোমল ভাব তখনও বিশুষ্ক করিতে পারে নাই। পিতার উদ্যানের কুসুমকে সখীরূপে বরণ করিয়া এবং উপবনের বিহগের সঙ্গীতে প্রতিধ্বনি করিয়া সরলা বালিকার দিন সুখে গত হইত। কিন্তু সরলা বালার সে সুখের দিন অচিরাৎ অন্তর্হিত হইল। বিবাহের প্রস্তাবের সঙ্গে বালিকার হৃদয়ের শান্তি অন্তর্ধান করিল। যে দিন রাজা জগৎ সিংহের এবং মানসিংহের দূত, কৃষ্ণার বিবাহের প্রস্তাব লইয়া, উদয়পুরে উপস্থিত হইল, সেই দিন হইতেই উদয়পুরের রাজপরিবারের সর্ব্বনাশ ঘটিল। মনুষ্য, নিয়তির হস্তে ক্রীড়াপুত্তলিকা মাত্র। এক অবস্থায় পিতামাতা, পুত্র কন্যার জন্য, হৃদয়ের শোণিত দান করেন, আবার অন্য অবস্থায় তাঁহাদিগকেই সন্তানের হৃদয়শোণিতে ছুরিকা রঞ্জিত করিতে হয়। অবস্থার নিপীড়নে একদিন, রোমান পিতা, কন্যার বক্ষে ছুরিকা নিমগ্ন করিয়াছিলেন এবং গ্রীক পিতা কন্যাকে বলিরূপে উৎসৃষ্ট করিয়াছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে পুণ্যভূমি রাজপুতনাতেও, একবার, সেই হৃদয়ভেদী দৃশ্য অভিনীত

হইয়াছিল। কি অবস্থায় কুমারী কৃষ্ণার জীবন আহুতিরূপে অর্পিত হইয়াছিল, তাহা বুঝিবার জন্য পাঠককে একবার তাৎকালিক ভারতবর্ষের অবস্থা চিন্তা করিতে হইবে। সমরপ্রিয় ভারত-শাসনকর্ত্তা, লর্ড ওয়েলেস্‌লির সামরিক নীতিতে বিরক্ত হইয়া ডিরেক্টরগণ এইরূপ আদেশ করিয়াছিলেন যে, দেশীয় রাজ্যে বিবাদ, বিসম্বাদ অথবা অত্যাচার যাহাই ঘটুক, ভারত গবর্ণমেণ্ট তাহাতে হস্তক্ষেপ করিবেন না। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের এইরূপ ঔদাসীন্যের ফলে মধ্যভারত ও রাজস্থান এক মহাশ্মশানে পরিণত হইয়াছিল। সেই মহাশ্মশানে লুণ্ঠনব্যবসায়ী মহারাষ্ট্রীয়দল শ্মশানচণ্ডালের ন্যায়, মৃত ও মুমূর্ষু প্রজাগণের অঙ্গ হইতে পরিধেয় বস্ত্র, ছিন্ন কন্থা পর্য্যন্ত উন্মোচন করিয়া লইতেছিল এবং আমীরখাঁর দস্যুসৈনিকগণ তাহাতে ফেরুপালের ন্যায় শ্মশাননিক্ষিপ্ত দেহের অস্থিমাংস চর্ব্বণের জন্য অবসর অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছিল। হতভাগ্য রাজপুতগণ এই শ্মশানভূমিতে বাস করিয়াও আপনাদিগের দুর্দ্দশা উপলব্ধি করিতে পারিতেছিলেন না। তাঁহারা সে অবস্থাতেও আত্মকলহে পরস্পরের সর্ব্বনাশ করিতেছিলেন। কমলা চিরদিনই চঞ্চলা;

উদয়পুরের রাজপরিবারের অবস্থা।

রাজস্থানের প্রাচীন রাজগণের মধ্যে রাণা প্রতাপসিংহের বংশধরগণই এখন সর্ব্বাপেক্ষা শ্রীভ্রষ্ট। হুলকার, সিন্ধিয়া, পাঠানদস্যু আমীর খাঁ প্রভৃতি প্রত্যেকেরই দৃষ্টি, উদয়পুরের শ্যামল উপত্যকার উপর নিক্ষিপ্ত। যিনিই যখন যুদ্ধে জয়ী হন, তিনিই তখন উদয়পুররাজের নিকট নিষ্ক্রয় গ্রহণ করেন। মহারাণা প্রতাপসিংহের বংশধরের পক্ষে ইহার অপেক্ষা অধিক লাঞ্ছনার বিষয় আর কি হইতে পারে? উদয়পুরের প্রজাগণ সর্ব্বস্বান্ত; পুরনারীগণ, এমন কি দেবমূর্ত্তিসমূহও, লুণ্ঠনে আভরণ-শূন্য। রাজা ভীমসিংহ অপমানে উন্মত্তপ্রায়; কিন্তু প্রতীকার করিবার তাঁহার শক্তি ছিল না। একমাত্র কুমারী কৃষ্ণাই তাঁহার শান্তির স্থল ছিলেন, কিন্তু বিধাতা তাঁহারও সম্বন্ধে এক

অভাবনীয় বিপদ সংঘটিত করিলেন। মনুষ্য, যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিলে, নিজহস্তেই নিজের হৃৎপিণ্ড বিদারিত করে। যন্ত্রণায় অধীর ভীমসিংহ কৃষ্ণার মৃত্যুতে সম্মতিদান করিলেন।

উদয়পুর রাজপরিবারের এইরূপ শোচনীয় অবস্থা মধুসূদন অতি সুন্দররূপ চিত্রিত করিয়াছেন। যে অবস্থায় ভীমসিংহ কৃষ্ণার মৃত্যুতে সম্মতি দান করিয়াছিলেন, তাহাও অতি দক্ষতার সহিত অঙ্কিত হইয়াছে। সরলা কৃষ্ণার প্রাণনাশের জন্য রাজসভায় যে মন্ত্রণা হইয়াছিল, রাজমহিষী অথবা কৃষ্ণা কেহই তাহা অবগত ছিলেন না। কিন্তু কি জানি কেন, সেই ভাবী বিপদের ছায়া তাঁহাদিগের উভয়েরই হৃদয়ে পতিত হইয়াছিল। মাতার প্রাণ শতযোজন দূর হইতেও সন্তানের বিপদ জানিতে পারে। কৃষ্ণার প্রাণনাশের চক্রান্ত জানিতে না পারিয়াও রাজ্ঞীর হৃদয় কৃষ্ণার জন্য উদ্বিগ্ন হইয়াছিল। কৃষ্ণাকে কোথাও একা রাখিয়া তিনি সুস্থির থাকিতে পারিতেন না। মনের উৎকণ্ঠায় তিনি একদিন স্বপ্ন দেখিলেন যে, কে যেন তাঁহার কৃষ্ণাকে খড়্গাঘাত করিতে উদ্যত হইয়াছে। সেই অবধি তাঁহার প্রাণ সর্ব্বদা কৃষ্ণার জন্য অস্থির থাকিত। ভাবী বিপদের ছায়া কৃষ্ণারও হৃদয়াকাশ আবৃত করিয়াছিল। মাতার উদ্বেগ, পিতার দীর্ঘনিশ্বাস এবং পুরবাসিগণের বিষণ্ণ ভাব বালিকার হৃদয়ে শেলের ন্যায় বিদ্ধ হইত।

কৃষ্ণকুমারী।

কৃষ্ণা আর সেই সরলতাময়ী বালিকা রহিলেন না। সঙ্গীত, নৃত্য, পুষ্পবাটিকায় জলসেক, সকল সাধই, ক্রমে, বালিকার হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হইল। দাবানলবেষ্টিত কাননে কুরঙ্গশিশু যেমন সজল নয়নে মাতার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, সরলা বালিকা কৃষ্ণাও তেমনি জননীর মুখপানে চাহিয়া শান্তিলাভের চেষ্টা করিতেন, কিন্তু সেখানেও শান্তি পাইতেন না। একদিন, অন্তঃপুরস্থিত উদ্যানে ভ্রমণ করিতে করিতে, কৃষ্ণা মূর্চ্ছিতা হইয়া পতিত হইলেন; এবং সেই

অবস্থায় তাহার বোধ হইল, যেন আকাশ হইতে অতি কোমল বাদ্য তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিতেছে; যেন স্বর্গীয় সৌরভে তাঁহার নাসিকা পূর্ণ হইতেছে, এবং যেন একটি দেবকুমারী, আসিয়া, তাঁহাকে বলিতেছেন; "দেখ বাছা, যে যুবতী এ বিপুল কুলের মান আপনার প্রাণ দিয়া রাখে, সুরপুরে তাহার আদরের সীমা নাই। আমি এই কুলেরই বধূ ছিলাম। আমার নাম পদ্মিনী। তুমি যদি আমার মত কর্ম্ম কর, তাহা হইলে আমারই মত যশস্বিনী হইবে।" রাজপুত-বালিকা কি মৃত্যুর জন্য ভীতা? কৃষ্ণা অজ্ঞাতভাবে আপনার শোচনীয় পরিণামের জন্য প্রস্তুত হইলেন।

যে করাল নিশীথিনীতে রাজভ্রাতা বলেন্দ্রসিংহ কৃষ্ণাকে হত্যা করিবার জন্য আদিষ্ট হইয়াছিলেন, ক্রমে তাহা সমাগতা হইল। সেই বিভীষিকাময়ী রজনীও যেন সেই ভয়ঙ্কর দুষ্কর্ম্মের উপযোগিনী হইয়াই পৃথিবীতে অবতীর্ণা হইল। উন্মত্ত ভীমসিংহের মুখে কবি সেই রজনীর ভীষণ ভাব অতি সুন্দর রূপ ব্যক্ত করিয়াছেন।

ভীমসিংহ।

রাজা ভীমসিংহ আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিতেছিলেন;

"রজনী দেবী, বুঝি এ পামরের গর্হিত কর্ম্ম দেখে, এই প্রচণ্ড কোপ ধারণ করেছেন; আর চন্দ্র, নক্ষত্র প্রভৃতি মণিময় আভরণ পরিত্যাগ করিয়া চামুণ্ডা রূপে গর্জ্জন করছেন। উঃ কি ভয়ানক ব্যাপার! কি কালস্বরূপ অন্ধকার! হে তম, তুমি আমাকে গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছ? উঃ মেঘ-বাহন অন্ধকারকে পুনঃ পুনঃ ঐ দীপ্তিমান কশাঘাত করে যেন দ্বিগুণ ক্রোধান্বিত করেছেন। বজ্রের কি ভয়ঙ্কর শব্দ! একি প্রলয় কাল; তো আমার মস্তকে কেন বজ্রাঘাত হোক্ না? (ঊর্দ্ধে অবলোকন করিয়া) হে কাল! আমাকে গ্রাস কর। হে বজ্র এ পাপাত্মাকে বিনাশ কর, হে নিশাদেবি! এ পাষণ্ডকে পৃথিবীতে কেন রাখ? বিনাশ কর।"

কৃষ্ণকুমারীর শেষাঙ্কে উন্মত্ত ভীমসিংহের ব্যবহার পাঠককে "কিং লিয়ারের" (King Lear) শেষাঙ্ক স্মরণ করাইবে। রাজা ভীমসিংহের

অবস্থা ত এইরূপ ; ওদিকে রাজমহিষীর এবং কুমারী কৃষ্ণারও হৃদয়ে সে রাত্রিতে শান্তি ছিল না। দয়াশীলা কৃষ্ণা, আপনার অট্টালিকায় শয়ন করিয়া, চিন্তা করিতেছিলেন ;—

"এ মন্দির পর্ব্বতের ন্যায় অটল, প্রবল ঝড় বহিলেও এতে কোন ভয় নাই, কিন্তু যাহারা কুঁড়ের মত ছোট ছোট ঘরে থাকে, না জানি তাদের আজ কত কষ্ট হচ্ছে। হা পরমেশ্বর! তাদের রক্ষা করুন। * * * * ভাল, আমার মনটা আজ এত চঞ্চল হ'ল কেন? পৃথিবীর কোন বস্তুই ভাল লাগ্‌ছে না। আমার মন যেন পিঞ্জরবদ্ধ পক্ষীর ন্যায় ব্যাকুল হয়েছে। দেখি দেখি, যদি একটু শয়ন করে সুস্থ হ'তে পারি। * * * হে মহাদেব, এ অধীনীর প্রতি দয়া ক'রে মনের চঞ্চলতা দূর কর ; প্রভু! এ দাসী নিতান্ত তোমার শরণাগতা।"

কিয়ৎক্ষণ এইরূপ চিন্তার পর কৃষ্ণা নিদ্রাগতা হইলেন। সেই সময় একজন অস্ত্রধারী পুরুষ, নিঃশব্দে, কৃষ্ণার মন্দিরে প্রবেশ করিলেন ; ইনি কুমার বলেন্দ্রসিংহ। বলেন্দ্রসিংহের সঙ্গে কৃষ্ণার কথোপকথন, উন্মত্ত ভীমসিংহের ও উন্মাদিনী, বৎসলা রাজমহিষীর অবস্থা মধুসূদন যেরূপ দক্ষতার সহিত চিত্রিত করিয়াছেন, আদ্যোপান্ত উদ্ধৃত না করিলে, তাহার সৌন্দর্য্য পাঠকের হৃদয়ঙ্গম করাইবার সম্ভাবনা নাই। কৃষ্ণকুমারীর শেষাঙ্ক পাঠ করিলে অতি কঠিন হৃদয়ও বিগলিত হয়। সরলহৃদয়া কৃষ্ণা পূর্ব্ব হইতেই মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত ছিলেন। আজ অস্ত্রধারী পিতৃব্যকে এরূপ ভাবে আপনার শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন ; "কাকা, আমার পিতারও কি ইচ্ছা যে——"

বলেন্দ্রসিংহ বলিলেন, "মা, আমি আর কি বল্‌ব? তাঁর অনুমতি ভিন্ন আমি কি এমন চণ্ডালের কর্ম্ম ক'র্ত্তে প্রবৃত্ত হই?"

কৃষ্ণা শুনিলেন যে, তাঁহার পিতারও ইচ্ছা যে, তিনি জীবন উৎসর্গ করুন্। তবে আর জীবন কাহার জন্য? ক্ষত্রিয়-কুমারী কবে মৃত্যুমুখে পতিতা হইতে ভীতা হন্? কৃষ্ণা, বলেন্দ্রসিংহকে কাতর দেখিয়া বলিলেন ;

"কাকা! তা এর নিমিত্ত আপনি এত কাতর হচ্ছেন কেন? আপনি পিতাকে এখানে একবার ডেকে আনুন গে। আমি তাঁর পাদপদ্মে জন্মের মত বিদায় হই। কাকা, আমি রাজপুত্রী, রাজকুলপতি ভীমসিংহের মেয়ে; আপনি বীর-কেশরী, আপনার ভাইঝি, আমি, মৃত্যুকে ভয় করি কি?"

যে ছায়াময়ী মূর্ত্তি ইহার পূর্ব্বে একবার কৃষ্ণাকে দর্শন দান করিয়াছিলেন, কৃষ্ণার মনে হইল, যেন এখনও তিনি তাঁহার শয়ন মন্দিরের দ্বারে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। সেইরূপ স্বর্গীয় সৌরভ তাঁহার নাসিকায় এবং সেইরূপ স্বর্গীয়বাদ্য তাঁহার কর্ণ-কুহরে প্রবেশ করিতেছিল। কৃষ্ণা বিস্ময়-বিস্ফারিতনেত্রে পিতৃব্যকে বলিলেন, "কাকা, একবার ঐ দুয়ারের দিকে চেয়ে দেখুন, আহা, কি অপরূপ রূপলাবণ্য! উনিই পদ্মিনী সতী। উনি আমাকে এর আগে একবার দেখা দিয়াছিলেন; জননি, তোমার দাসী এলো। দেখ কাকা, এ মন্দির সহসা নন্দনকাননের সৌরভে পরিপূর্ণ হলো। আহা! আমার কি সৌভাগ্য!" উন্মত্ত ভীমসিংহ এই সময় কৃষ্ণার অন্বেষণে তাঁহার মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। কৃষ্ণা, পিতার চরণ-যুগলে নিপতিত হইয়া, বিদায় প্রার্থনা করিলেন; কিন্তু জ্ঞানশূন্য রাজা, কৃষ্ণার স্নেহ-সম্ভাষণে প্রত্যুত্তর দান করিলেন না। বালিকার হৃদয় ব্যথিত হইল। সেই পূর্ব্বলক্ষিতা মূর্ত্তি, অঙ্গুলি সঙ্কেতে কৃষ্ণাকে আহ্বান করিয়া, তখনও বলিতেছিলেন; "কুল, মান রক্ষার জন্য যে যুবতী আপন প্রাণ দান করে, সুরলোকে তাহার আদরের সীমা নাই।" কৃষ্ণা, বলেন্দ্রসিংহের ভূমি-নিক্ষিপ্ত অসি পূর্ব্বেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। "জননি! এই আমি এলেম", এই বলিয়া কৃষ্ণা, সেই অসি লইয়া, সহসা আপনার বক্ষে আঘাত করিলেন, এবং ছিন্নমূল সুবর্ণলতার ন্যায় শয্যার উপর নিপতিত হইলেন। পাঠকের হৃদয়ে বিষাদ-রেখা

কৃষ্ণকুমারীর মৃত্যু।

অঙ্কিত করাই বিষাদান্ত নাটকের উদ্দেশ্য। মধুসূদন সে উদ্দেশ্য-সাধনে কতদূর কৃতকার্য্য

হইয়াছেন, যিনি তাহা বুঝিতে চান, তাঁহাকে একবার কৃষ্ণকুমারীর শেষাঙ্ক পাঠ করিতে বলি।

ইতিহাসের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া কবি, কৃষ্ণকুমারীর আভ্যন্তরীণ ঘটনা সমূহ যেরূপ কৌশলে গ্রথিত করিয়াছেন, তাহা অতি সুন্দর হইয়াছে। কিরূপ সামান্য কারণে হিন্দুরাজগণ, পরস্পরের মধ্যে বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়া, আপনাদিগের সর্ব্বনাশ করিতেন এবং আধুনিক রাজপুত-রাজগণের সভায় বারাঙ্গনা ও বারাঙ্গনানুচরদিগের কিরূপ প্রাধান্য ছিল, কবি ইহাতে তাহার সুন্দর আভাস প্রদান করিয়াছেন। বারাঙ্গনা-চরিত্র কুৎসিত বর্ণে চিত্রিত করিতেই গ্রন্থকারগণের সাধারণ প্রবণতা এবং তাহাতেই সমাজের মঙ্গল। কিন্তু অনেক সময় বারাঙ্গনা-চরিত্রেও এমন দুই একটি গুণ দেখিতে পাওয়া যায়, যে তাহা কুলললনারও পক্ষে অনুকরণীয়। সংস্কৃত সাহিত্যের বসন্তসেনার চরিত্র ইহার দৃষ্টান্ত স্থল। কৃষ্ণকুমারী নাটকের বারাঙ্গনা মদনিকার ও বিলাসবতীর চরিত্র মধুসূদন, সম্ভবতঃ, মৃচ্ছকটিকনাটকের মদনিকার ও বসন্তসেনার আদর্শ গঠিত করিয়াছিলেন। মৃচ্ছকটিক নাটকের মদনিকার ন্যায় কৃষ্ণকুমারীর মদনিকাও বুদ্ধিমতী, চতুরা, দয়াবতী, এবং সেইসঙ্গে কিয়ৎপরিমাণে ক্রূরস্বভাবা। দ্যূত-সর্ব্বস্ব ধনদাসের দুরবস্থায় মদনিকার অনুকম্পাপূর্ণ ব্যঙ্গ পাঠ করিলে, স্বভাব-কোমল নারীহৃদয় চরিত্রদোষে কিরূপ বিকৃত-ভাব ধারণ করে, তাহা অনুমান করিতে পারা যায়। কৃষ্ণকুমারী নাটকের বিলাসবতীও, মৃচ্ছকটিকের বসন্তসেনার ন্যায়, প্রণয়াস্পদের প্রতি আন্তরিক অনুরাগিণী। যুদ্ধগামী রাজা জগৎসিংহের সম্বন্ধে বিলাসবতীর আচরণ কুলললনার উপযুক্ত। নিজের সতীত্বনাশের জন্য হতভাগিনী বিলাসবতী যখন ধনদাসকে বলিতেছিল, "আমি যদিও দুঃখীলোকের মেয়ে, তবুও ধর্ম্মপথে ছিলাম, তুমিই অর্থের লোভে আমার ধর্ম্ম নষ্ট করালে,"

বিলাসবতী ও ধনদাস।

তখন তাহার কথাগুলি শুনিলে, তাহার অবস্থায় অনুকম্পা প্রকাশ করিতে আমাদিগের প্রবৃত্তি জন্মে। পাপিষ্ঠ ধনদাসেরও চরিত্র দক্ষতার সহিত চিত্রিত হইয়াছে। কুলললনাদিগের সর্ব্বনাশ করিয়া লম্পট জগৎ-সিংহের পাপাভিলাষ পরিতৃপ্ত করাই ধনদাসের ব্যবসায় ছিল। কিন্তু পাপিষ্ঠের দুরভিসন্ধির ও দুষ্ক্রিয়ার উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছিল। ধনদাস যাহাদিগের সর্ব্বনাশ করিয়াছিল, তাহাদিগেরই মধ্যে এক জনের হস্তে ধনদাসকে উপযুক্ত দণ্ডভোগ করিতে হইয়াছিল। যে ধনদাস একদিন সগর্ব্বে বলিয়াছিল যে, "রাজাই হউন, আর মন্ত্রীই হউন, ধনদাসের ফাঁদে সকলকেই পড়িতে হয়"; সেই ধনদাসকেই আবার বিধাতার দণ্ডে দণ্ডিত হইয়া বলিতে হইয়াছিল; "হে বিধাতঃ, আমি এতকাল রাজ-সংসারে থেকে, নানাবিধ সুখভোগ ক'রে অবশেষে অন্নাভাবে ক্ষুধাতুর* কুক্কুরের ন্যায় আমাকে কি দ্বারে দ্বারে ফিরতে হ'ল! * * * প্রভো! আমার অশ্রুজল দিয়া, তুমি আমার পাপপঙ্কে মলিন আত্মাকে ধৌত কর।" হতভাগ্যের এইরূপ কাতরোক্তি শ্রবণ করিলে, তাহার পূর্ব্বাপরাধ বিস্মৃত হইয়া, তাহার প্রতি পাঠকের অনুকম্পা জন্মে। কৃষ্ণকুমারীর আরও অনেকস্থলে কবি এইরূপ গুণপণা প্রদর্শন করিয়াছেন; কিন্তু ইহার একটী প্রধান দোষ এই যে, রাজপুত নরনারীগণের চরিত্র চিত্রিত করিতে যাইয়া কবি, স্থানে স্থানে, আপনার স্বদেশীয় নরনারীগণেরই চরিত্র চিত্রিত করিয়া ফেলিয়াছেন। তাঁহার অন্যান্য নাটকের ন্যায় ইহারও চরিত্রগুলি পূর্ণাবয়ব হয় নাই, এবং ইহারও ভাব, স্থলে স্থলে, কৃত্রিমতা-দোষে দূষিত। শর্ম্মিষ্ঠা নাটক সমালোচনার সময়ে আমরা বলিয়াছি যে, সংস্কৃত বা য়ুরোপীয় নাটক সমূহের সহিত তুলনা করিলে, মধুসূদনের নাটকসমূহ অনেক নিম্নস্থানীয় হইবে। সংস্কৃত বা য়ুরোপীয় নাটকের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে পারে, বাঙ্গালা নাটকের এখনও সে অবস্থা আসে নাই। দোষ, গুণ

সমস্ত লইয়া কৃষ্ণকুমারীর সম্বন্ধে এই মাত্র বলাই সঙ্গত যে, ইহা একখানি উৎকৃষ্ট নাটক; বাঙ্গালা ভাষায় এ পর্য্যন্ত যে সকল বিষাদান্ত নাটক রচিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে অতি অল্পই ইহার সমকক্ষতা করিতে পারে।

বাঙ্গালা সাহিত্যে মধুসূদনের নাটকসমূহের কার্য্য।

মধুসূদনের কাব্যসমূহের ন্যায় তাঁহার নাটকগুলি কখনও বাঙ্গালা সাহিত্যে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করে নাই। এক্ষণে, দিন দিনই, তাহারা অপ্রচলিত হইয়া আসিতেছে। মধুসূদন যে ভাষায় নাটক রচনা করিয়াছিলেন, বর্ত্তমান বাঙ্গালা ভাষা হইতে তাহা ক্রমশঃ স্বতন্ত্র হইয়া দাঁড়াইতেছে; লোকের রুচির ও মানসিক প্রবণতারও পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। সুতরাং তাহাদিগের লুপ্ত-গৌরব আর পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু জীব-জগতে যেমন এক শ্রেণীর কার্য্য শেষ হইলে আর এক শ্রেণীর জীব তাহাদিগের স্থান অধিকার করে, সাহিত্য জগতেও তেমনই এক জাতীয় গ্রন্থের বিলোপ ঘটিলে, আর এক জাতীয় গ্রন্থ তাহাদিগের স্থলাভিষিক্ত হয়। কিন্তু তজ্জন্য বিলুপ্ত জীবের বা বিলুপ্ত গ্রন্থের কার্য্যকারিতা ফলহীনা হয় না। মধুসূদনের নাটক-সমূহের কার্য্য শেষ হইয়া গিয়াছে; কিন্তু এক সময়ে তাহারা নবোদ্ভিন্ন বঙ্গ-সাহিত্যের যে উপকার করিয়াছিল, তাহা উত্তরকালীন নাটকীয় ইতিহাসে অবশ্যই স্মরণীয় হইবে।

মধুসূদনের এই সময়কার লিখিত কয়েকখানি পত্র আমরা পূর্ব্বে উদ্ধৃত করিয়াছি; আরও কয়েকখানি পত্র নিম্নে সন্নিবিষ্ট করিয়া আমরা বর্ত্তমান অধ্যায় শেষ করিব। কৃষ্ণকুমারী, মেঘনাদবধ এবং ব্রজাঙ্গনা একই সঙ্গে রচিত বলিয়া, পাঠক অনেকগুলি পত্রে তিনখানি গ্রন্থেরই সমকালীন উল্লেখ দেখিতে পাইবেন। নিম্নোদ্ধৃত পত্রগুলি বাবু কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখিত। মধুসূদন কিরূপে কৃষ্ণকুমারী রচনায় প্রণো-

দিত হইয়াছিলেন, এবং নাটক-রচনা সম্বন্ধে সাধারণতঃ তাঁহার মনের ভাব কিরূপ ছিল, এই সকল পত্রে তাহা ব্যক্ত হইবে। শর্ম্মিষ্ঠা ও পদ্মাবতী রচনার পর, মধুসূদন সুভদ্রা-চরিত অবলম্বনে যে নাটক লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, চতুর্ব্বিংশসংখ্যক পত্রে পাঠক তাহার উল্লেখ দেখিতে পাইবেন।

চতুর্বিংশ পত্র।

MY DEAR KESHAB BABOO,

Some weeks ago, I sent you the First Act of সুভদ্রা through our friend Jodu. Here goes the Second Act.

I must tell you, my good friend, that I do not intend this drama for the stage. It is simply a "Dramatic Poem". *

Allow me to say a word or two about the plan on which I am proceeding. I need scarcely tell *you* that the Blank form of verse is the *best* suited for Poetry in every language. A *true* poet will always succeed best in Blank verse as a bad one in Rhyme. The grace and beauty of the former's thoughts will claim attention, as the melody of the latter will conceal the poverty of his mind. Besides, a truly noble mind will always wither away under restraint, of whatever description that restraint may be. In China, they confine the feet of their women in iron shoes. What is the result? Lameness!

---

* সুভদ্রা-চরিত এইরূপ নূতন ছন্দে লিখিতে সংকল্প করিয়াছিলেন বলিয়াই, মধুসূদন পরে চতুর্দ্দশপদী-কবিতাবলীতে লিখিয়াছিলেন ;

"ভেবেছিনু নব তানে গাব বঙ্গাসরে
তোমার হরণ-গীত, সুভদ্রা সুন্দরি।"
ইত্যাদি



শ্রীযুক্ত বাবু কেশব চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।

In reading over my p..., you must look—1st to the imagery; 2nd to the language in which those images and thoughts are expressed; 3rd to the *individual* flow of each verse. Do not care for the *general effect.* Time will look to that. If I have succeeded in the above-mentioned particulars,—that is to say, if there is good poetry in the book, expressed in elegant and choice language, and if each verse is musical, then my friends need not be troubled on my account. The Book will float up—if not to-day or to-morrow, at least, thirty years hence. * * * I submitting this thing to you and to our learned friends, I am anxious that you should tell me whether you find any poetry in it, and whether that poetry is expressed in poetical language.

The verse is what in English we would call "Alexandrine" *i.e.* containing 6 feet. The *longest* verse in our language is the 7 footed পয়ার—but that is, like the Greek and Roman Hexameter, *too* long and pompous for dramatic purposes. The Greek and Latin Dramas are not written in Hexameter. Our 7 footed verse is *our* "heroic" measure. I hope, one of these days to send you specimens of it. When I first began to write my ear used to rebel, but now I have grown completely reconciled to Bengali Blank verse, and its melody and power *astonish* me. The form of verse in which this drama is written, if well recited, sounds as much like prose as English Blank verse sounds like English Prose—retaining at the same time a sweet musical impression. I have used more "অনুপ্রাস" and "যমক" than

I like, but I have done so to deceive the ear, as yet unfamiliar with Blank verse. Take my word for it, that Blank verse will do splendidly in Bengali and that in course of time, like the modern Europeans, we too shall equal, if not surpass, *our* classic writers. What we want at present are men of zeal, of diligence, of energy, of enthusiasm, of liberal views to give our language a jolly lift. If we have no "genius" among ourselves, let us prepare the way for future ones. Have you ever heard of Sackville—Lord Buckhurst, born in 1527? This nobleman's play, called "Gordobuc" first introduced to Englishmen the form of verse in which William Shakespeare wrote. My motto is, "Fire away, my boys!" The Namby-Pamby-Wallahs—the imitators of Bharat Chunder—*our* Pope, who has—

"Made Poetry a mere mechanical art,
And every warbler has his tune by heart!"

may frown or laugh at us, but I say—' Be hanged" to them!

How are you getting on with "Sharmista"—my Garrick? Have you seen "Padmavati"? Will it do as Sharmista's successor?

After you have read over this Act, please hand it over to Baboo J. M. Tagore and our noble manager. What about the Farce, the "ভগ্নশিবমন্দির?" * With kind wishes, I am, my dear Keshab Baboo,

Ever yours
Sincerely,
Michael M. S. DUTT.

* "বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁয়া"—প্রথমে এই নামে অভিহিত হইয়াছিল।

পঞ্চবিংশ পত্র।

My dear Gangooly,

Last Sunday, I submitted another "Synopsis" of a Drama on an entirely Hindu subject. I dare say you have already seen it. If so, is it not beautiful? For two nights, I sat up for hours pouring over the tremendous pages of Tod and about 1 A. M. last Saturday, the *Muses smiled!* As a true realizer of the Dramatist's conceptions, you ought to be quite in love with কৃষ্ণ-কুমারী, as I am. Lord! What a romantic Tragedy it will make! I have made the List of Dramatis Personæ as short as I could, for I wish to leave no loop-hole for our Manager to escape through. Fancy, only 5 or 6 males, and but 4 Females in a Historic Tragedy! If the Chota Raja should grumble about the Females, please tell him I undertake to find 3 out of the 4!

I wish you would stir them up, সখে মাধব! It is a down-right shame that such a theatre, as that at Belgatchia, should be the abode of Bats, or what is tantamount to it, the gaze of Bat-like men! as the boatswain says in the "Tempest",

"Heigh, my hearts; cheerly, cheerly, my hearts; yare yare. Take in, the top-sail; tend to the Master's whistle. Blow, till thou burst thy wind, if room enough!"

If you all like the plot, I promise you the play in six weeks, if not earlier. But I must be met half way. ধীমা তেতালা is not the তাল for me.

If you have *not* seen the "Synopsis", run to Jotinder Baboo and he will show it to you.

With sentiments of very kind regards to self and friend *Deenoo meah*

Yours very Sincerely
Michæl M. S. Dutt.

P. S, We must have a farce with the Tragedy. I tell you what, friend Garrick, even if we prolong the play to 2 a. m. no one will grumble. The farce will make the old fellows laugh away all sorts of ill humours, but I shall make the tragedy as short as I can.

M. M. S. D

বড় বিংশ পত্র।

My dear Gangooly,

I should have written to you earlier but the holidays intervened and there was an end of the matter for two days.

Your commendation makes me proud of myself. Indeed, it worked me up to such a pitch of enthusiasm that I felt half disposed to sit down and begin operation at once ! But calmer thoughts arose to dissuade me.

You must know, my brilliant friend, that just now I have no time to write a Drama "*on spec*" as they c it. I am engaged in writing a poem on the death of Meghanad, the celebrated son of Ravan, generally known as "Indragit"—besides, it is high time that I should resume my legal studies, seeing that the year is nearly at an end, and I may be called up for an examination next January. But if the Chota Rajah really makes up his mind to reopen his theatre, I am his man ! This, I wish, you would ascertain next Sunday, when I suppose you will have an opportunity of seeing

both him and Jotinder. Ask the Chota Rajah candidly what his real intentions are. There is no use writing a play and then leaving it to rot in my desk. All this you must ascertain next Sunday, and communicate to me the result of the mission, next Monday. If the Chota Rajah is for a play, and I *sincerely hope* he is, you shall have Krishna Koomari before you are many weeks older.

You suggest an under-plot, the suggestion is good—*what* can be bad that comes from you. O thou *avatar* of the Roman Roscius and the English Garrick !—But it will involve the necessity of two more females. The story of Krishna, though tragic, is barren of incidents. Instead of lengthening it, I would rather write a Farce to be acted with it. But *master's Hookum* is my motto. Write to me next Monday and believe me,

Ever yours affl'y

Michæl M. S. Dutta.

সপ্তবিংশ পত্র।

My dear Gangooly,

Many thanks to you and to Jotinder Baboo, though ..m not particularly interested in the question of getting the work printed. This I look upon as a secondary matter. What I want is to have it acted and acted by such an actor as your noble-self. The play would be an experiment, and, unless well-supported by great histrionic talent, could not be expected to create any very great sensation.

To complicate the Plot, by the introduction of one or two more characters (male), would be to complicate

it in every sense of the word ; for you must remember that the play is a historical one, and to introduce battles and political discussions would be to astonish the weak senses of the audience and the reader. I am for two more females. This জগৎসিংহ of জয়পুর had a favourite mistress. Tod gives her name as the "Essence of Camphor ;" I think we may bring her in and allow her jealousy full play. Her arts would offer a fine contrast to the innocence of our Heroine—though they are never to be brought together, and I also intend to make her contribute an air of comicality to some of the scenes—and she should have her "Familiar" or সখী।

A "synopsis" can hardly be supposed to give a reader a full idea of the Plot as it rises in the Dramatist's mind. But if you examine the one, forwarded by me carefully, you will find the Queen a very necessary character ;—so also the তপস্বিনী। And here, I must make a few remarks on the disadvantages we, "Indian Bards," labour under, with reference to Female characters:—

The position of European females, both dramatica as well as socially, are very different. It would sh. the audience if I were to introduce a female (a virtuous one) discoursing with a man, unless that man be her husband, brother or father. This describes a circle around me, beyond the boundary line of which I cannot step. The consequence is, I am obliged to have a larger number of females to give my Plot an air of fulness, and I must here tell you, my dear G, what, I dare say, you will allow at least to some extent, viz,

that we Asiatics are of a more romantic turn of mind than our European neighbours. Look at the splendid Shakespearean Drama. If you leave out the Mid Summer Night's Dream, Romeo and Juliet and perhaps one or two more, what play would deserve the name of *Romantic*? Romantic in the sense in which Sacoontala is Romanatic? In the great European Drama you have the stern realities of life, lofty passion, and heroism of sentiment. With us it is all softness, all romance. We forget the world of reality and dream of Fairylands. The genius of the Drama has not yet received even a moderate degree of development in this country. Ours are dramatic poems; and even Wilson, the great foreign admirer of our ancient language, has been compelled to admit this. In the Sarmista, I often stepped out of the path of the Dramatist, for that of the mere Poet. I often forgot the real in search of the poetical. In the present play I mean to establish a vigilant guard over myself. I shall not look this way or that way for poetry; if I find her before me I shall not drive her away; and I m··y, I may safely reckon upon coming accross her now and then. I shall endeavour to *create* characters who speak as nature suggests and not mouth-mere poetry. The proof of the Pudding, however, is in the eating, and I hope to send you the First Act in time to enable you to read it with Jotinder Baboo, next Sunday. As for the language, the Drama to be written in, I shall follow Dr. Johnson's advice :—"If there be," says he, "What I belive there is, in every nation a

style which never becomes obsolete, a certain mode of phraseology so consonant and congenial to the analogy and principles of its respective language, as to remain settled and unalterd, this style is to be probably sought in the common intercourse of life, among those who speak only to be understood, without the ambition of elegance." And he commends Shakespeare for having adopted this language; and this advice I mean to adopt except where the thoughts rise high of their own accord and clothe themselves with loftier diction, and that will be in the more Tragic parts of the play.

You must remember these remarks, my dear fellow, when you sit down to peruse the Play, and I must at the same time beg of you to treat me with the *utmost* candour. No human being is infallible, and I the last man to feel hurt when my faults are pointed out to me, either by friend or foe. If this Tragedy be a success, it must ever remain as the foundation stone of our National Theatre. Excuse this long letter, and belive me,

Ever yours most sincerely
Michael M. S. Dutt.

P. S. Blank verse only in soliloquies? What say you? As this play will be full of acting and dialogue, there wo'nt be many openings for Blank verse; but a little of it wo'nt hurt anybody, I think.

M. M. S. D.

অষ্টাবিংশ পত্র।

My dear Gangooly.

Tho' I have nearly finished the First three Acts, I have not had time to make a fair copy of them. The

pleasure of composition is outweighed by the trouble of copying! Here is the First Act. That মদনিকা will play the Deuce with ধনদাস। I hope the portion of the play I am sending, would not disappoint you and other friends. You will find the Second Act more solemn. The most beautiful plays in the world are combination of Tragedy and Comedy. I have not given verse— of that, by and bye. Let me know by Monday, what you think of this act. You are welcome to strike off, add, alter and all that. In great haste.

Ever yours sincerely
Michael. M. S. Dutt.

ঊনত্রিংশ পত্র।

My dear Gangooly,

Here you are. This is act no 3. The fourth act has also been completed, but I must make a fair copy of it before I send it to you.

Jotinder Baboo writes to me to say that he is not well enough to read the play just now, and that he has made it over to the Chota Rajah. Now, from what I know of the Chota Rajah, I am afraid he will not look into it at all, unless there is some one *at* him. This task you must undertake, you and Deenoo Baboo. You must *force* him to read the scenes with you. If not, I have laboured in vain.

If the Chota Rajah *really* wishes to reopen his Theatre, he ought to send the Mss. at once to the Printers and then read over the proofs with you.

Yours as ever
Michael M. S. Dutt

P. S. I do not know how it is, but I fancy that every thing will end in smoke !

ত্রিংশ পত্র ।

My dear G,

Here is the Fourth Act. As a humble member of the noble Belgachia Amateur company, *I* am doing what *I* c~ t~ promote its glory. If the other members wont stir themselves, it is no fault of mine. By jove ! Here is a play—if meritorious in no other respect, at least *brimful* of acting, acting, acting ! I shall soon finish the Last act ; it will be highly Tragic. Poor Kissen Kumari will die !

your, in haste,
Michael M. S. Dutt.

একত্রিংশ পত্র ।

My dear Gangooly,

I wish you had not thought of Shakespeare so much, as you appear to have done, when you sat down to peruse poor Kissen Kumari. Some of the defects you point out, are defects indeed, but it does not fall to the lot of every one to rise superior to them, pnd even Shakespeare himself does not do so often. As a first rate actor, you are, as a matter of course, a first rate dramatic critic ; but do not believe for a moment that there are *three* men in all Bengal who would discover these *secret* failings of the Play.

As for "variety of action" there is not much of it, to be sure, but that result I could not very well avoid, owing to the original barrenness of the Plot. I do not pretend to understand much about acting, that is you,

province; but I am disposed to believe that you are mistaken in thinking that the play would not succeed on the stage. With the actors we have, we cannot expect very great amount of success; but I fancy it would create a deeper sensation than any Play yet produced. If all our actors were like yourself, it would be a different thing. Most of the Shakesperean Dramas were no better acted, at first, I suspect, than ours are. As for the male characters, that is another inconvenience of the Plot. I have tried to represent Juggut Sing as I find him in History, a somewhat silly and voluptuous fellow; Bheemsing as a sad, serious man. The other characters are invented, but I had to *conform* them to the principal characters. As for Dhanadass, I never dreamt of making him the counterpart of Yago. The plot does not admit of such a character, even if I could invent it—which I gravely doubt! I wish *Ballender* to be serious and light, like the "Bastard" in King John. Dhanadass is an ordinary rogue, indeed, but he will do admirably, if you take him by the hand!

As for the females, there I am on my own element, and I hope you will like them all. The queen of such an unfortunate Prince, as the Rana Bheemsing, cannot but be sad and grave; the princess, I hope, is dignified, yet gentle. But that Madanika is my favourite. Kissen Cumari falling in love with a man she has never seen before, is by no means uncommon in our own ancient History or Fable; the name of Rukmini will occur to you at once; I believe there are allusions to her in the

play. I am aware that it will be hard to get good female actors; but we must make the most of what we have That is a misfortune I can not remedy. I have great faith in you as a Teacher.

I am happy you like the language. Ease can be only obtained by practice; and I am as yet a mere novice. But I hope I am a *progressive animal.* As the play is a tragedy, I have not thought it proper to begin any scene with the determination of being *comic*, in my humble opinion such a thing would not be in keeping with the nature of the Play.—But whenever in the course of the dialogue a pleasant remark has suggested itself I have not neglected it. The only piece of criticism I shall venture upon, is this;—never *strive* to be comic in a tragedy; but if an opportunity presents itself unsought to be gay, do not neglect it in the less important scenes, so as to have an agreeable variety. This I believe to be Shakespeare's plan. Perhaps, you will not find many scenes in his higher tragedies in which he is *studiously* comic. However, both yourself and our friend Tagore are welcome to brush up into a comic glow any scene, that would admit of such a thing. I am not such an ungrateful fellow as to find fault with my friends for trying to make me look handsomer!

As for beginning the play with a soliloquy, that is of little consequence; a little mannerism does no harm, and, I promise you, I shan't do it again.

Perfection, my dear fellow, can only be attained by long practice. So you must not be very severe

upon poor me. If spared, perhaps, I shall yet do better!

I am truly happy that you like the play upon the whole. I hope Jotinder Baboo and our Manager will sail in the same boat with you. The style of criticism you bring to bear upon the play, is the very highest possible; such an *aesthetic storm* would sink the ship of every dramatist in the world, save and except Shakespere; and even he would suffer considerable damage!

A WORD ABOUT THE SCENES:—

I am very fond of busy and varied scenes; and as for the French idea of not allowing one set of actors to retire and introduce another, I have no great respect for it, and yet I like to preserve "unity of place" and, as far as I can, that of time also. Examine each act and you will find unity of place if not of time.

Your letter fills my heart with hope. I fancy you can move the Chota Rajah, if you really wish it. As for Jotinder Baboo, his enthusiasm requires little pushing from behind. If these two gentlemen like it, they can make this an age of glory in the literary annals of their country! Let them but seriously encourage the drama, and they will see wonders!

If not, we must strike our heads and say,—"alas! born an age too soon"!

I am quite ready to undertake another drama, but this must be acted first. We ought to take up Indo-mussulman subjects. The Mahomedans are a *fiercer* race than ourselves, and would afford splendid oppor-

tunity for the display of passion. Their women are more cut out for intrigue than ours.

Excuse this scrawl. Hoping you are quite well personally and domestically,

1st September, 1860. Yours most Sincerely
Michael M. S. Dutt.

P. S. I shall alter the opening soliloquy and remove it to some other place.

Michæl M. S. Dutt.

P. S. I am sorry Jotinder Baboo is still ailing. I hope to go and see him to-morrow. I wish you would begin the work of revision at once ;—I am *so* impatient! After this, we must look to "Rizia"—I hope that will be a drama after your own heart! The prejudice against Moslem names must be given up.—If you like, I can pick up other subjects from Tod. But I must first finish my *Meghanada.* That will take me some months.

M. M. S. D.

দ্বাত্রিংশ পত্র।

My dear Gangooly,

You must not fancy that I have been idle. Kissen Cumari was finished two days ago. Begun 6th August, finished 7th September,—rather quick work, old fellow! But in these days of steam and other stimulating powers, a man must keep pace with the times! But though I have finished the Drama you can't have it for some days yet. I have to make a fresh or fair copy and that is really

bothersome. In the mean time let me know how you are getting on. Have you seen our Manager? What saith the man of Millions? Verily, brother Keshub, my heart is set upon seeing Kissen Cumari acted at *Belgatchia*, and the Chota Rajah ought to do it. I wish you would make it a point to see him to-morrow on the subject. Take Deenoo Meah with you and go like a good fellow. If Jotinder Baboo is better, as I hope he is, take him with you also. Mind you, you all broke my wings once about the farces; if you play a similar trick this time, I shall forswear Bengali and write books in Hebrew or Chinese! If you see the Chota Rajah to-morrow and he shows symptoms of a yielding spirit, we can have a meeting Sunday after next (to-morrow week) at Belgatchia, and I shall go over. If the Chota Rajah begins to talk of his brother's absence, silence him by saying—"Pooh, my lord, we know your brother never says "nay" to any thing you wish to do—This sort of *bosh* won't go down with boys like ourselves! Ha! Ha!"—

I flatter myself you will like the Fifth act. I shed tears when poor Kissen Cumari stabbed herself and fell on her bed! And then the poor queen also dies—but behind the scenes. There are three scenes in this act. I am afraid the play has grown longer than I intended, but never mind. No one would grumble at a good play for being a little too long.

What more?—as we say in Sanscrit—কিমধিকং?

With most Sincere regards, yours affectionately

Michael M. S. Dutt.

ত্রয়স্ত্রিংশ পত্র।

My dear Gangooly,

Here is Kissen Cumari—your Kissen Cumari, I dedicate her to the first actor of the age, to a gentleman of whose friendship I am proud, and whose modesty, cheerfulness and talents endear him to all who know him. Should we ever have a national Drama, and that Drama a future historian to commemorate its rise and progress, may he associate my humble name with yours! God bless you, old boy!

And now work away like a jolly fellow, and set Jotinder Baboo to write the songs. He is sure to do every justice to the play.—Don't depend upon me, for I am going to plunge deep into Heroic Poetry again.

Yours ever affectionately

Michael M. S. Dutt.

চতুস্ত্রিংশ পত্র।

My dear Gangooly,

Many thanks for your letter with enclosure. By Jove, this act is really brilliant! I have written to our friend Baboo J. M. Tagore about the songs. The first and second acts are already in type.

It strikes me, that if the Drama is to be acted, you had better at once organise your company and begin operations with the two acts already printed. Go on rehearsing at Jotinder's and then you can settle whether we are to do the thing in the Town Theatre or blaze our at dear old Belgatchia. I vote for Belgatchia.

Now master Dhanadas, allow me to give you a bit of advice. Put down Issur Chunder Singh as "Joggut

Singh", and then you will very soon find yourself at Belgatchia! Do you see him now? I hope Preonath will take up ভীমসিংহ; Deeno সত্যদাস; Jodoo বাহুবলেন্দ্র; Sreenath the other মন্ত্রী। By the bye—do you think Kissendhon will do for Kissen Kumari? Make Kali মদনিকা। Under your guidance, he is sure to do very well.

The first five books of Meghanada are ready; you shall have your copy as soon as I can get hold of one to send you.

Hoping you are quite well, and with kind regards to self and other brethern of the Buskin.

Yours as ever
Michael M. S. Dutt.
16th January 1861.

পঞ্চত্রিংশ পত্র।

My dear Gangooly,

We have not seen each other since the poetical meeting of ours on the bank of the—Laldighi. However, I trust you enjoyed your Holidays.

And now old boy, *what* about Kissen Kumari? What has our elegant friend Baboo J. Tagore done; what does he intend doing? What says our "Manager"? I am afraid, brother Keshub, we are all losing that fine enthusiasm we once had in matters dramatic! As for me, excuse my vanity; I think *I* have some little excuse—another branch of the art is seducing my soul at present from the "Old Love"; how will *you* answer at the bar of Posterity!

If Kissen Kumari does not satisfy our friend, I am

just now comparatively free, and don't mind plunging in again! However give me all the news you can. I should be sorry to see the play acted in the rainy weather, and the cold weather has fairly commenced.

If the Rajahs of Paikparah are bent upon shutting their doors against সরস্বতী, I hope the poor Goddess will still find a warm friend in Baboo Jotindra Mohan Tagore!

With kind regards
Believe me, ever yours truly
Tuesday Michael M. S. Dutt.

এই সঙ্গে বাবু রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত কয়েকখানি পত্রও সন্নিবিষ্ট হইল। মধুসূদনের পত্রগুলি তাঁহার সাহিত্যিক জীবনের স্বলিখিত ইতিহাস। কবি ও নাটককার রূপে মধুসূদনের নাম সর্ব্বত্র পরিচিত; পত্র রচনাতেও তিনি কিরূপ পারদর্শী ছিলেন, এই সকল পত্র তাহার সাক্ষ্যদান করিবে।

ষট্‌ত্রিংশ পত্র।

My DEAR RAJ,

It is many weeks since I last wrote to you or heard from you, but I have been dramatizing, writing a regular tragedy in—prose! The plot is taken from Tod, Vol. I. p 461. I suppose you are well acquainted with the story of the unhappy princess Kissen Kumari. There is one more Act to be written—viz., the fifth. Besides, I could not get any one to copy the second book of Meghanad before this. The copy I enclose, though neatly written, is so full of bad spelling that I do not know whether you will be able

to make anything of it. But you are a first-rate fellow and not many years ago, neither you nor I should have thought it extraordinary to see the name শিব written ষীব or any such orthographical eccentricity. Really what rapid advances our language (I feel half-tempted to use the words of Alfieri and say "Nostra Divina Lingua") is making towards perfection and how it is shaking off its sleep of ages.

You must try and see what you can do with the enclosed. As a reader of the Homeric Epos, you will, no doubt, be reminded of the Fourteenth Illiad, and I am not ashamed to say that I have intentionally, imitated it—Juno's visit to Jupiter on Mount Ida. I only hope I have given the Episode as thorough a Hindu air as possible. I never like to conceal anything from you, so that you must not think me vain if I say that in my heart I begin to believe that this Meghanad is growing up to be a splendid Poem! I fancy the versification *more melodious* and *Virgilian* and the language easy and soft. You will probably miss in this Poem the rather *roughish* elevation of its predecessor. But I must leave you to judge for yourself.

The Tilottama is going on well. The first edition is nearly exhausted. Even the stiff old pundits are beginning to unbend themselves, and the "Some-prokash" has spoken out in a manner rather encouraging than otherwise. Blank verse is the 'go' now. As old Runjit Sing used to say, when looking at the map of India,—"*Sub lal ho jaga*" I say "Sub Blank verse ho